নজরুল

এক অসাধারণ কবি

প্রেম
এবং
কবি

ПЯТЬДЕСЯТ *советских* ПОЭТОВ

পঞ্চাশ জন সোভিয়েত কবি

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো • ১৯৭৭

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ

ПЯТЬДЕСЯТ СОВЕТСКИХ ПОЭТОВ

на языке бенгали

Составитель Издательство «Прогресс»

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · মস্কো · ১৯৭৮

П $\frac{70402-272}{014(01)-78}$ 683—77

সূচীপত্র

অনুবাদকের বক্তব্য ১৩

অয়ার ভাত্‌সিয়েতিস

অপারেশনের আগে ১৯
বিদায়াশিস্‌ ২৩

আন্দ্রেই ভজ্‌নেসেন্‌স্কি

নভোচারণ-নান্দী ২৯
অথ অধিবৃত্ত গাথা ৩৫
সিগুল্দায় হেমন্ত ৩৯
উলোটভুবন ৪৫

আন্না আহ্‌মাতভা

আমাদের এই শিল্পকারুতা-আলো ৫৩
দেশমৃত্তিকা ৫৫
ত্রয়োদশপদী ৫৭
দেখিও না ভয় ৫৯
তিনটি কবিতা ৬১
চতুর্থী ৬৫

আরন ভের্গেলিস

দরাজ দিলের দিন ৭১

আর্কাদি কুলেশভ

ঘড়ি আমার ৭৯
অনুরাগ ভরে নেবে ৮১
জননীর সাথে ৮৩
পাতা-ঝরা দিন শেষ হয় ৮৫

আলেক্সান্দর ইয়াশিন

ভুবনভরা খনির মাঝে ৮৯
সৎকর্ম ৯১

আলেক্সান্দর ত্ভার্দভ্স্কি

জীবন আমাকে কম তো দেয় নি ৯৭
তুমি নির্বোধ, বুঝলে মরণ ১০৩
সহগামীদের প্রতি ১০৫
ক্রমে হবে কালো নীলাভ তুষার ১০৭

আলেক্সান্দর প্রকোফিয়েভ

আত্মজৈবনিক ১১১
প্রত্যাবর্তন ১১৫
রুটি ১১৯

আলেক্সান্দর মেঝিরভ

সঙ্গীত ১২৩
ফেব্রুয়ারি ১২৭

আলেক্সেই সুর্কভ

তুমি কি ভেবেছ ১৩৫
সমকালীন ১৩৯

ইউস্তিনাস মার্ত্সিন্কিয়াভিচুস

পূর্বলেখ ১৪৫

ইভান দ্রাচ

বালতির গান ১৫১

ইয়ারোস্লাভ স্মেলিয়াকভ

কাব্যালোচনা ১৫৫
পকেট ১৫৯
শ্রমিকের ক্যান্টিন ১৬৩

ইয়েভ্‌গেনি ইয়েভ্‌তুশেন্‌কো

এ কি সম্ভব? ১৬৯
শিকনিঝরা ফ্যাশীবাদ ১৭১
ঈর্ষা ১৭৯

ইয়েভ্‌গেনি ভিনোকুরভ

উপদেশ মোরে দেয় নি ১৮৫
কবি হতে পারে ১৮৭
বিশ্বাসী আঁকে ক্রস ১৮৯
সঙ্গীত ১৯১

ইরাক্লি আবাশিদ্‌জে

ভারতী কবিদের উদ্দেশে ১৯৭

ইরিনা অজেরভা

ছায়া ২০৩
দন কিয়োতের গাথা ২০৯
কবি ২১৩

ইলিয়া সেল্‌ভিন্‌স্কি

বাঘ ২১৭
ভূর্জবৃক্ষ ২২১
ট্র্যাজেডি ২২৩
ভূমিকা ২২৫

উয়গন্‌

স্বর্ণসরণী ২৩১
প্রতিকৃতি ২৩৩
সাইপ্রেস ২৩৫

এদুয়ার্দাস মেঝেলাইতিস

ছাই ২৩৯
ঠোঁট ২৪৩

ওল্‌গা বের্গ্‌গল্‌ত্‌স

পথের চিঠি ২৫১
মেয়েলি গ্রীষ্ম ২৫৭

কন্‌স্তান্তিন সিমোনভ

তিনটি কবিতা ২৬৩

কাইসিন কুলিয়েভ

একটি নারী কোথায় ২৭১
"শিশুর কাঁদা সুলক্ষণই" ২৭৩
আমার ঘরে ঢুকে পড়ে ২৭৫
নদীর জলে করিছে নারী স্নান ২৭৭
পাহাড়ী লোকের কথা ২৭৯

দাভিদ কুগুল্‌তিনভ

অনাদি কাল থেকে ২৮৫
হৃদয়ে লুকানো ২৮৭
যখন শরীরে শক্তির শেষ ২৮৯

নবি হাজ্‌রি

বসন্ত ২৯৫
অপেক্ষমাণ ২৯৯

নিকোলাই আসেয়েভ

এমন মানুষও ৩০৩
বুলবুল ৩০৭

নিকোলাই জাবোলোত্‌স্কি

কুরূপা বালিকা ৩১৩
কৃষিদূত ৩১৭

নিকোলাই তিখোনভ

বরফে মোড়ানো ৩২৫
লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে ৩২৭
নৈশ আরাগ্‌ভা ৩৩১

পেত্রুস ব্রভ্‌কা

প্রারম্ভ ৩৩৯
ওকপাতা ৩৪৩

বরিস পাস্তেরনাক

খ্যাতির ঈপ্সা অশোভন ৩৪৯
ইভ ৩৫৩
মহাবিশ্ব ৩৫৭

বরিস স্লুত্স্কি

সমুদ্রে অশ্ববাহিনী ৩৬৩
বুড়িরা অনেক ৩৬৭
পদার্থবিদ ও কবি ৩৭১

বের্দি কেরবাবায়েভ

কবিতাগুচ্ছ ৩৭৫

ভালেন্তিন সিদোরভ

হিন্দুস্তানের নীল গিরি ৩৯১

ভ্লাদিমির লুগোভ্স্কই

উপক্রমণিকা ৪০৫
তাকে জেনেছিলাম যাকে ৪১১
ফোটোগ্রাফার ৪১৯

মাক্সিম রিল্স্কি

ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় কুঁড়ে ৪২৫
গোলাপের যুদ্ধ ৪২৯

মার্গারিতা আলিগের

বনপথ ৪৩৩
তারা দুজন ৪৩৯
"হাঁ" আর "না" ৪৪১

মিখাইল লুকোনিন

আমার বন্ধুবান্ধব ৪৪৫
শোকের পরিক্ষা বৃত্ত থেকে ৪৫৩

মিখাইল স্‌ভেত্‌লভ

অমরতা ৪৫৯
দিগন্ত ৪৬৩
হাসপাতালে ৪৬৭

মির্জো তুর্সুনজাদা

আমার বোন আফ্রিকা ৪৭৩

মিহা ক্‌ভিল্লভিদ্‌জে

অমরতা ৪৮১
পত্রালী ৪৮৫

মুস্তাই করিম

গিরিপর্বত, ডেকো না ৪৮৯

রবের্ত রজ্‌দেস্ত্‌ভেন্‌স্কি

অর্ধেক ৪৯৫
হিরোশিমা ৫০১

রসুল হাম্‌জাতভ

সাঁঝ সকাল ৫১১
সবার আছে ৫১৩
আমাদের গাঁ'র সেই ছেলেটি ৫১৫
আনন্দ, থাম ৫১৭
হয়তো যারও-বা ৫১৯
তোরই ছায়া সবে ৫২১
আমার উপর, সময় ৫২৩

রাইসা আহমাতভা

জানি না কেন ৫২৭
করি প্রতীক্ষা ৫৩১
ভাগ্যের লিপি মেনে নিয়ে ৫৩৫
সবই পারি আমি ৫৩৭

লেওনিদ মার্তিনভ

প্রতিধ্বনি ৫৪১
নতুন কিছু এসেছে পৃথিবীতে ৫৪৩
জল ৫৪৭

সিল্‌ভা কাপুতিকিয়ান

কেটেছে জীবন ৫৫৩
সেভান শিখরে ৫৫৫
রাস্তার গান ৫৫৭

সুয়ুন্‌বাই এরালিয়েভ

আমি চলেছি ৫৬৩

সেমিওন কির্সানভ

এই পৃথিবী ৫৬৯
সময় ৫৭৩

সের্গেই নারোভ্‌চাতভ

সেইসব দিন ৫৭৯
জয় সোভিয়েত রাজ! ৫৮৩

সের্গেই মিখাল্‌কভ

ব্যঙ্গকবি ও সেনা ৫৮৯
সারস ও বরাহ ৫৯১
নির্বোধ সম্পর্কে ৫৯৫

অনুবাদকের বক্তব্য

প্রগতি প্রকাশন থেকে ১৯৬৯ সালে একটি দ্বিভাষী গ্রন্থ বেরিয়েছিল রুশী ও ইংরেজিতে: "ফিফ্‌টি সোভিয়েট পোয়েট্‌স"। বর্তমান গ্রন্থটি, প্রথমেই বলা প্রয়োজন, তার হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়। পূর্ববর্তী গ্রন্থের ন'জন কবির (পাভেল আন্তোকোল্‌স্কি, বেল্লা আহমাদুলিনা, সামুয়িল গাল্‌কিন, সামুয়িল মার্শাক, পারুইর সেভাক, ভ্লাদিমির ত্‌সিবিন, সিমোন চিকোভানি, স্তেপান শিচপাচভ এবং ইলিয়া এরেন্‌বুর্গ্‌) কবিতা বাদ দিয়ে সংযোজন করা হয়েছে ন'জন নতুন কবি: রাইসা আহমাতভা, মুস্তাই করিম, মিহা ক্‌ভিল্লবিদ্‌জে, বের্দি কেরবাবায়েভ, নবি হাজ্‌রি, ইরিনা অজেরভা, উয়গুন, সুইউন্‌বাই এরালিয়েভ এবং ভালেন্তিন সিদোরভ। "পঞ্চাশ জন সোভিয়েত কবি" গ্রন্থে কবি নির্বাচনের ভার আমার উপর ছিল না, আমার ভূমিকা শুধুমাত্র অনুবাদকের। কিন্তু অনুবাদও যেহেতু ভিন্ন ধরনের এক সৃষ্টিকর্ম, তাই মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী কবি ও কবিতা নির্বাচন সেখানে কাঙ্ক্ষণীয়; আমার সে সুযোগ না থাকায় স্বভাবতই অনুবাদে গুণগত নানান স্তরভেদ এসে গেছে, অসমধর্মী কবিতার অসমান অনুবাদ হতে বাধ্য, — এড়াবার কোনো উপায় ছিল না। অন্যদিকে, কবি-নির্বাচন আমার উপর ন্যস্ত হলেও আরেকটি খণ্ডতা অনিবার্যতই দেখা দিত: বইটিকে কোনোক্রমেই বহুধর্মী করা যেত না। অথচ "পঞ্চাশ জন সোভিয়েত কবি" নিশ্চিতভাবেই বহুভাষী বিশাল সোভিয়েত কবিসমাজের প্রতিনিধিত্ব করুক, এটা আমিও চেয়েছিলাম। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বইটির সমস্ত কবিতা রুশ থেকে অনূদিত হলেও গ্রন্থভুক্ত বহু কবিই অরুশী। ফলে তাঁদের কবিতা মূল

থেকে অনুবাদ করা সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে; রুশী কাব্যানুবাদ থেকে বাংলায় ভাষান্তর করতে হয়েছে বলে মূলের বিচ্যুতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নয়। আমি নিশ্চিতভাবে যেটুকু বলতে পারি তা শুধু এই — কাব্যভুক্ত সমস্ত অনুবাদ বক্তব্যের দিক থেকে রুশী পাঠের বিশ্বস্ত অনুগামী; ভাষান্তরে তাদের কাব্যসিদ্ধি যাচাইয়ের ভার পাঠকের।

কবিতা অনুবাদের স্বতঃসিদ্ধ দুরূহতা মেনে নিলেও রুশ কবিতার ভাষান্তর, অন্তত বাংলায়, প্রায় এক অসাধ্যসাধন। পুশ্‌কিনের পর থেকেই রুশ কাব্যভাষা ক্রমাগতভাবে জনগণের মুখের বুলির এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে, বাংলার মতো কাব্যনির্মিতির কোনো ভাষা আলাদাভাবে সেখানে নেই; মৌখিক বুলিরই শুধুমাত্র বিন্যাসবৈচিত্র্যে মিল, অনুপ্রাস, ইত্যাদি কারুকার্য সেখানে সম্ভব — অনেকটা হিন্দী বা উর্দু কবিতার মতোই। আমার ধারণায় এটা একটা অন্যতম কারণ যার জন্য অতিশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত (সোভিয়েত দেশে কোনো অশিক্ষিত ব্যক্তি ভাবাই যায় না) নির্বিশেষে রাশিয়ার সকলেই কাব্যভোক্তা হতে পেরেছে। রুশ ভাষার বিশাল শব্দভাণ্ডারও অবশ্য আরেকটি কারণ যার ফলে মিল বা ছন্দের দাবীতেও কবিকে খুব বেশি ঘুরিয়ে কথা বলতে হয় না, সমধর্মী সমধ্বনিময় সমার্থবোধক শব্দ সহজেই হাতের কাছে তিনি পেয়ে যান। বাংলায় কাব্যনির্মাণকৌশলের মূল চারিত্র্য ভিন্নরকম হওয়ায় অতি সাধারণ সহজ রুশ শব্দও ভাষান্তরে মূল থেকে অধিকাংশতই অনেক দূরে চলে যায়। তদুপরি আছে ছন্দ ও মিলবৈচিত্র্যের ভিন্নতা। ইত্যাকার দুরূহতার কারণেই মূলানুগত্য বজায় রাখতে গিয়ে প্রায়শই বাংলা কবিতার স্বধর্ম থেকে পতন এড়ানো যায় নি। তবু কাব্যানুবাদ প্রসঙ্গে সে-দুঃখও আমি সয়েছি; কবিতার ভাষান্তরে মূলচ্যুতি ও স্বকাব্যনির্মাণ আমি অপরাধ বলে গণ্য করি।

রুশ নামের বাংলা বানানে যে-নীতি অনুসৃত হয়েছে এই সংকলনে তা 'প্রগতি প্রকাশন'-এর নিজস্ব। রুশ শব্দের বাংলা প্রতিলিপ্যন্তর বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা অন্যরকম।

পরিশেষে, ঋণস্বীকার। আমার অল্প রুশী জ্ঞানে এ অনুবাদ হয়তো কখনোই সম্ভব হতো না যদি তরুণ ভারততত্ত্ববিদ সের্গিয়েই সেরেব্রিয়ান্নি স্বতঃপ্ররোচিত হয়ে আমাকে সাহায্য না করতেন। কতবার যে তাঁকে রুশ ভাষাসংক্রান্ত নানান খুঁটিনাটি বিষয়ে বিরক্ত করেছি তার ইয়ত্তা নেই। আর ছিলেন অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক শ্রীননী ভৌমিক ও কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। পাণ্ডুলিপিটি যত্নসহকারে এ'রা উভয়েই পাঠ করেন এবং বহু উপদেশ ও নির্দেশ দেন আমাকে। বর্তমান কাব্যানুবাদটি শুধু আমারই নয়, তাঁদেরও বহু পংক্তি ধারণ করে আছে। এ'দের প্রত্যেকের সাথেই আমার সম্পর্ক লৌকিকতার ঊর্ধ্বে। তবু সত্যের খাতিরে শুধু নয়, এ'দের সাহিত্যবোধ ও কাব্যপ্রেমকে সম্মাননার উদ্দেশ্যেই নামোল্লেখ না করে পারলাম না।

মস্কো
নভেম্বর, ১৯৭৬

হায়াৎ মামুদ

অয়ার ভাত্‌সিয়েতিস (জন্ম ১৯৩৩) লাতভিয়ার কবি। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। তার পর থেকে তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে: "দূরান্তরের হাওয়া" (১৯৫৬), "অগ্নিপরীক্ষা" (১৯৫৮) এবং "অন্তর্ভেদী সৌররেখা" (১৯৫৯)। দেশের গণজীবনের পরিবর্তন তাঁর তন্নিষ্ঠ, মুক্তচ্ছন্দের কবিতায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আধুনিক রুশ কাব্যে ইয়েভ্‌তুশেন্‌কোর যে-দান, সমকালীন লাতভীয় কবিতায় ভাত্‌সিয়েতিসের অবদানও অবিকল তাই: এঁরা উভয়েই সরাসরি জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলেন, ভূমিকা যেন লোকসেবকের, কথা বলেন ঐকাহিক প্রসঙ্গে, জরুরী কোনো বর্তমান সমস্যা নিয়েও হয়তো-বা। পরবর্তী কাব্যে পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগৎ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আরো গীতিধর্মী রূপ লাভ করেছে।

অয়ার ভাত্‌সিয়েতিস

ОЯР ВАЦИЕТИС

Перед операцией

Товарищ врач!
Незаконно.
Нагло.
Но последний день, очевидно,
Как гоминдановец в Организации
Объединенных Наций,
В груди моей сидит осколок.
Я уже в годах.
И потому не берусь утверждать,
Что снаряд сделал фашист —
Может быть.
А может быть, немецкий рабочий
Или пленный, мой однополчанин.
Косясь на дуло парабеллума.
Я ношу его с той дымящейся груды
развалин,
Что раньше называлось —
Варшава.
И с этого дня
На два-три грамма
Врут все весы,
На которых я взвешиваюсь.

অপারেশনের আগে

কমরেড ডাক্তার!
জানেন —
বেআইনী,
লজ্জাহীন,
তবে হ্যাঁ, সম্ভবত শেষ দিনের মতোই,
জাতিসংঘে ঠিক কুওমিনটাং যেন
গুলির টুকরোটা বাসা বেঁধে আছে আমার বুকে।

বয়স তো আমার কম হলো না।
আর সেজন্যেই এ দাবী করবো না
যে ঐ গুলিটা কোনো ফ্যাশিস্টের তৈরি —
কিংবা কে জানে, হবেও-বা তা।
কিংবা হয়তো, কোনো জার্মান শ্রমিক
কি যুদ্ধবন্দী, আমারই সগোত্র কেউ
বানিয়েছিল ওটা, আনমনে কোনো
বন্দুকের নলে চোখ রেখে।

এটা আমি সেই ধোঁয়াচ্ছন্ন ধ্বংসের বুক
থেকে নিয়ে এসেছি
লোকে আগে যাকে বলতো কি না
ওয়ার্‌শ।
আর সেদিন থেকে
দু-তিন গ্রাম
ওজন আমার বেড়েই আছে,
যখনই দাঁড়িপাল্লায় চড়ি, তখনই।

Особых жалоб нет.
Осколок вел себя довольно прилично,
Только два раза напомнил о себе
Так, что дух захватило.
Первый —
Когда, вернувшись с победой домой,
Я забыл, целуясь,
Сколько мне лет.
Второй —
Когда падало с машины бревно
И я думал,
Что удержу его.
Товарищ врач!
После операции я прошу
Вернуть мне этот осколок.
Он жил по соседству с сердцем,
Стенка была тоньше папиросной
бумаги,
И он все подслушал.
А самое главное —
Нельзя отпускать на свободу осколки,
Которые побывали в груди у человека
И знают туда дорогу.

কোনো খেদ নেই আমার এ নিয়ে।
গুলির টুকরো খাসা ব্যবহার করছে বলতে হবে,
তবে — ঐ বার দুয়েক মাত্র, মনে পড়ছে,
বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস কেউ চেপে ধরেছিল যেন।
প্রথমবার —
বিজয়ীর বেশে যখন ঘরে ফিরছি,
আর চুম্বনবিহ্বল
আমি বেমালুম ভুলে গেছি আমার বয়স।
আর দ্বিতীয়বার —
লরি থেকে একটা কাঠ পড়ে যাচ্ছিল,
আর আমি ভেবেছিলাম যে
সেটা ধরে ফেলতে পারবো।
কমরেড ডাক্তার!
একটাই শুধু অনুরোধ, অপারেশন-শেষে
গুলির টুকরোটা দেবেন আমাকে।
আমার হৃদয়ের প্রতিবেশী ছিল তো সে এতোদিন,
মাঝখানে সিগারেট-কাগজের চেয়েও পাতলা
দেয়ালের আড়ালে ও তো সবই শুনেছে।
হ্যাঁ, আর সবচেয়ে বড়ো কথা —
গুলির টুকরোটাকে হাতছাড়া করা চলবে না,
কেননা মানুষের বুকের মধ্যে সেঁধিয়েছিল সে,
রাস্তাটা তো সে জেনে গেছে, তাই।

Напутствие

Сын, это я —
Земля, твоя планета.
Не ведаю,
Достигнут ли тебя всегда и всюду
Моих радиостанций маяки,
Не ведаю,
Металл моих ракет
Всегда и всюду выстоять ли сможет, —

Ты выстоишь.
Ведь ты мой сын,
В тебя не верить — значит
Не уважать
Своих вершин и облаков седины.

Я — мать,
И от тебя не оторвать мне рук.
Моя любовь
Тебя в ракете не оставит,
И пальцы мои силой притяженья
Тебя притянут,
Ибо ты мне дорог.

বিদায়াশিস্

খোকা, এই যে আমি,
তোর গ্রহ — এই দুনিয়ার মৃত্তিকা।
জানি না ঠিক
আমার বেতারতরঙ্গ
সবখানে ঠিকঠিক তোর খোঁজ পায় কি না,
ঠিক জানি না
আমার রকেটের ইস্পাত
সবখানে সকল চাপ সইতে পারে কি না, —

বলছি দেখিস,
তুই কিন্তু ঠিকই খাড়া থাকবি।
আমার খোকা যে তুই!
তোকে বিশ্বাস না করা — মানে
আমারই সুপ্রাচীন গিরিচূড়া আর মেঘকে স্বীকার না করা।

আমি — তোর মা,
তোর বুক থেকে কি হাত সরাতে পারি!
রকেটের ভিতরেও এমন কি
কাছছাড়া হই না আমি তোর,
আমার আঙুল তোকে
প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে রাখবে কাছে,
বুকের মানিক যে আমার তুই।

Но ты не слушай моего призыва —
«Останься!»
Слушай только —
«Возвратись скорее!»
Со звездной пылью на подошвах —
Вернись!

Со звездным отражением в глазах —
Вернись!
Со звездною тревогой в сердце —
Вернись!

Вдоль побережий рек моих пройдут
Упругие тропинки.
Дожди прольются,
И, словно волосы твоей любимой,
Благоухая,
Пронизанная грозовым озоном,
Распустится моя сирень.

Сын, это я,
Земля, твоя планета,
Возьми с собою в звездную дорогу
Ковригу моего ржаного хлеба
И горсть земли.

"যাস না খোকা, থাম"
যদি বলি, থামিস না;
কিন্তু "ফিরে আসিস ঠিক!"
বললে অন্তত শুনিস।
পায়ে পায়ে তারার কণা ছড়াতে ছড়াতে
ফিরে আসিস তুই।

চোখে তারকাবহ্নি জ্বেলে, খোকা, তুই
ফিরে আসিস।
তারার জ্বলন্ত আবেগ বুকে নিয়ে
ফিরে আসিস তুই।

আমার নদীতীর, তার ধারে ধারে
ছড়িয়ে রাখা পথ,
শান্তিঝরা বৃষ্টি,
তোর প্রেমিকার
সুরভি কুন্তলের মতো
ঝড়ে বৃষ্টিতে হাওয়ায় হাওয়ায়
আলুলায়িত হবে আমার লাইলাক।

খোকা, এই যে আমি,
তোর গ্রহ — এই দুনিয়ার মৃত্তিকা,
তারাভরা মহানভে পাড়ি দেবার আগে
সঙ্গে নিয়ে নিস তুই
আমার বুকে ফলানো রুটি একটুকরো
আর এই আমাকেও মুঠিভরে।

আন্দ্রেই ভজ্‌নেসেন্‌স্কি (জন্ম ১৯৩৩) এক স্থাপত্য ইনস্টিটিউটে শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'কলাবিদরা' (১৯৫৯) কাব্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সমকালীন রুশ কবিতায় তাঁর আসন সুনিশ্চিত করে দেয়। তাঁর "মোজাইক" ও "অধিবৃত্ত" (দুটিই ১৯৬০ সালে প্রকাশিত) অত্যন্ত বর্ণাঢ্য, দীপ্তিময় ও তীব্রবেগসম্পন্ন কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই বাক্‌প্রতিমা ইচ্ছাকৃতভাবে জটিল ও চমকপ্রদ। তাঁর কবিতার স্নায়ুকেন্দ্র — আণবিক যুগে পৃথিবীতে অ-নিরাপত্তাজনিত এক বিপদসংকেত। কিন্তু তবু, ভজ্‌নেসেন্‌স্কিকে নিরাশাবাদী বলা যাবে না। তাঁর পরবর্তী কাব্যসমূহে — "'ত্রিকোণ নাশপাতি' কাব্য থেকে চল্লিশটি গীতিকবিতা" (১৯৬২), "উলোটভুবন" (১৯৬৪) এবং "ওজা" (১৯৬৫) নামের গ্রন্থগুলিতে — মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর যে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে তার ভিত্তিভূমি বিশ্বভ্রাতৃত্বের মানবিক নীতি। ১৯৬৩ সালে লেনিন সম্পর্কে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন, নাম দেন: "লঞ্জিউমো"। হ্রস্বীকৃত লয় ও জটিল বাক্‌প্রতিমায় বিশিষ্ট তাঁর কবিতা শুধু যে বর্তমান বিশ্বের উদ্বেগ ও আর্তি প্রকাশ করে তাই নয়, ভজ্‌নেসেন্‌স্কির সৌন্দর্যচেতনা জীবনে আস্থা ও আশাকেও প্রমূর্ত করে তোলে।

আন্দ্রেই ভজ্‌নেসেন্‌স্কি

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Авиавступление

Из поэмы «ЛОНЖЮМО»

Вступаю в поэму, как в новую пору вступают
Работают поршни,
соседи в ремнях засыпают.
Ночной папироской
летят телецентры
за Муром.
Есть много вопросов.
Давай с тобой, Время,
покурим.

Прикинем итоги.
Светло и прощально
горящие годы, как крылья, летят за плечами.
И мы понимаем, что канули наши кануны,
что мы да и спутницы наши —
не юны,
что нас провожают
и машут лукаво
кто маминым шарфом, а кто —
кулаками...

Земля,
ты нас взглядом апрельским проводишь,
лежишь на спине, по-ночному безмолвная.

নভোচারণ-নান্দী

লঞ্জিউমো কবিতা থেকে

কবিতার পাখায় ভর দিই, হই যেন বা নতুন কালের অভিমুখী
গর্জমান অশান্ত প্রপেলার,
ঝিমুচ্ছে বেল্টে-বাঁধা আমার প্রতিবেশী।
শহরের টি-ভি মিনার
ছিটকে যাচ্ছে যেন জ্বলন্ত সিগারেট।
অনেক কিছু আছে এখনো আলোচনার।
সময় তবে এসো, ধোঁয়া টানা যাক।

এসো, দেখা যাক ফলাফল।
বিলীয়মান উজ্জ্বল
বছর সব পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে কাঁধের পাশ দিয়ে।
বুঝতে পারি — উবে যাচ্ছে সময়,
আমরা আর আমাদের সঙ্গিনীরা
সবাই এখন হৃতযৌবন,
বুঝতে পারি — বিদায় দিলো আমাদের
কেউ কেউ বিষণ্ণ হাত নেড়ে,
কেউ-বা রুমাল নেড়ে মাথার, আর কেউ-বা
উদ্ধত মুষ্ঠি তুলে ধরে...

হে মৃত্তিকা,
এপ্রিলের বাসন্তী আঁখি তুলে বিদায় দিয়েছ তুমি আমাদের,
এখন শুয়ে আছ নিস্তব্ধ রাত্রির পানে মুখ তুলে।

По гаснущим рельсам
бежит
паровозик,
как будто
сдвигают
застежку
на «молнии».

Россия, любимая,
с этим не шутят.
Все боли твои — меня болью пронзили.
Россия,
я — твой капиллярный
сосудик,
мне больно, когда —
тебе больно, Россия.

Как мелки отсюда успехи мои, неуспехи,
друзей и врагов кулуарных ватаги.
Прости меня,
Время,
что много сказать
не успею.
Ты, Время, не деньги,
но тоже тебя не хватает.

Но люди уходят, врезая в ночные отроги
дорог своих
огненные автографы!

রেলপথ ধরে
রেলগাড়ি যায়
বহুদূরে
ঢের,
অবিকল যেন
জামার জিপার
টেনে দিলো
ফের।

হে রাশিয়া, প্রিয়তমা আমার,
না, এ কোনো পরিহাস নয়।
তোমার যতো দুঃখ, আমাকেও তা আহত করেছে বেদনায়।
হে রাশিয়া,
আমি তোর শোণিতপ্রবাহী
শিরাউপশিরা,
সমভাবে যন্ত্রণা পাই,
তুমিও যখন যন্ত্রণা পাও, রাশিয়া।

যতো সাফল্য বা যতো হতাশা সবই এখান থেকে তুচ্ছ হয়ে যায়,
শত্রু বা মিত্র সবই একাকার।
ক্ষমা কর আমাকে তুমি,
হে সময়,
বেশি কিছু যদি
বলতে না পারি।
সময়, তুমি তো অর্থ নও,
কিন্তু সেই তুমিও তবু ফুরিয়ে যাও।

লোকজন চলে যায়, অগ্নিস্বাক্ষরে
নাম কেটে কেটে
নিজেদের পথে!

Векам остаются — кому как удастся —
штаны — от одних,
от других — государства.

Его различаю.
Пытаюсь постигнуть,
чьим был этот голос с картавой пластинки.
Дай, Время, схватить этот профиль, паривший
в записках о школе его под Парижем.

Прости мне, Париж, невоспетых красавиц.
Россия,
прости незамятые тропки.
Простите за дерзость,
что я этой темы
касаюсь,
простите за трусость,
что я ее раньше не трогал.

Вступаю в поэму. А если сплошаю,
прости меня, Время, как я тебе часто прощаю.
Струится блокнот под карманным фонариком.
Звенит самолет не крупнее комарика.
А рядом лежит
в облаках алебастровых
планета —
как Ленин,
мудра и лобаста.

মহাকালে যায় কিছু তারা ফেলে — কপালে যেমন লেখা —
পরনের পাজামা কেউ-বা,
কিংবা রাজ্যপাটও কেউ-কেউ।

চিনতে পারি আমি **তাকে।**
চেষ্টা করি ধরে ফেলতে
কার ঐ কণ্ঠ বাজে রেকর্ডের ঘ্যাড়ঘেড়ে আওয়াজে।
ওর মূর্তিটা একটু, হে সময়, দেখতে দাও আমাকে
প্যারিস উপকণ্ঠে লেনিন-স্কুলের স্মৃতি যাকে জাগিয়ে তুলছে।

ক্ষমা করো আমাকে তুমি, হে প্যারিস, তোমার সুতনুকার স্তবগান
আমি গাই নি বলে। হে রাশিয়া,
ক্ষমা করুক আমাকে তোমার পদচিহ্নহীন পথ।
ফের যে বলছি এ-কথা
ক্ষমা করো আমাকে
সে ধৃষ্টতার জন্য,
ক্ষমা করো আমাকে
এ-কথা আগেই বলি নি ব'লে।

কবিতার পাখায় ভর দিই আর যদি ব্যর্থ হই
ক্ষমা করো আমাকে, হে সময়, যেমন আমি তোকেও ক্ষমা করি প্রায়ই।
পকেট-টর্চের আলোয় ভরে ওঠে খাতা।
উড়োজাহাজের শব্দ ওঠে যেন মশার মৃদু গুনগুন।
আর আমার পাশে শুয়ে পড়ে আছে
শ্বেতমর্মর মেঘদলে
আমাদের সসাগরা পৃথ্বী —
যেন-বা লেনিন,
কালদ্রষ্টা, মহাললাট।

Параболическая баллада

Судьба, как ракета, летит по параболе
Обычно — во мраке и реже — по радуге.

Жил огненно-рыжий художник Гоген,
Богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть
                                        из Монмартра,
он
  дал
      кругаля через Яву с Суматрой!

Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен, духоту академий.
Он преодолел
                        тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая — короче, парабола — круче,
Не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревущей
Сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —

অথ অধিবৃত্ত গাথা

ভাগ্য, যেন সে রকেট, অধিবৃত্তের রেখা ধরে উড়ে যায়
রামধনু রঙেরঙে প্রায়শই অন্ধকার আলোছায়ায়।

গোগ্যাঁ নামের আগুনরঙা শিল্পী এক,
বোহেমিয়ান, প্রথমে ছিল সেল্‌স্‌ম্যান।
মঁমার্ত্‌র থেকে
আসন পাততে রাজকীয় সেই লুভ্‌র'এ
গিয়েছিল
সে
জাভা-সুমাত্রা হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরপথে!

ভুলে গিয়ে টাকার কচকচি
বকবকানি অর্ধাঙ্গিনীদের, একাডেমিক সূক্ষ্ম তর্ক ফেলে রেখে
বহু দূরে উঠেছিলেন তিনি
আমাদের পার্থিব মাধ্যাকর্ষণ নিচে ফেলে।

ঝানু রথীরা সামনে রেখে বীয়ারগ্লাস বুক্‌নি ঝাড়ে:
"হ্রস্বতর — সরলরেখা, অধিবৃত্ত — দূরের পথ,
সবার চেয়ে ভালো মক্‌স করা ক্লাসিক পথ।"

কিন্তু গোগ্যাঁ রকেট প্রমাণ শব্দ ছুঁড়ে
বেরিয়ে গেছে কাপড়চোপড়-কান-ছিঁড়ে-নেওয়া বাতাস কেটে।
আর লুভ্‌রেও এসে ঢুকেছে সদর দরজা দিয়ে নয় —

Параболой
гневно
против потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
Червяк — через щель, человек — по параболе.

Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.
Куда ж я уехал!
И черт меня нес
Меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в черном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
Упруго и прямо — как прутик антенны!
А я все лечу,
приземляясь по ним —
Земным и озябшим своим позывным.
Как трудно дается нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство,
любовь
и история —
По параболической траектории!

В сибирской весне утопают калоши

. . . .

А может быть, все же прямая — короче?

অধিবৃত্ত তার
মহাক্রোধে
ছাদ ভেঙে ঢুকেছে গিয়ে!

সবাই যে যার পথে চলে পেয়ে যায় সত্যকে:
কৃমিদল হেঁটে গর্তের ভিতরে, আর মানুষেরা অধিবৃত্তে।

এক যে ছিল মেয়ে, পাশের পাড়াটায় থাকতো সে,
পড়াশুনো বা পরীক্ষা সবই দিয়েছিলাম একসাথে।
তারপরেতে হাওয়া হলাম যে সেই!
পোড়াকপালই নিয়েছিল
আমাকে ত্‌বিলিসির দ্বিধা-মিটিমিটি তারাদের আসরে।

এই উজবুকী অধিবৃত্তের জন্যে ক্ষমা চাই আমি।
অন্ধকার দেউড়িতে শীত-শিহরিত দুটি কাঁধ...
আহ্‌, এই বিশ্বগ্রাসী আঁধারে কেমন যে তুমি বেজেছিলে
তীক্ষ্ন, সরল, প্রলম্বিত — অবিকল যেন আমাদের অ্যাণ্টেনা!
উড়ে চলেছি আমি সব সময়,
নামি মাটির দিকে আমি তার ডাকে
ঠাণ্ডা মৃত্তিকার আহ্বানে।
অধিবৃত্তে উড়াল দেয়া হায়রে কী সুকঠিন!..

নিয়মবিধি, নিদান কিংবা অনুচ্ছেদ উড়িয়ে দিয়ে
যত্রতত্র ঘোরে যখন শিল্পকলা
প্রেম
কিংবা ইতিহাস —
অধিবৃত্তের ঘূর্ণিবায়ে তখন তারা ঘুরে বেড়ায়!..

সাইবেরীয় বসন্ত সে হাঁটু ডোবায় পানিতে
. . . .
সরলরেখা হ্রস্বতর, কে জানে-বা, পারেও হতে!

Осень в Сигулде

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
                    так уж положено,
из стен,
            матерей
                        и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,

সিগুল্দায় হেমন্ত

ট্রেন-কামরার বাইরে বাড়িয়ে আছি মুখ,
বিদায় দাও,

হে আমার গ্রীষ্ম, বিদায়,
যেতেই হবে এবার আমাকে,
গাঁয়ের বাড়িতে শব্দ ওঠে কুড়ুলের,
কাঠের বাড়িতে হাতুড়ি ঠুকছে তারা,
আমাকে বিদায় দাও,

হৃতমুকুট আমার এ বনভূমি
বিষণ্ণ ও নিরাবরণ,
ঠিক যেন খালি-বাক্স বেহালার —
আর সুরের হাওয়া পলাতকা,

সব লোকজন — এই আমরা —
আমরা ও তো ফাঁপা বটে,
ক্রমাগতই চলে যাই,
নিয়মের পায়ে বাঁধাপড়া,
চার দেয়ালের থেকে দূরে,
জননী
ও রমণীর কাছ থেকে,
গৎবাঁধা যথারীতি শাশ্বতে,

বিদায়, হে আমার জননী,
জানালার পাশে তুমি
দাঁড়িয়ে আছ, স্বচ্ছ, যেন রেশমগুটি —

наверно, умаялась за день,
присядем,

о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
входило прозренье, как
в резиновую
                    перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретилась, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

সারা দিনের পরিশ্রমে হয়তো ক্লান্ত তুমি,
এসোই না, একটু বসি,

বিদায় দাও, হে আমার জন্মভূমি,
আকাশের তারা কিংবা সাদা উইলো হবো আমি,
না, কাঁদবো না, ভিক্ষে চাওয়ারও তো কিছু নেই,
জীবন, তোকে ধন্যবাদ, ছিলি যে তুই, — সেজন্যেই,

লক্ষ্যভেদে
যেখানে ১০ পয়েন্টই যথেষ্ট
পেতে চেয়েছি সেখানে ১০০,
ধন্যবাদ, আমার মতিভ্রম, তোকে ধন্যবাদ,
হ্যাঁ, বারতিনেক তোকে ধন্যবাদ,

কেন না, স্বচ্ছ আমার পিঠের বাজু
চক্ষুষ্মান হয়ে যায়
যেমন লাল টকটকে হাতের মুঠি
রবারের তৈরী
          দস্তানায়,

"আন্দ্রেই ভজ্‌নেসেন্‌স্কি" — হ্যাঁ, আসবে
হয়তো কোনো কথাই নয়, খুনসুটিতে
থাকবে একটু তোমার গালে গাল ঠেকিয়ে
"আন্দ্রেই-সোনা",

কৃতজ্ঞ আমি, কেন না হৈমন্তী বনভূমে
তুমি দেখা করেছিলে, বলেছিলেও কিছু,
হাতে ধরা ছিল তোমার প্রিয় কুকুরের চেন
যদিচ সে ছিল বেশ একগুঁয়ে,
সবের জন্যেই এ-কৃতজ্ঞতা,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?

ты рядом и где-то далеко,
почти у Владивостока,
я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот, —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

পুনর্জন্ম হলো আমার, হেমন্ত তোকে ধন্যবাদ,
কেন না তোমার জন্যেই নিজেকে নিজে বোঝাতে পেরেছি,
ল্যান্ডলেডি তো ঠিক আটটাতেই যথারীতি উঠিয়েছিল,
আর ছুটির দিনে হেঁড়ে গলায় বেজেছিল
রেকর্ডটা তার গ্রামোফোনে বিতিকিচ্ছিরি,
সবের জন্যই ধন্যবাদ,

আর এখন — এই তো চলে যাচ্ছ তুমি, চলে যাচ্ছ,
যাচ্ছে ট্রেন, তুমিও তাতে চলে যাচ্ছ...
আমাকে শূন্য ফাঁপা রেখে চলে যাচ্ছ,
আমরা আলাদা-আলাদা ছেড়ে যাচ্ছি পরস্পর —
এতোই কি খারাপ ছিল আমাদের এই ঘর?

পাশেই তুমি, অথচ সে কোন্ দূরে
যেন সুদূর কোন্‌খানেতে সেই ভ্লাদিভস্তোকে, —
জানিই তো সেই পুনরাবৃত্তি হবে:
সেই বান্ধব, সখীদল, ঘাসপাতা,
বদলে আসবে লক্ষ লোক, পাল্টাবে সব কথকতা,
ঠিকই "প্রকৃতি বোঝে না শূন্যতা",

হৃতমুকুট বৃক্ষরাজি, তোকে ধন্যবাদ
এই যে ফাঁক এও তো এসে ভরে দেবে লোকের ঝাঁক,
বিশ্বনিয়ম, ধন্যবাদ —

কিন্তু তবু
ভরসাঁঝেতে সেই তো মেয়ে চলে গেলেন
আগুনরঙা পাতা যথা ওড়ালো ট্রেন...

বাঁচাও এসে আমাকে!

Антимиры

Живет у нас сосед Букашкин,
Бухгалтер цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
Над ним горят
                    Антимиры!

И в них магический, как демон,
Вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
И щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
Виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
Оазисов — без Каракумов.

Нет женщин —
                    есть антимужчины.
В лесах ревут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

উলোটভুবন

আমাদের এক প্রতিবেশী: নাম শ্রীযুত ফড়িঙ্
ক্যাশিয়ার সে, মুখটি তার চোষকাগজরঙিন।
কিন্তু মুখের উপর অনুক্ষণ
যেন হাওয়ার ফানুস, জ্বলত
হরেক উলোটভুবন!

তাদের মধ্যে সেই কে যাদুকর, কে যেন শয়তান,
দুনিয়া গোটা করে ঠিকঠাক, বিছানায় শয়ান
শ্রীযুত উলোটফরিঙ্, লোকটা আকাদমিশিয়ান,
লোলোব্রিজিডাদের ছানে দুই হাতে সটান।

কিন্তু শ্রীযুত উলোটফড়িঙ্-টিঙ্?
স্বপ্ন দেখেন চোষকাগজরঙিন।

উলোটভুবন, মরি মরি, শতেক জিন্দাবাদ!
একঘেয়েমির মধ্যে জাদু, ভারি আজব বাত।
মোটামাথা না থাকলে কি থাকত বুদ্ধিমান,
কারাকুমকে বাদ দিলে কি মেলে মরূদ্যান।

নারী বলে নেই ক' কিছু —
আছে উলোটনর।
বনে বনে উঠে উলোটগাড়ির গরর্-গর্।
এ-মৃত্তিকায় আছে লবণ, অঙ্গার বাদবাকি।
সরীসৃপ বিনা শুখা মরবে যে বাজপাখি।

Люблю я критиков моих.
На шее одного из них,
Благоуханна и гола,
Сияет антиголова!..

...Я сплю с окошками открытыми,
А где-то свищет звездопад,
И небоскребы!
                    сталактитами
На брюхе глобуса висят.

И подо мной
                вниз головой,
Вонзившись вилкой в шар земной,
Беспечный милый мотылек,
Живешь ты,
                мой антимирок!

Зачем среди ночной поры
Встречаются антимиры?

Зачем они вдвоем сидят
И в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз!

Сидят, забывши про бонтон,
Ведь будут мучиться потом!

সমালোচক যারা আমার — তাদের ভালোবাসি, —
মধ্যে তাদের একটি জনের ঘাড়ে ঠাসাঠাসি
বসানো এক ডাহা উলোটমাথা,
টকগন্ধ মাথাটা কী ফর্সা, বেকাক সাদা!..

...জানলা খোলা রেখেই আমি যাই ঘুমাতে
কোথায় শিশধ্বনি ওঠে উল্কাপাতের,
আর যত সব স্কাইস্ক্রেপার!
স্ট্যালাক্টাইট
পেট ফাঁসিয়ে মাটির বেরোয় পাথর ও ইঁট।

আর আমারই নিচে
সঠিক মাথার তলায়,
বল্লমেতে নিস না গেঁথে গোল দুনিয়ায়,
গায়ে-হাওয়া-লাগিয়ে প্রজাপতি রে ফুরফুরে
খাসা আছিস বেঁচে
আমার উলোটভুবন ওরে!

রাত্রি হলে — বলতে পারো কিসের তরে
দুটি উলোটভুবন মেলে পরস্পরে?

কী জন্যে-বা বসে থাকে দুজন তারা
টেলিভিশন-সেটে সেঁটেই চোখ দু'জোড়া?

কিছুটি না বোঝে তারা, ফক্কা মাথাটা —
তাদের কাছে প্রথমও যা শেষ হুবহু তাই!

বকবকানি ভুলে গিয়ে তারা বসে আছে এখন
যদিও জানে আসছে পরে পস্তাবার ক্ষণ!

И ушки красные горят,
Как будто бабочки сидят...

...Знакомый лектор мне вчера
Сказал: «Антимиры? Мура!»
Я сплю, ворочаюсь спросонок.
Наверно, прав научный хмырь...

Мой кот, как радиоприемник,
Зеленым глазом ловит мир.

রক্তবর্ণ কান তাদেরি জ্বলজ্বলায় অতি
যেন চুপটি বসে জোড়ায় জোড়ায় প্রজাপতি...

...গতকাল এক চেনাজানা অধ্যাপক-সা'ব
ডেকে বললেন: "উলোটভুবন? বোগাস যত্তোসব!"
ঘুমোই আমি, ঘুমের ঘোরে এপাশ-ওপাশ করি,
হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠি দুঃস্বপ্নের ঘোরে...

আমার বিড়াল, যেন বেতার যন্ত্র, তড়িঘড়ি,
সবুজ ম্যাজিক-আই জেবলে সে দূর পৃথিবী ধরে।

আন্না আহমাতভা (১৮৮৯-১৯৬৬) তাঁর শান্ত মাধুর্যের সৌম্য কোমল লালিত্য নিয়ে অপূর্ব এক কবি। তাঁর কবিতার ধ্রুপদী গাম্ভীর্য, যেখানে আবেগ পর্যন্ত যুক্তিনিয়ন্ত্রিত, কাব্যপাঠকের মনে সর্বদা লেনিনগ্রাদের বিষণ্ণ ক্লাসিক প্রকৃতি, তার বিশাল মহান স্থাপত্যমহিমা, নেভা নদীর দ্যুতিময় শীতল বারিধারা, ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত বহু বছর যাবৎ এই কবি একটি মাত্র কাব্যবিষয়ের জন্য প্রধানত পরিচিত ছিলেন, তা হলো : নারী হৃদয়ের অন্তহীন, অপচিত প্রেমের জ্বালা, একটু দরদ ও সমবেদনার জন্য নিঃসঙ্গ প্রাণের করুণ আর্তি। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের পরে তাঁর কাব্যবিষয়ের পরিমণ্ডল বর্ধিত হয়েছিল। তাঁর যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ের কবিতায় ইতিহাস, দেশপ্রেম ও মানুষের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের পরিচয় মেলে। আন্না আহমাতভার কবিতা অতিভাষী নয়, তাঁর শব্দচয়ন ও বাক্‌প্রতিমা সরল ও সহজ অথচ কবিতায় যা-কিছু তিনি বলেন তার চেয়ে বহু কিছু অকথিত থেকে যায়। স্মৃতি, স্বপ্ন ও বাসনার মতো ‘নির্বস্তুক’ প্রসঙ্গাবলী ভাস্করের ন্যায় কবিতার অঙ্গে খোদাই করে রাখেন তিনি, সেগুলো প্রত্যক্ষ, স্পর্শসম্ভব হয়ে ওঠে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে আন্না আহমাতভা তাওর্মিনা পুরস্কার লাভ করেন এবং এর কয়েক সপ্তাহ পরেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সদস্যের উপাধি লাভের জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ জানানো হয় লণ্ডনে।

আন্না আহ্মাতভা

АННА АХМАТОВА

* * *

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.

* * *

আমাদের এই শিল্পকারুতা-আলো
হাজার হাজার বছর বয়স লভি'
তামস-পৃথিবী করে তোলে ঝলোমলো।
কিন্তু হায়রে, বলে নি তো কোনো কবি
হেন কথা, যথা: প্রজ্ঞা, বয়স — সবই
অস্তিবিহীন, মৃত্যুও ভোলে ভবি।

Родная земля

И в мире нет людей бесслезней
Надменнее и проще нас.
1922

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем её в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

দেশমৃত্তিকা

বিশ্বভুবনে আমাদের চেয়ে নেই
অশ্রুবিহীন, গর্বী, সরল জাতি।

১৯২২

রক্ষাকবচ পরি না বুকের 'পরে,
তা নিয়ে কান্না বাঁধি না তো কবিতায়,
দুঃস্বপ্নে সে বাঁচাবে কেমন করে?
সে তো করে নি ক' স্বর্গশপথ হায়!
হৃদয়ে কখনো ও-কথা দিই নি ঠাঁই:
বিকিকিনি হাটে সে হবে পণ্য মূলে;
রোগে দারিদ্র্যে হতে পারি মূক, ভাই,
তার কথা মোরা মনেও আনি না ভুলে।
ও যেন জুতোর উপরে কাদার দাগ,
ও যেন দাঁতের ফাঁকেতে কাঁকরকণা।
ঝাড়বো, গুঁড়োবো, ধুয়ে নেবো সব দাগ
জানি মোরা ও তো ধুলোমাটি গুঁড়ো সোনা।
শুয়ে রব সেথা, মিশে রব ওরই বুকে,
পরম আপন তাই তারে বলি সুখে।

Тринадцать строчек

Из цикла «ПОЛНОЧНЫЕ СТИХИ»

И наконец ты слово произнес
Не так, как те... что на одно колено —
А так, как тот, кто вырвался из плена
И видит сень священную берез
Сквозь радугу невольных слез.
И вкруг тебя запела тишина,
И чистым солнцем сумрак озарился,
И мир на миг один преобразился,
И странно изменился вкус вина.
И даже я, кому убийцей быть
Божественного слова предстояло,
Почти благоговейно замолчала,
Чтоб жизнь благословенную продлить.

ত্রয়োদশপদী

মধ্যযামের কবিতা কবিতাবৃত্ত থেকে

অবশেষে যদি বললেই কথা... মানে
নতজানু নয়, যেভাবে শোভন হতো —
বরং সদ্যমুক্ত বন্দী মতো
যেভাবে দেখে সে সজল চোখের বানে
ভূর্জবনের পবিত্র ছায়াপানে।
চারদিকে শুধু নৈঃশব্দ্যের গান,
ছায়া কেটে আসে স্বচ্ছ সূর্যকর,
চোখের পলকে পৃথিবী রূপান্তর,
পরিবর্তিত চেনা সে মদের ঘ্রাণ।
এমন কি আমি — ললাটলিখন যারে
করেছে ঘাতক ঐশী ক্রোধের মারে —
স্তব্ধ দাঁড়াই, চিত্ত শ্রদ্ধাময়:
জীবন আশীর্বাদে যেন ভরে রয়।

* * *

Не стращай меня грозной судьбой
И великою северной скукой.
Нынче праздник наш первый с тобой,
И зовут этот праздник — разлукой.
Ничего, что не встретим зарю,
Что луна не блуждала над нами,
Я сегодня тебя одарю
Небывалыми в мире дарами:
Отраженьем моим на воде
В час, как речке вечерней не спится,
Взглядом тем, что падучей звезде
Не помог в небеса возвратиться,
Эхом голоса, что изнемог,
А тогда был и свежий и летний, —
Чтоб ты слышать без трепета мог
Воронья подмосковного сплетни,
Чтобы сырость октябрьского дня
Стала слаще, чем майская нега...
Вспоминай же, мой ангел, меня,
Вспоминай хоть до первого снега.

* * *

দেখিও না ভয়: রয়েছে অপেক্ষাতে
করুণ ভাগ্য, উত্তুরে খিন্নতা।
আজকে আমার উৎসব তব সাথে,
উৎসবই বটে — বিদায়োৎসব তা।
দেখা নাই হলো দুজনে ভোরের বেলা,
আকাশে নাই-বা ভাসিল চন্দ্র কোনো;
আজকে তোমারে উপহার দেব মেলা
অভূতপূর্ব সন্দেহ নেই, শোনো:
জলের মুকুরে প্রতিবিম্বটি মম
সান্ধ্য নদীতে থমকানো ঢেউ সে,
দৃষ্টি আমার উল্কাপাতের সম
পৃথিবীতে এসে ফিরিতে পারে না যে,
ক্লান্ত আমার রণিত প্রতিধ্বনি
ছিল যা তখন ফাগুন নবীন বীণ, —
তাহলে হয়তো পাখির গুঞ্জরণী
নগরপ্রান্তে শুনবে ক্লান্তিহীন,
তাহলে হয়তো ভিজে হেমন্ত দিনও
ফাগুনের চেয়ে মনে হবে মধুময়,
হে প্রিয় আমার, মনে রেখো মোর চিনও
প্রথম তুষার অবধি ক'রো না ক্ষয়।

Три стихотворения

1

Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской,
Пора, пора к березам и грибам,
К широкой осени московской.
Там всё теперь сияет, всё в росе,
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока...

2

И в памяти черной, пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки.
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный и сладкий.
И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.

তিনটি কবিতা

১

ভোলার সময় এসেছে এবার হৈচৈ চেঁচামেচি,
সাদা বাড়িঘর, যত কিছু সব, সড়ক জুকোভ্স্কি।
হয়েছে সময় — চল তবে ওরে, হেমন্তী মস্কোর
শিলীন্ধ্র খোঁজে অথবা ভূর্জবনানীর কাছে মোর।
সেখানে এখন সুদীপ্ত সব, শিশিরে হীরক ফোটে,
মাথার উপরে ছড়ানো আকাশ কেবলি ঊর্ধ্বে ছোটে।
রগাচভ্স্কির রাজপথ আজও মন্থে স্মৃতির খনি:
তরুণ ব্লকের* মন-কেড়ে-নেয়া মাতাল শিসের ধ্বনি...

২

কনুই ডুবিয়ে হাতড়ে অন্ধ স্মৃতি
খুঁজে পাই আমি পিটার্সবুর্গী রাত,
গুমোট অথচ আত্মীয়তার স্বাদ —
ভরা থিয়েটারে গোধূলি সাঁঝের গীতি।
উদ্দাম সেই উপসাগরীয় হাওয়া;
আর থিয়েটার 'আহ্', 'ওহ্' ধ্বনি ছাওয়া;
মেজাজী ব্লকের বাঁকাহাসি মুখ ভর —
এ যুগের সেই ট্র্যাজিক তীক্ষ্ন স্বর।

---

* আলেক্সান্দর ব্লক — রুশ প্রতীকবাদী কবি। — অনুঃ

3

Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит...
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

৩

সে-ই ঠিক — ফের আলো, ঔষধালয়,
নেভা, মৌনতা, আর গ্র্যানাইট ভার...
শতাব্দী-শুরু স্মৃতিস্তম্ভে রয়
দাঁড়িয়ে সেখানে পাথরমূর্তি তার:
বিদায় জানিয়ে যবে পুশ্‌কিন ভবনে
নেড়েছিল হাত বিদায়ের অনুলাপে,
মৃত্যুরে ডেকে এনেছে সাদর বরণে
স্বস্তিতে মজে নিদ্রার সংলাপে।

Четвертая

Из цикла «СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕГИИ»

Есть три эпохи у воспоминаний.
И первая — как бы вчерашний день.
Душа под сводом их благословенным,
И тело в их блаженствует тени.
Еще не замер смех, струятся слезы,
Пятно чернил не стерто со стола
И, как печать на сердце, поцелуй —
Единственный, прощальный, незабвенный...
Но это продолжается недолго...
Уже не свод над головой, а где-то
В глухом предместье дом уединенный,
Где холодно зимой, а летом жарко,
Где есть паук, и пыль на всем лежит,
Где истлевают пламенные письма,
Исподтишка меняются портреты,
Куда, как на могилу, ходят люди,
А возвратившись, моют руки мылом
И стряхивают беглую слезинку
С усталых век — и тяжело вздыхают...
Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названья городов,
И нет уже свидетелей событий,

চতুর্থী

উত্তরে বিষাদগীতি কবিতাবৃত্ত থেকে

আমাদের স্মৃতিতে আছে তিনটি কুঠরী।
প্রথমটি তার — যেন সে ঠিক গতকালের:
তার খিলানের নিচে আশীর্বাদে ভরে যায় হৃদয়,
দেহ পায় স্বর্গসুখ তার ছায়াচ্ছন্নতায়।
হাস্যরোল এখনো থামে নি, অশ্রুজল এখনো গড়ায়,
কালির দাগ এখনো মোছে নি টেবিল থেকে
আর হৃদয়ে এখনো মুদ্রিত
অবিস্মরণীয় অনন্য সেই বিদায়চুম্বন...
অবশ্য, মেয়াদ তো এর দীর্ঘদিন নয়...
খিলান উধাও মাথার উপরে, দেখি কোথাও কোনোখানে
নির্জন কোনো নগরপ্রান্তে নিরালা এক ভবন
যেখানে শীত কনকনে, গ্রীষ্ম উত্তপ্ত,
যেখানে রাজত্ব মাকড়সার, যত্রতত্র একাকার ধুলোয়,
যেখানে সাবেগ কারো চিঠি ধূলিলিপ্ত পড়ে থাকে
আর প্রতিকৃতি ঝাপসা হয়ে যায় অগোচরে,
যেখানে, যেন মাজারদর্শনে, নিত্য আসে যায় সকলে
আর ঘরে ফিরে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলে তাদের হাত,
মুছে ফেলে অশ্রুবিন্দু
ক্লান্ত আঁখিপল্লব থেকে — ফেলে গভীর দীর্ঘশ্বাস...
কিন্তু ঘড়ি ঠিকই বেজে চলে টিক্‌টিক্‌, বসন্ত পাল্টায়
ভোল সবকিছুর, পাল্টায় আকাশের রং,
নগর বন্দরের পাল্টায় নাম,
ঘটনা ঘটে যায় যথানিয়মে বিনা সাক্ষী রেখে,

И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам.
И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там все другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает — мы чужие!
Мы не туда попали... Боже мой!
И вот тогда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что также чуждо,
Как нашему соседу по квартире;
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Все к лучшему...

সঙ্গী নেই কাঁদার, স্মৃতিচারণেরও সঙ্গী নেই কেউ।
ধীরে দূরে সরে যায় সেই সব ছায়া
যাদের ডাকি নি কখনো কাছে,
বরং ভীতিকর তাদের প্রত্যাবর্তন।
তারপর ঘুম ভেঙে জেগে উঠতেই দেখি যে
ভুলে গেছি এমন কি সেই নিরালা ভবনেরও পথ;
তখন ক্রোধে লজ্জায় উন্মত্তপ্রায়
ছুটি সেখানে, কিন্তু (স্বপ্নে যথা অবিকল)
সবই পাল্টে গেছে দেখি: লোকজন,
আসবাব বা দেয়ালের ছাঁদ;
দেখি, কেউই চিনতে পারে না
আমাদের — আগন্তুক যেন আমরা!
তবে আসি নি নাকি যথাস্থানে... কী কান্ড!
আর তখনি উঁকি দিলো সেই কঠিন সত্য,
সেই উপলব্ধি: আমরা পারি না ধরতে
অতীতকে জীবনের ছকে বর্তমানের
যেহেতু প্রায় অচেনা সে আমাদের কাছে
যেমন অচেনা আমার পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী;
যারা মৃত যদি না জানতাম তাদের
এবং যাদের সাথে বিচ্ছেদ ললাটলিখন
তারা চমৎকার আছে আমাদের ছেড়ে —
এমন কি, কে জানে হয়তো-বা
এটাই সর্বোত্তম...

আরন ভের্গেলিস (জন্ম ১৯১৮) ইহুদি কবি, জন্মভূমি ইউক্রেন। কাব্যজগতে এঁর আবির্ভাব ১৯৩৫ সালে। তাঁর সর্বাধিক খ্যাত গ্রন্থ এগুলি: "ঝর্ণাতলে" (১৯৪০), "তৃষ্ণা" (১৯৫৬), "দ্বিতীয় সাক্ষাৎ" (১৯৬১) এবং "মহাশূন্য বিষয়ক কবিতা" (১৯৬২)। হিব্রু ভাষায় প্রকাশিত "সোভিয়েত জন্মভূমি" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ভের্গেলিস সাহিত্যসমালোচক ও নিবন্ধকার রূপেও সর্বত্র পরিচিত। সামাজিক দায়িত্ব-সম্পাদনে মানুষের কর্মপ্রতিভার বিকাশকে তিনি তাঁর কবিতার উপজীব্য করে তুলেছেন।

আরন ভের্গেলিস

ААРОН ВЕРГЕЛИС

День открытых сердец

*«...Объявляется день
открытых дверей».*

Сердец открытых объявляю день я!
Кто хочет, пусть войдет хоть на мгновенье,
но может оставаться и навек он
в моей душе.
С хорошим человеком
сживется сердце и во всем поладит,
а скверного само оно отвадит.

Не суйтесь в сердце, лица в масках. Сердце
захлопнется за вами, точно дверца
железной клетки. В сердце мне не лезьте
ни для запугиванья,
ни для лести.
Поймите: в сердце, для друзей просторном,
нет места для субъектов с сердцем черным.

Предупредил так одного — другого —
и убрались бродяги из-под крова,
но сердце не осталось сиротою —
стал круг теснее, но просторней вдвое.
Сердец открытых объявляю день я, —
кто хочет,
пусть заходит без стесненья!

দরাজ দিলের দিন

"...ঘোষিত হলো খোলা
দরজার দিন।"

দরাজ দিলের দিন ঘোষণা করে দিচ্ছি আমি!
মুহূর্তের তরে হলেও যার খুশি সে চলে আসুক,
আমি তাকে বুকের মধ্যে
চিরকালীন সঞ্চয় করে রেখে দেবো।
সৎসঙ্গে
স্বস্তি পাবেই তোমার প্রাণ, ঘনিষ্ঠ হবে অন্তরঙ্গতায়;
আর দুষ্ট যে তাকে ঝেড়ে ফেলে দাও সংসর্গ থেকে।

মুখোস-আঁটা মুখ যাদের, ঠাঁই দিও না তাদের।
সজোরে বন্ধ করো বুকের দরজা তাদের থেকে
কোলাপ্‌সিব্‌ল গেটের মতো মহানিষেধে।
ভয়শূন্য এ চিত্তে লাভ হবে না ভয় দেখিয়ে,
খোশামুদিরও জায়গা নেই কোনো।
মনে রেখো: বন্ধু যারা তাদের জন্যে এ বুক খোলা ময়দান,
আর অন্তর যাদের কালো তাদের এখানে জায়গা নেই।

আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম কিছু কিছু লোককে —
ছন্নছাড়া ভবঘুরেরা যে যেখানে পারে পালিয়েছিল;
আর সেজন্যে যে অনাথ হয়েছিলাম আমি, তা নয় —
বরং দৃঢ়বদ্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল আমার বন্ধুবৃত্ত, হয়েছিল পরিচ্ছন্ন।
দরাজ দিলের দিন ঘোষণা করে দিচ্ছি আমি —
যে যার খুশি চলে আসুক
নিষ্কলুষ অলজ্জে!

Хожу полями, чащами лесными.
Иду,
не прячась под чужое имя;
к друзьям своим иду и не таюсь я,
и говорить открыто не боюсь я.
С людьми встречаюсь на путях —
дорогах,
и появляюсь на чужих порогах,
и разговариваю на распутье:
— Открыто сердце,
в нем как дома будьте!
Дружить давайте, — говорю я людям, —
вот так, все вместе, счастье
раздобудем.
Сердец открытых объявляю день я, —
кто хочет, пусть заходит
без стесненья!

Иду на площади, иду я в скверы,
стремлюсь в моря, в заоблачные
сферы.
И всюду люди мне спешат навстречу.
«Открыто сердце?» — вот о чем
их речи.
«Открыто!»
И вступают шагом смелым
и чернокожие, и люди с белым телом,
с глазами серыми и с голубыми.
Заходят старцы вместе с молодыми;
кто здоровенны, кто не так
плечисты,
но главное — чтоб руки были чисты,
и только б сердца не черствила злоба,
и чтоб с гнилой душой ни одного бы!

প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াই আমি, ঘুরি বনেজঙ্গলে।
ঘুরি স্বনামে,
কারো ধার-করা নামের ধার ধারি না;
যাই বন্ধুদের কাছে,
খোলা মনে তোয়াক্কাহীন বলে যাই কথা যথা-ইচ্ছা।
চেনা রাস্তায় দেখা হয় লোকজনের সাথে,
দেখাশোনা অচেনা রাস্তাতেও,
মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলি তাদের সাথে:
"এই যে আমার খোলা বুক,
তোমারই জন্যে আসন পেতে দাঁড়িয়ে আছে।
চলে এসো, সখা, বন্ধু পাতাই," — বলি আমি তাদের,
"হ্যাঁ, সুখ পাবো এইভাবেই, সবাই মিলে।"
দরাজ দিলের দিন ঘোষণা করে দিচ্ছি আমি —
যে যার খুশি চলে আসুক নিষ্কলুষ অলজ্জে!

নগরের ময়দানে চত্বরে ঘুরি, ঘুরি উদ্যানে,
যাই সাগরে, মহাশূন্যে মেঘের উপরে।
কিন্তু যেখানেই আমি যাই, দৌড়ে আসে সকলে:
"দরাজ দিল তো তোমার?" — এই একটাই তাদের
জিজ্ঞাসা।
বলি, "দরাজ তো বটেই!"
অতঃপর আসে দৃঢ়পদভরে পা ফেলে ফেলে
কালো চামড়ার লোক, সাদা চামড়ার লোক,
ধূসর চোখের লোক, নীলচে চোখেরও।
আসে বৃদ্ধেরা তরুণের হাত ধরে;
আসে বিশালকায়, ছোটোখাটোর দলও আসে,
কিন্তু জরুরী কথা যা, তা হলো — আসে তারা
অমলিন হাতে,
আসে হিংসাদ্বেষশূন্য হৃদয় নিয়ে
কলুষিত আত্মার আসে না কেউই।

Свободный, сильный,
с непомеркшим взором,
я по далеким шествую просторам:
мне с малышами няньчиться отрада,
в лугах пасу я с пастухами стадо.
Любые небеса гостеприимны —
повсюду песни и повсюду гимны.

Ждут люди, чтобы их благословили.
И я хочу, чтоб в людях люди жили.
И лишь злодей
надеяться на милость
не смей!
Для злобы сердце не открылось!
Уж если день сердец открытых — это
день, чтобы в сердца вошли потоки света.
И я хочу, чтоб свет вошел туда
навечно, бесконечно, навсегда!

স্বাধীন, সমর্থ,
তীক্ষ্ন স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে
দীর্ঘ পা ফেলে আমি এগিয়ে যাই;
আমাকে শান্তি দেয় শিশুদের সান্নিধ্য,
রাখালের সাথে মাঠে মাঠে পশুচারণ করি —
ঊর্ধ্বে থাকে আকাশ দাক্ষিণ্যভরা,
চারদিকে ভাসে গান ও স্তোত্রের ধ্বনি।

জনতা অপেক্ষমান আশীর্বাদের জন্যে।
আমি চাই, জনে জনে থাকুক মিলেমিশে পরস্পরে।
পাপীরাও যদি
পেতে চায় আশীর্বাদ
তবে তার আশা নেই!
তাদের জন্যে রুদ্ধ আমার হৃদয়!
যদি বলে থাকি — দরাজ দিলের দিন, তবে মানে তার:
হৃদয়ে আলোক আবাহনের এ দিন।
আমি চাই, আলো আসুক এখানে, আলো —
চিরন্তনী, অবিরাম, শাশ্বত।

জনৈক স্কুলশিক্ষকের সন্তান স্বনামধন্য বেলোরুশ কবি আর্কাদি কুলেশভ (জন্ম ১৯১৪) মিনস্ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরোয় ১৯৩৬ সালে। তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতা “যশঃপতাকা” (১৯৪২), “খঞ্জনী”, “২৪ নম্বর বাড়ি” (১৯৪৪) এবং পরবর্তী কালে প্রকাশিত “হ্রস্বদীর্ঘ কবিতাবলী” (১৯৬২) তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। মহাকাব্যিক কবিতারচনায় সিদ্ধহস্ত কুলেশভ মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার ঐতিহ্য অনুসরণে বিশ্বাসী। তাঁর গীতিকবিতা অত্যন্ত রূপকধর্মী। আর্কাদি কুলেশভের অনুবাদকখ্যাতিও সুবিদিত। তাঁর কৃত পুশকিনের “ইয়েভগেনি অনেগিন” কাব্যউপন্যাসের বেলোরুশ ভাষান্তর সমালোচকদের সাধুবাদ কুড়িয়েছে।

আর্কাদি কুলেশভ

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

* * *

Часы мои — не солнца диск в зените,
Не сердце, будоражащее грудь.
Вращаясь равномерно по орбите,
Сама земля мой измеряет путь.

Дней и ночей блюдя чередованье,
На месте не стоят материки.
На их живом, мелькающем экране
Видны дорог и речек рушники.

Ковры весны преобразятся в лето,
Круженье листопада — в первый снег,
Я не хочу, чтоб некогда все это
Хотя б на миг остановило бег.

Застынет сердце, солнце в тучах сгинет,
Но ты, Земля, вертись, чтоб мне помочь:
Не дай упасть на темной половине,
Где дня не будет, будет только ночь!

* * *

ঘড়ি আমার — সূর্য তো নয় আকাশপাশে,
হৃদয়ও নয় — সওয়ার হবে বুকের রথের;
সমান তালে ঘূর্ণায়মান মহাকাশে
এই পৃথিবী — রাখছে হিসেব আমার পথের।

রাত্রি ও দিন আসছে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে,
এই পৃথিবী দাঁড়িয়ে নেই একই স্থানে।
উপরে তার দীপ্তরেখা যাচ্ছে বয়ে
নদ-নদী, পথ চলছে সবই জোয়ার-টানে।

সময় হলে বসন্ত যায়, গ্রীষ্ম আসে,
ঝরলে পাতা জানানি দ্যায় তুষারপাত,
ভাবতে ডরাই — এই যে চলার ছন্দ ও সে
স্তব্ধ যদি হয় কোনোদিন অকস্মাৎ।

হৃদয় যদি হয়ও অসাড়, সূর্য পালায়;
হে পৃথিবী, ঘূর্ণি যেন না হয় স্থবির —
থাকতে আমি চাই না ক' সেই অন্ধকারায়
যেদিকে তোর দিন রবে না — কেবল তিমির!

* * *

Нет, звезд я не хватаю с небосклона,
В лугах не рву весенние цветы,
Чтоб от меня как дар души влюбленной
Их благосклонно принимала ты.

Пускай цветы пестреют на поляне,
Чтоб мы с тобой бродили среди них.
Они увянут к вечеру в стакане,
Как мы без солнца среди стен немых.

Путь к звездам долог — за тысячелетья
До них и резвый конь не довезет.
За ними бы помчался я в ракете,
Да поздно отправляться мне в полет.

Нагрузки сердце выдержать не сможет,
В груди заглохнуть мой мотор готов.
Глотал он пыль дорог и бездорожий,
Прими его без звезд и без цветов!

* * *

অনুরাগ ভরে নেবে তুমি হাতে করে
এই বলে ওগো মোর হৃদয়ের রাণী
আকাশের তারা কখনো তুলি নি ধরে
দুয়ারে আসি না মেঠো ফুলও কভু আনি।

থাকুক না মাঠে বনপুষ্পেরা সুখে,
হাতে হাত রেখে বরং ঘুরবো তথা;
ফুলদানে ফুল শুকায় সন্ধ্যামুখে,
আলো-হাওয়া বিনে মোরা মুমূর্ষু যথা।

তারকার পথ — হাজারবর্ষী দূর,
ক্ষিপ্র অশ্ব সেথায় পারে না নিতে;
হয়তো রকেটই পৌঁছায় অত দূর —
দেরি হয়ে গেছে তাতেও পাল্লা দিতে।

দুর্বিষহ যে হয়েছে হৃদয়ভার,
বুকের মধ্যে স্পন্দনও হয় ক্ষীণ;
রাস্তার ধূলি ধূসর ভূষণ তার,
তাকেই নাও গো — তারা বা পুষ্পহীন!

* * *

Сравнить бы музу с матерью моей,
Но слов не нахожу я для сравнений.
Ведь мать одна, как солнце в день весенний,
Она самой поэзии родней.

Сравнить я мог бы музу с первой тропкой,
Что песню обвела вокруг села,
Когда б меня с моею музой робкой
Дорогам тропка не передала.

Когда б из рук полей не передали
Меня проселки рельсовым путям,
А рельсы — новой, неоглядной дали.
Какое музе я сравненье дам?

Она моя судьба на белом свете,
С неугасимой жаждою в глазах:
Тропинки вслед за ней бегут, как дети,
Навстречу ей летит за шляхом шлях.

* * *

জননীর সাথে হয় কি তুলনা কোনো কলালক্ষ্মীর —
ঠিক জানি আমি, ভাষাতে কখনো সম্ভব সে তো নয়।
জননী একক — তুলনারহিত, যেমন কর রবির,
কবিতার চেয়ে সে যে আপনার, সদাই মমতাময়।

যে-পথেতে আমি প্রথম গিয়েছি কবিতার হাত ধরে —
সম্ভব হতো সে-পথের সাথে তুলনা বাগ্দেবীর,
নানা পথ বেয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যদি না ক্ষিপ্র করে
নিয়ে যেত মোরে বাগ্দেবীসাথে ঐ পথ অস্থির।

বহুদিন সে তো — ঐ বনপথ — আমারে এনেছে টেনে
নবীন কালের বহুগামী পথে: সড়ক কিংবা রেলে।
তাহলে কী করে কলালক্ষ্মীর সকল আশিস জেনেও
করবো তুলনা? ঐ পথ মোরে কোথায় এনেছে ফেলে!

সে মোর ভাগ্য — শুভ্র আলোকে নন্দিতা বীণাপাণি,
চক্ষে তাহার খরশান ঝলে দীপ্ত বাসনারাশি;
যত পথ আছে ধাবন্ত সবই তাঁহারই আঁচল টানি,
পৃথিবীর 'পরে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পরকাশি।

* * *

Круженье листопада в первый снег
Преобразится — все в природе рядом.
Я словно бы командую парадом
Двух вражьих сил у пограничных вех, —
Сраженьем снегопада с листопадом.

Я — повелитель всех дорог и рек,
Регулировщик карусели этой,
Как будто не проносит над планетой
Меня листком, снежинкою, ракетой
Сквозь толщу атмосферы бурный век.

В круженье лет песчинкой на планете
Я был зерном и пылью на току.
Двадцатый век стареющий наметил
Мой крайний срок. Но назло старику
Природе руки протяну вот эти
Из нашего
                    в грядущее столетье.

* * *

পাতা-ঝরা দিন শেষ হয় আর প্রথম তুষার ঝরে —
নব রূপায়ণে কাঁপে সবকিছু, নিসর্গ পাল্টায়;
সামনে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী — সময়কেশর ধরে
টান দিই আমি, দাঁড়াই সামনে শক্তি মোকাবিলায়:
যুযুধান ওরা — পাতা ও তুষার, উভয়েই ঝরে যায়।

যত পথ আছে, নদী যত কিছু — সম্রাট আমি তার,
নিয়ন্ত্রণেই বাঁধি তো এদের ঘূর্ণাবর্ত ছাঁদ,
ভাবখানা এই — যেন-বা আমারে টানে না এদের ফাঁদ:
পাতাপল্লব, তুষারের ছক, পৃথিবীর মায়াবাঁধ
ছিঁড়িয়া রকেট শূন্যে ছুটিছে ফেলে সময়ের ভার।

ছুটিছে সময় চারপাশে মোর, আমি যেন বালুকণা
এ মহাবিশ্বে, অথবা শস্য, ধূলিকণা উদূখলে;
বুড়ো-হতে-থাকা বিংশ শতক সময় দিয়েছে বেঁধে
আয়ুকাল মোর; কিন্তু তবুও এরই পরাজয়ছলে
আমাদের এই দ্রুতধাবন্ত শতক-সীমার ছেদে
বাড়াবো দু'হাত
আসন্ন দিন যেদিকে অন্যমনা।

রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে যেখানে বনানী গভীর ও অন্তহীন এবং যেখানে স্থানীয় ভাষা, প্রাচীন রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও পোশাক অদ্যাবধি অবিকৃতভাবে টিকে আছে সেখানকারই একটা গ্রামে আলেক্সান্দর ইয়াশিন (১৯১৩-৬৮) জন্মেছেন এবং মানুষ হয়েছেন। চল্লিশের দশকে ইয়াশিনের কবিতা ভাষার দিক দিয়ে অত্যন্ত বর্ণাঢ্য হলেও বিষয়ের ক্ষেত্রে অগভীর ছিল। যাই হোক, পরে তাঁর কাব্যপ্রতিভা আরও পরিণতি লাভ করে এবং তাঁর জীবনের শেষ দশ-পনেরো বছরে তিনি তাঁর সমাজচৈতন্যজনিত কবিতাবলীর জন্য সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পাঠকদের কাছে এই সময়ে সর্বদাই তাঁর কবিতা কোনো না কোনো বাণী বহন করে নিয়ে এসেছে। "বিশুদ্ধি" (১৯৬১) তাঁর এরকমই একটি কাব্যগ্রন্থ। উন্নত নৈতিক মানের প্রবক্তা ছিলেন তিনি এবং জীবনের প্রতি বিশুদ্ধ ও সৎ মনোভঙ্গী দাবী করেছেন। শেষের দিকে আলেক্সান্দর ইয়াশিন গদ্যলেখক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন।

আলেক্সান্দর ইয়াশিন

АЛЕКСАНДР ЯШИН

* * *

В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть еще:
Совесть,
Честь...
Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!

* * *

ভুবনভরা খনির মাঝে
হিরন্ময় শব্দ বাজে:
    জন্মভূমি,
    সংচারিত,
    ভ্রাতৃত্ব।
ও শব্দ বাজে:
    মর্যাদা,
    ও বিবেকরীত...
হায়রে, সবে বুঝতো যদি
নয় ক' এ যে ফাঁকি কথা,
এড়িয়ে যেত দুখের নদী।
নয়তো এ যে ফাঁকি কথা!

Добрые дела

Мне с отчимом невесело жилось,
Все ж он меня растил —
И оттого
Порой жалею, что не довелось
Хоть чем-нибудь порадовать его.

Когда он слег и тихо умирал, —
Рассказывает мать, —
День ото дня
Все чаще вспоминал меня и ждал:
«Вот Шурку бы... Уж он бы спас меня!»

Бездомной бабушке в селе родном
Я говорил: мол, так ее люблю,
Что подрасту и сам срублю ей дом,
Дров наготовлю,
Хлеба воз куплю.

Мечтал о многом,
Много обещал...
В блокаде ленинградской старика
От смерти б спас,

সৎকর্ম

মানুষ করেছিলেন বটে তিনি আমাকে,
তবু তাঁকে — আমার বিপিতাকে ভালোচোখে কখনো দেখি নি;
আর সে জন্যেই
মাঝেমাঝেই মনখারাপে ভুগি —
কখনো তাঁকে খুশি করার সুযোগ আমার আসে নি।

শেষ শয্যা নিলেন যখন এবং মারাও গেলেন —
মা আমাকে বলেছিলেন —
প্রতিটি দিন লক্ষবার বলেছেন আমার কথা,
অপেক্ষাও করেছেন:
"এই বুঝি এলো... ও এলেই ভালো হয়ে উঠবো!"

আমাদের গাঁয়ের নিঃস্ব এক বুড়িকে,
(বড়ো ভালবাসতাম তাঁকে আমি) বলেছিলাম:
বড়ো হলে তোমাকে ঘর তুলে দেবো,
এনে দেবো কাঠখড় যা দরকার,
আর কিনে নেব তোমার ঝুড়িভরা রুটি।

কত কী-ই যে ভেবেছি,
বলেওছি যে কত কী...
অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের সেই বুড়ো —
মরণ থেকে বাঁচান হয়তো যেত,

Да на день опоздал,
И дня того не возвратят века.

Теперь прошел я тысячи дорог —
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог...
Нет отчима,
И бабка умерла...

Спешите делать добрые дела!

হ্যাঁ, তবু দেরি হয়েছিল একদিন...
এক শ’ বছরেও তো ও-দিনটি আর ফিরবে না।

হাজার রাস্তাতে আজ পথ চলে চলে দেখলাম —
হয়তো-বা এখন কেনা যায়
ঐ এক ঝুড়ি রুটি, বা
পারি তুলে দিতে নতুন একখানা ঘর...
কিন্তু বিপিতা তো আজ নেই,
আর সেই বৃদ্ধাও গতায়ু...

সৎকর্ম কি কখনো ফেলে রাখে কেউ!

প্রখ্যাত রুশ কবি আলেক্সান্দর ত্ভার্দভ্স্কি (১৯১০-৭৪) সম্পর্কে উনিশ শতকী মহান সাহিত্য-সমালোচক বেলিন্স্কির এই কথাগুলো স্পষ্টতই খাটে: "কোনো গণকবির গুরুত্ব নির্ভর করে জাতির আত্মা কত পূর্ণভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বে ধারণ করে আছেন তার উপরে।" আমাদের দেশের গণজীবনে ত্ভার্দভ্স্কির প্রতিভাভাস্বর দীর্ঘ কবিতাগুলো ঐতিহাসিক দিশারী হিসেবে চিহ্নিত: "শ্যামতৃণময় দেশ" (কৃষির যৌথীকরণ), "ভাসিলি তিওর্কিন" এবং "রাস্তার ধারে বাড়ী" (পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ) এবং 'দিগন্ত থেকে দিগন্তে" (ব্যক্তিপূজার পরিণামের বিনষ্টিসাধন)। ত্ভার্দভ্স্কির ইতিহাস-মনস্কতার গভীরতা এবং সাধারণ গণজীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান সোভিয়েত সাহিত্য-সমালোচকেরা একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সাহিত্যকর্মী। ১৯৬১ সালে তাঁকে লেনিন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

আলেক্সান্দর ত্ভার্দভ্স্কি

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

* * *

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла,
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.

И сказок в трепетную память,
И песен стороны родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.

И в за́холустье, потрясенном
Всемирным чудом новых дней —
Старинных зим с певучим стоном
Далеких — за лесом — саней.

И весен в дружном развороте,
Морей и речек на дворе,
Икры лягушечьей в болоте,
Смолы у сосен на коре.

И летних гроз, грибов и ягод,
Росистых троп в траве глухой,

* * *

জীবন আমাকে কম তো দেয় নি কিছু
নেয় নি ছিনায়ে যাহা কিছু তার ভালো,
সম্পদ তার পাঠায়েছে মোর পিছু
রাহাখরচায়: উষ্ণতা আর আলো।

স্মৃতিতে জাগিছে বিগত কাহিনী যত
মোর পাড়াগাঁর হাজার গানের রেশ,
গীর্জায় জমে উৎসব লোকায়ত,
নবসঙ্গীতও নতুন পরবে বেশ।

স্বদেশের ভূমি বিস্ময়ে বাক্‌হীনা
নতুন যুগের নতুন হাওয়ার ফাঁদে,
চিরায়ত শীতে যেন সে বাজিছে বীণা
বনের আড়ালে টুংটাং শ্লেজ কাঁদে।

আসে বসন্ত আনন্দে উড্ডীন,
বাড়ির আঙিনা যেন নদী জলে ভরে;
জলার মধ্যে কোলাব্যাঙ পাড়ে ডিম,
পাইন-বাকলে ফোঁটাফোঁটা রস ঝরে।

মেঘগর্জন, বৈঁচি, ব্যাঙের ছাতা
ভরে গ্রীষ্ম, শিশির ঘাসের বুকে;

Пастушьих радостей и тягот,
И слез над книгой дорогой.

И ранней горечи и боли,
И детской мстительной мечты,
И дней, не высиженных в школе,
И босоты, и наготы.

Всего — и скудности унылой
В потемках отчего угла...
Нет, жизнь меня не обделила,
Ничем в ряду не обошла.

Ни щедрой выдачей здоровья
И сил надолго про запас,
Ни первой дружбой и любовью,
Что во второй не встретишь раз.

Ни славы замыслом зеленым —
Отравой сладкой строк и слов,
Ни кружкой с дымным самогоном
В кругу певцов и мудрецов,

Тихонь и спорщиков до страсти,
Чей толк не прост и речь остра
Насчет былой и новой власти,
Насчет добра и недобра...

Чтоб жил и был всегда с народом,
Чтоб ведал все, что станет с ним,

রাখালছেলের হাসিকান্নার গাথা
সহজসরল, বই প'ড়ে কাঁদে দুখে।

পুষেছি হিংসা শৈশবী বাসনায়,
হতাশা ও শোক অতীতে জমিয়ে রাখা;
দরিদ্রহালে ছেঁড়া জামা, খালি পায়
পোষায় নি চুপ পাঠশালে বসে থাকা।

তাড়া করলেও দারিদ্র্য পিছুপিছু,
পৈত্রিক ভিটে হলেও মলিন কালো...
জীবন আমাকে কম তো দেয় নি কিছু,
ফিরায়ে নেয় নি তাহার প্রসাদ আলো।

নেয় নি স্বাস্থ্য — অকৃপণ তার দান,
এবং শক্তি দেহে মনে সঞ্চিত;
প্রথম বন্ধু, প্রথম প্রণয়মান
হয়েছে সফল, করে নি ক' বঞ্চিত

— ও দুটো কখনো আসে না দ্বিতীয় বার।
নেয় নি তো কেড়ে খ্যাতির টাটকা স্বাদ:
বেজেছে শব্দে ছন্দে গরল হার
কোবিদ ও কবির সুরাতেও নেই খাদ।

তার্কিক আর মৃদুভাষীদের মুখ
জটিল তর্কে ক্ষুরধা বাক্যবাণে
করেছে বিচার নব পুরাতন যুগ,
ভালো ও মন্দ — কী তার প্রকৃত মানে...

থেকেছি, গেয়েছি জনতার সুরেসুরে,
জেনেছি সকলই সুখ ও দুঃখ সয়ে:

Не обошла тридцатым годом,
И сорок первым, и иным...

И столько в сердце поместила,
Что диву даться до поры,
Какие резкие под силу
Ему ознобы и жары.

И что мне малые напасти
И незадачи на пути,
Когда я знаю это счастье —
Не мимоходом жизнь пройти.

Не мимоходом стороною
Ее увидеть без хлопот,
Но знать горбом и всей спиною
Ее крутой и жесткий пот.

И будто дело молодое —
Все, что затеял и слепил,
Считать одной ничтожной долей
Того, что людям должен был.

Зато порукой обоюдной
Любая скрашена страда.

Еще и впредь мне будет трудно,
Но чтобы страшно — никогда.

তিরিশের যুগে চলে তো যাই নি দূরে,
একচল্লিশও দেখিয়াছি নির্ভয়ে...*

এইটুকু বুকে ধরেছি যতোটা ধরে —
তাও কম নয়; সাধে কি দস্যি ছেলে!
সহ্যের সীমা জীবন পরখ করে
মোরে বারবার আগুনে বরফে ফেলে।

আমি কি ডরাই ছোটোখাটো শোকদুখ
চলবার পথে থাকবেই বাধা সাথে,
মনে জানি ঠিক — সত্যিকারের সুখ
জীবন এড়িয়ে কখনো পাবে না হাতে।

কোনো মানে নেই পাশ কেটে পালাবার,
নিরাপদ দূরে দাঁড়ানো নীরব রয়ে;
জানতেই হবে কোন অসহ্য ভার
কপালের ঘাম ফেলে শিরদাঁড়া বয়ে।

সবে এই শুরু, আছে বাকি সবটাই:
আমার যা-কিছু চিন্তা, সৃষ্টি — মূলে
করি ঋণশোধ সামান্যতম, ভাই,
মানুষের কাছে; ঋণ তো যাই নি ভুলে।

কাঁধে কাঁধ দিয়ে যদি সবে কাজ কর
কঠিন যে-কোনো কাজও সহজ হয়।

সমুখের পথ হোক না কঠিনতর,
ভয় করি না ক’, কভু কক্ষনো নয়।

---

* তিরিশের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির যৌথীকরণ যুগ, আর ১৯৪১ সালে জার্মানির সোভিয়েত দেশ আক্রমণের কথা বলা হচ্ছে এখানে। — অনুঃ

* * *

Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твоею жить чертой.

И за твоею мглой безгласной
Мы — здесь, с живыми заодно.
Мы только врозь тебе подвластны, —
Иного смерти не дано.

И, нашей связаны порукой,
Мы вместе знаем чудеса:
Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса.

И как бы ни был провод тонок,
Между своими связь жива.

Ты это слышишь, друг — потомок?
Ты подтвердишь мои слова?..

* * *

তুমি নির্বোধ, বুঝলে মরণ: মিছেই দেখাও ভয়
দেখিয়ে তোমার অতল শূন্য পৃথিবীর মানুষেরে,
কিন্তু এদিকে আমরা তোমার সমস্ত পরিচয়
নস্যাৎ করে বেঁচে রবো ঠিক তব মৃত্যুরও পরে।

তোমার কুয়াশা আড়ালের পারে রয়ে যাবো নিশ্চিত
আমরা — এই যে, চলি ফিরি ঘুরি ঠিক।
একাকী তোমার হাতের মুঠোয়, এ যেমন সুবিদিত
তেমনি তুমি তো একাকী, আমরা নরযূথ নির্ভীক।

বুঝতে পেরেছ, একা নই মোরা, সঙ্ঘে বেঁধেছি প্রাণ —
আমরা সবাই ছিনিয়ে আনবো অলৌকিকের বিভা:
মহাকালবুকে শুনি কান পেতে কণ্ঠস্বরের ঘ্রাণ
মোদের সবার, নির্ভুল চিনি কোন জন নাম কিবা।

আমাদের মাঝে রাখীর বাঁধন হোক না যতই ক্ষীণ
জেনো সে বাঁধন জীবন্ত অতি, একটি নাড়িরই টান।

শুনতে পাচ্ছ, মহাকাল ভাবী, বলিলাম যত কথা —
বলি নি কি ঠিক? তোমার কী মত? তুমি কি ভাবো না তা?..

Собратьям по перу

В деле своем без излишней тревоги
Мы затвердили с давнишней поры
То, что горшки обжигают не боги,
Ну, а не боги, так — дуй до горы.

Только по той продвигаясь дороге,
Нам бы вдобавок усвоить пора:
Верно, горшки обжигают не боги,
Но обжигают их — мастера!

সহগামীদের প্রতি

শিল্পে মোদের উৎসাহ পাও যারা
বহুকাল থেকে কী বলছি, শুনে নাও:
আগুন জ্বালে নি কিন্নরদেবতারা;
দেবতারা নয় — ঠিক আছে; ফুঁয়ে সূর্য লটকে দাও।

বলিই কথাটা — সহজ জলের পারা,
নইলে দেরিতে কর্ম পণ্ড হবে:
সত্যি কথাই, কিন্নরদেবতারা
জ্বালে নি আগুন, জ্বেলেছে শিল্পী সবে।

* * *

Снега потемнеют синие
Вдоль загородных дорог,
И воды зайдут низинами
В прозрачный еще песок.

Недвижной гладью прикинутся,
И разом — в сырой ночи
В поход отовсюду ринутся,
Из русел выбив ручьи.

И, сонная, талая,
Земля обвянет едва,
Листву прошивая старую,
Пойдет строчить трава.

И с ветром нежно-зеленая
Ольховая пыльца,
Из детских лет донесенная,
Как тень, коснется лица.

И сердце почует заново,
Что свежесть поры любой
Не только была, да канула,
А есть и будет с тобой.

* * *

ক্রমে হবে কালো নীলাভ তুষার
দেহাতী পথের দুই পাশ ধরে,
নিম্নাভিমুখী জলস্রোতধার
বইছে স্বচ্ছ বালুকার 'পরে।

শান্ত আরশি থাকে যেন পড়ে,
অথচ হঠাৎ বুনো রাতে জল
চারদিক থেকে ছুটে যায় তোড়ে,
জেগে ওঠে নদী ছেড়ে নদীতল।

নেতিয়ে পড়েছে পৃথিবীর মাটি —
ঘুমে ঢুলুঢুলু, পড়ে যায় গলে;
পুরনো পাতার বুক ফুঁড়ে পাঁটি
বাড়ায় ঘাসের অঙ্কুরদলে।

আর হাওয়া দেয় মৃদু শ্যামলিয়া
অ্যাল্ডার-রেণু ভাসে মহাসুখে,
শৈশবস্মৃতি ঘুম-ভাঙানিয়া
আলোছায়া যেন খেলা করে মুখে।

অমনি হৃদয় করে অনুভব:
আজকেও ঠিক পূর্বের মতো
সময় এখনো ধরে আছে সব
সজীবতা তার বুকে ছিল যতো।

রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি আলেক্সান্দর প্রকোফিয়েভ জন্মগ্রহণ করেন ১৯০০ সালে। তিনি এক জেলে পরিবারের সন্তান। তাঁর প্রথম দিকের কবিতার (প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মধ্যাহ্ন" বেরোয় ১৯৩১ সালে) বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের উৎসারণ, বর্ণাঢ্য বাগ্বিধি ও বৈপ্লবিক উদ্দীপনা। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁর রচিত "রাশিয়া" কবিতাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। রুশ ভূ-দৃশ্যের অপূর্ব চিত্রকর প্রকোফিয়েভ তাঁর শব্দব্যবহারে ঐতিহ্যবাহী রূপ কাব্যকারুতা তথা ছন্দ, বাগ্বিধি, লোকগীতি থেকে আহৃত রূপক, ইত্যাদিকে প্রচুরভাবে কাজে লাগান। তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যে বিধৃত জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তা শৈলীর দিক থেকে নীতিগর্ভ রূপকধর্মী গীতিকবিতা। ১৯৬১ সালে তিনি লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত হন।

আলেক্সান্দর প্রকোফিয়েভ

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

Из биографии

Я хожу не по графику —
По тропинкам и мхам.
Вся моя биография
Разошлась по стихам.

Вся — от красного флага
До ломтя на столе,
Вся — от первого шага
По родимой земле.

Вся — от песни певучей,
Что зовем и поем,
До былины дремучей
В Заонежье моем.

От подснежников милых
На вешней заре
До отцовской могилы
На старом бугре.

Вся — от листьев опалых
До весенних ветвей,
До звезды пятипалой
На папахе моей.

আত্মজৈবনিক

চলি নি কখনো পরিচিত পথে সোজা
পায়ে-চলা-পথে মাড়িয়ে সিক্ত ঘাস,
আত্মজীবনী সাঙ্গ হয়েছে খোঁজা
ছন্দে লিখছি এখানে সে-নির্যাস:

যত কিছু সবই — রক্তপতাকা থেকে
টেবিলের 'পরে পাউরুটি আধখানা,
যা-কিছু — প্রথম মর্তে পা ফেলা থেকে
জন্মভূমিতে বহু প্রব্রজ্যা নানা,

যত কিছু গান গেয়েছি আমরা সবে
দেশপ্রশস্তি গাহিয়াছি পিছু পিছু
লোকসঙ্গীত হৃদিসংবেদী রবে
সুধাস্যন্দী লোকায়ত যাহা কিছু,

বাসন্তী প্রাতে মায়াবী ঘোমটা টানে
হালকা মৃদুল তুষারবৃষ্টি থেকে
টিলার উপরে প্রাচীন গোরস্তানে
প্রপিতামহেরা শায়িত তৃণতে ঢেকে,

যত কিছু সব — পাতাঝরা গান আর
বাসন্তী শাখে মর্মরধ্বনি বাজে,
পঞ্চ তারার জ্যোতির্কণিকা-সার
আমার টুপীতে লুকোচুরি খেলে সাঁঝে,

Мы, где надо, не трафили
Ни чужим, ни родне...
Вся моя биография
На родной стороне:

Не в какой-то ограде,
А в ветрах верховых,
И в походной тетради,
И в стихах фронтовых,

И в делах, и в опале,
Той, что лютой зовут,
И в друзьях, что отпали,
И в друзьях, что живут.

Кто-то вечно под тучами,
День за днем — ни строки,
Где-то слово замучили,
Зажимая в тиски.

Ну их к дьяволу с квотой,
Утверждающей лень,
И глубинной зевотой,
Низвергающей день!

Я же знаю дорогу,
Путь извечный, крутой,
И пока, слава богу,
Не знаком с немотой!

কভু প্রশ্রয় দিই নি কারেও বৃথা
অচেনা কাউকে, স্বজনেও কভু নয়...
আত্মজীবনী আমার সরল সিধা
মাতৃভূমির বুকে আঁকা পড়ে রয়:

ঘরের কোণেতে লুকিয়ে থাকি নি কভু —
প্রমত্ত বায়ে দুরন্ত গেছি ছুটে,
হাতে ধরা আছে নোটবইখানি তবু
যুদ্ধেরই মাঝে কবিতা এনেছি লুটে,

কাজের মধ্যে মান-অপমান মাঝে
হুংকার হানে ক্রুদ্ধ বলো সে কে যে
বন্ধুরা যারা বিদায়ী অকাল-সাঁঝে
বন্ধুর মাঝে এখনো যাহারা বেঁচে।

কৃষ্ণাবরণে লুকানো চিরন্তনী,
দিনের পিছনে বন্ধ্যা কেটেছে দিন
আর্ত শব্দ কোনোখানে অনুরণি'
রয়েছে থমকে, রাখে নি একটু চিন।

তাদের দিন তো অবসান হলো শেষে,
আলস্যতেই অপচিত হলো তারা
আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে কেশেমেশে,
দিনগুলো বৃথা ক্ষয়ে ক্ষয়ে হলো সারা!

রাস্তার কথা অতি উত্তম জানি —
অনাদিকালের চড়া সে খাড়াই পথ;
তবুও কিন্তু, অশেষ ভাগ্য মানি,
জানি না এখনো সঙ্গীতহীন পথ।

Возвращение

Не орел такие вести и не ветер нам принес —
Возвратились наши парни, что летали возле звезд.

Вот веселье так веселье в нашем песенном краю,
Я других забот не знаю, я о нем сейчас пою.

Говорить бы с ним гудками океанских кораблей,
Одарить его б венками с наших благостных полей,

Громкой песней соловьиной там, где реки и гаи,
Только жаль, что в эту пору отгремели соловьи!

Но простор цветной разбужен
И небес подъята высь,
Мы веселью честно служим,
Спозаранку поднялись!

Мы взвиваем что попало —
Полушалки и платки,
От велика и до мала
Стали на ногу легки.

প্রত্যাবর্তন

ঈগলপক্ষী অথবা বাতাস পারে নি যা এনে দিতে —
আমাদের ছেলে তারকারাজ্য ঘুরে সে-খবর
এনেছে এ-পৃথিবীতে।

খুশির প্লাবনে ভাসছে সবাই, গানে গানে ভরা দেশ,
চিন্তার ভার আমার তো নেই, আমিও গাইবো বেশ।
যদি বলা যেত সমুদ্রগামী জাহাজের ভেপু ধ'রে,
যদি দেয়া যেত মেঠোফুল তার সর্ব অঙ্গ ভ'রে,

নদী অরণ্য যেদিকে রয়েছে সেদিকে কোকিল ডাকে,
দুঃখ কেবল — এসময় কোনো কোকিল নেই তো শাখে!

প্রান্তর তবু ফুলে ফুলে সজ্জিত,
অন্তবিহীন নিঃসীম নীলাকাশ;
তোমাকে সেবায় আমরা আনন্দিত
উঠেছি শূন্যে ছাড়িয়া মর্ত্যবাস!

টুপি বা রুমাল যা পেয়েছি মোরা হাতে
উঁচুতে তুলেছি, নাড়িয়েছি পথে, যানে;
ক্ষুদ্র-বৃহৎ, বৃদ্ধ-বালক মাতে
একই সাথে সবে, মহা আনন্দ প্রাণে।

Вот какое видя дело,
Золотых парней хваля,
Заплясала, зазвенела
Наша русская земля.

Вся — с полями и лесами,
С хороводами красавиц —
И звенит, и звенит,
Чем наш край знаменит:

Песней,
Удалью,
Молодечеством...

Ой, Россия,
Русь,
Мое Отечество!

সোনার টুকরো এদেশের ছেলেদের
প্রশংসা ফেরে প্রতিটি লোকের মুখে,
নাচে গায় তারা উল্লাসে মেতে ফের —
জন্মভূমি এ গর্বে ভরেছে সুখে।

হাত ধরে ধরে যেন-বা নাচের সুরে
মাতে আনন্দে প্রান্তর বনভূমি —
বলে, বলে যায়, বারে বারে ঘুরে ঘুরে
মহান যা-কিছু দেশের চরণ চুমি:

গান আর গান
শৌর্যবীর্য
এবং যৌবগান...

হে মোর রাশিয়া,
রাশিয়া আমার
প্রপিতামহেরও দেশ!

Хлеб

На столе простом
Хлеб
С капустным листом,
С угольком на исподе.
Мы с него глаз не сводим,
Десять душ,
Десять душ.
Мама, рушь,
Мама, рушь,
Мама, режь
Поскорей
На сынов и дочерей.
Режь, режь много раз!
Это просьба наших глаз!
Дай мне с угольком,
С тем погасшим огоньком!
Мама, рушь,
Мама, режь!
Мамушка,
Сама поешь!..

রুটি

রুটি —
টেবিলের 'পরে — সাদামাটা,
সাথে কপিপাতা,
তলায় এখনো তন্দুরের দাগ।
চোখ দিয়ে যেন গিলছি আমরা,
আমরা দশ জন,
আমরা দশ ভাইবোন।
মা, তুমি রুটি কাটো না,
মা, তুমি রুটি কাটো না,
কাটো, মা,
তাড়াতাড়ি,
বাঁটো তোমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে।
কাটো, কাটো, লক্ষ বার!
চোখের মিনতি আমাদের!
দাগলাগা টুকরোটাই দাও আমাকে
একটু আগেও তো আগুন ছিল সেখানে।
মা, তুমি রুটি কাটো,
কাটো না, তুমি, মা!
লক্ষ্মী মা আমার,
নিজে কি একটুও খাবে না!..

আলেক্সান্দর মেঝিরভ (জন্ম ১৯২৩) কবিতা লিখতে শুরু করেন যুদ্ধের সময়ে। তাঁর প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা রুশ কবি ব্লকের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কিন্তু পরে যুদ্ধকালীন রূঢ় বাস্তবতা সে কবিতায় নিজস্ব দুর্মর প্রভাব ফেলে। যারা যুদ্ধকালীন সময়ে জন্মেছে ও বড়ো হয়ে উঠেছে তাদের ট্র্যাজেডি তাঁর কবিতায় যেমন বিধৃত তেমনটি তাঁর সমকালীন আর কোনো কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। সেই সব রক্তাক্ত, অগ্নিক্ষরা ও মৃত্যুকীর্ণ দিনগুলোয় মানুষের আশাভঙ্গের বেদনা, নিজ অহংকে জয় করে সর্বব্যাপী মানবতাকে বুকের মধ্যে অনুভব করা এবং মানসিক বিশ্বাসের কোনো কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্কারের প্রচেষ্টার বাণী তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে। মেঝিরভ যুদ্ধে নিজে আহত হয়েছিলেন, সেরে ওঠার পরে ১৯৪৩ সালে তিনি মস্কোর গর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন "সুদীর্ঘ পথ" ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত। "কবিতাবলী" (১৯৫৭), "বাতাবরক কাঁচ" (১৯৬১), এবং "বিদায়, হে তুষার" (১৯৬৪) তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্যসমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য।

আলেক্সান্দর মেঝিরভ

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

Музыка

Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.

Какая музыка
во всем,
Всем и для всех —
не по ранжиру.
Осилим... Выстоим... Спасем...
Ах, не до жиру, — быть бы живу...

Солдатам головы кружа,
Трехрядка
под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.

И через всю страну
струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.

সঙ্গীত

সঙ্গীত এক বেজেছিল বটে তবে!
সঙ্গীতধ্বনি উঠেছিল মহারবে,
মোদের যা-কিছু দেহমনপ্রাণ সবে
দলিত করেছে ঘৃণ্য যুদ্ধ যবে।

কণ্ঠে সবার সে-কী মহাসঙ্গীতই
বেজেছে তখন, দিয়েছিল ডাক
জনগণে আপামর
করবো যুদ্ধ... সইবো কষ্ট...
জিতবোই মোরা ঠিকই...
আসল কথা সে বেঁচে থাকা এর পর...

ট্রেঞ্চে প্রবল অ্যাকর্ডিয়ন-তানে
পাগল হয়েছে
মেতে গেছে সৈন্যেরা,
যুদ্ধক্ষেত্রে সেটাই বেজেছে কানে
অভূতপূর্ব, বীঠোফেন থেকে সেরা।

সারা দেশময় চারদিকে
নিঃশেষে
বালালাইকায় প্রসারিত ঝঞ্চনা, —
যখন ঘৃণ্য যুদ্ধ বেধেছে দেশে,
দেহমনপ্রাণে নঙ্কার যন্ত্রণা।

Стенали яростно,
                    навзрыд
Одной-единой страсти ради
На полустанке — инвалид
И Шостакович — в Ленинграде.

অদম্য ক্রোধে,
অশেষ যন্ত্রণাতে
যুদ্ধে পঙ্গু যেমন তরুণ সেনা
ঘোরে নগরেতে বাজিয়ে তন্ত্রীবীণা,
শস্তাকোভিচও বাজান লেনিনগ্রাদে।

Февраль

Шаг один от февраля до марта...
НИКОЛАЙ ТАРАСОВ

1

Вот из ворот арбатского двора
Она выходит, равнодушно глядя.
В нещипаном бобре солидный дядя
На тротуаре топчется.
Пора!

Пора, пора вершить еще одно,
Еще одно последнее свиданье,
То, о котором решено заране,
Что ничего не выйдет все равно.

В проулок приарбатский из ворот
Она выходит, скроенная ладно,
И повернуть ей хочется обратно,
Но не обратно, а туда идет.

Две девочки застыли на бегу,
Во все глаза следят завороженно
За шубкой из пушистого нейлона,
За тонкой бровью, выгнутой в дугу.

ফেব্রুয়ারি

ফেব্রুয়ারি থেকে এক পা এগোলে মার্চ...
নিকোলাই তারাসভ

১

ঐ তো দ্যাখো না, মহিলাটি বেরুলো —
উদাসীনা নারী — আর্বাতের* দ্বার থেকে।
পশমী পোশাকে খট্‌খটাখট্‌ বেগে
হাঁটে ফুটপাথে ঝানু বুড়ো এক খুড়ো।
হয়েছে সময় তবে!

হয়েছে সময়, সময় হয়েছে তবে
আরো একবার অন্তিম মিলনের;
ফলবে না ফল তবু এ-সাক্ষাতের —
পূর্বনির্ধারিত হলে কি-বা হবে।

আর্বাত থেকে বেরিয়ে গলিতে পড়ে
দাঁড়ায় থমকে, মন তার দ্বিধাময়;
ভাবে একবার ফিরেই যাবে না হয়
ঘরেতে আবার, সমুখে পা তবু নড়ে।

দুটি ছোটো মেয়ে পাশ দিয়ে যেতে ফাঁদে
পড়ে যায় যেন, দ্যাখে পিছু ফিরে ফিরে —
মনোহারী তার পোশাক চলন ঘিরে
তনুশোভা, আঁখি ভুরুভঙ্গীর ছাঁদে।

---

* মস্কোর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাস্তার নাম। — অনুঃ

В младенческом неведенье своем
Они запоминают все детали:
Ах, как воздушен газ ее вуали!
Как у нее высок ноги подъем!

Ну что глядите, — думает она. —
Не дай вам бог... А, впрочем, ведь когда-то
И ты пленялась дивами Арбата...
Да что там ты! Не только ты одна.

Но твой беспечный разум не постиг,
Что все, что старо, и что все, что юно,
Мечтало и мечтает обоюдно
Местами поменяться хоть на миг.

И вот машина в ночь тебя увозит
От девочек, от дома, от ворот.
Еще февраль бодрится и морозит,
Но и мороз-то сам уже не тот.

2

Летит сосулька из зимы в весну
И, перед тем как сделаться водою,
Звенит, исходит песней молодою
И гонит сон и клонит не ко сну.

Проулок ваш не узок, ни широк,
И окна в окна смотрят не мигая,
И, по карнизу шибко пробегая,
Тревожит занавеску ветерок.

শিশুসারল্যে বিস্ফার চোখ মেলে
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে সব কিছু তার:
এমন ওড়না — মসলিনও মানে হার!
চরণযুগল ফেলে কিবা অবহেলে!

'কী ওরা দেখছে অমন ক'রে?' সে ভাবে,
স্মৃতিচারণায় দ্যাখে সে অতীত দিন:
'দেখে আর্বাত নিজেও মেনেছি ঋণ
জীবনের কাছে, কত বারই কত ভাবে।'

কিন্তু তোমার উদাসীন চেতনায়
যা-কিছু প্রাচীন, যা-কিছু নবীন — স-ব
দেয় উপহার অপরূপ অনুভব,
স্থান ও কাল সে মুহূর্তে লোপ পায়।

রাত্রির গাড়ি পালায় তোমাকে নিয়ে
এ-মেয়ে দুইটি, গৃহ ও তোরণ থেকে
ফেব্রুয়ারি-শীত বরফে পৃথিবী ঢেকে
দেখাচ্ছে ভয় মনে মনে হেরে গিয়ে।

২

শীতের তুষার বসন্তে গিয়ে গলে,
পড়ে টুপটাপ সঙ্গীত তরলিমা,
বাজে উত্তাল যৌবন-অরুণিমা,
অনিদ্র জাগি, ঘুম দূরে যায় চলে।

তোমার রাস্তা চওড়া বা সরু নয় —
এ-জানালা থেকে ও-জানালা দেখা যায়,
বারান্দাতে যে ঘোরাফেরা ক'রে হায়
প্রগল্ভ বায়ু ছটফট ক'রে বয়।

Ваш двор как перевернутый колодезь,
На дне колодца — небо, как вода.
В ту воду вы однажды окунетесь
И захлебнетесь ею навсегда.

Что там творится в мире заоконном?!
Зима в исходе, видно по всему.
Давайте вместе слушать, как со звоном
Летит сосулька из зимы в весну.

তোমার আঙিনা যেন-বা উপুড় কুয়ো:
তলদেশে তার আকাশ — ঠিক সে জল,
আত্মমগ্ন তাতে অতি টলমল
ডুবে থেকে গাও চিরন্তনের ধুয়ো।

জানালার পারে হচ্ছে ওখানে কী?
অবসান শীত, চারদিকে তার সাড়া।
এবারে শুনবো তাহার ঘণ্টা নাড়া
যার সাথে আসে বাসন্তী সুরভি।

আলেক্সেই সুর্কভ (জন্ম ১৮৯৯) আত্মকথন প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন যে তিনি "তাঁর যুগের, সেইসব অধিকারহীন, লাঞ্ছিত কোটি কোটি মানুষের — অক্টোবর বিপ্লব যাদের গড়ে তুলেছে সৈনিক ও কমিউনিজমের নির্মাতা রূপে সেই যুগের তিনি এক প্রতিভূস্বরূপ"। গরীব চাষীর ছেলে তিনি, গৃহযুদ্ধে লড়েছেন; একজন অভিজ্ঞ সংগঠনকর্মী ও বক্তা সুর্কভ রুশী কাব্যজগতে প্রবেশ করেন গণতান্ত্রিক নন্দনতত্ত্বের অটল অনুগামী হিসেবে। তথাকথিত নন্দনতাত্ত্বিক ও স্নবদের বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীন লড়াই চালিয়েছেন, দূরাশ্রয়ী কল্পনা-বিলাসের রোম্যাণ্টিকতাকে তিনি নস্যাৎ করেছেন এবং রূঢ় বাস্তবের যাথার্থ্যে সর্বদা বিশ্বাস রেখেছেন। তাঁর কবিতাবলীর মধ্যে যেগুলো তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে লিখেছিলেন সেগুলোই সর্বাধিক জনপ্রিয়। বহু বছর ধরে আলেক্সেই সুর্কভ সোভিয়েত লেখক সংঘের সম্পাদকমণ্ডলী এবং সোভিয়েত শান্তি পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রূপে কাজ করে আসছেন।

আলেক্সেই সুর্কভ

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

* * *

Ты думаешь, это не страшно было —
Решить, что бога на свете нет,
Что в нашей вселенной иная сила
Заведует ходом звезд и планет?

Ты, может быть, думаешь, было просто,
Как выпить глоток воды из реки,
Душе привычного, среднего роста
Признать себя, всему вопреки?

А это не просто — ночью проснуться
И, видя паденье звезд с высоты,
Познать бесконечность и не ужаснуться
Тому, что в мире пылинка ты.

Не просто прорваться сквозь дым томлений
Тому, кто, жизнь безмерно любя,
Познал, что тысячи поколений
Рождались и умерли раньше тебя.

Не просто знать, беспощадно ясно,
Что смерть придет — и судьба твоя
И все, что в мире было прекрасно,
Угаснет с твоим беспокойным Я;

* * *

তুমি কি ভেবেছ প্রথমে ছিল না ভয়
একথা বলায়: ঈশ্বর নেই কোনো,
গ্রহতারাশশী আমাদের অক্ষয়
চালায় অন্য আরেক শক্তি কোনো?

সবকিছু ছিল, ভেবেছ, সরল অতি —
যেন নদী থেকে যথেচ্ছ নেওয়া জল —
তার কাছে যার বুদ্ধি কোমলমতি,
‘আত্মা অমর’ — যে কভু ভাবে নি ছল?

সহজ তো নয় ঘুম ভেঙে জেগে উঠে
দেখবে যখন মহাকাশ থেকে তারা
খসছে মর্তে, তবু পালাবে না ছুটে
তুচ্ছতাবোধে হবে নাকো ভয়ে সারা।

হতাশার জাল ছেঁড়া কুটি কুটি করে
ভাবে না সহজ জীবন যে ভালোবাসে
অথচ জেনেছে তারও আগে গেছে ঝরে
অযুত বংশ, জন্ম মৃত্যু নাশে।

গূঢ় এ সত্য মানা তো সহজ নয়:
মৃত্যু আছেই — ললাটলিখন সব,
নিজে মরলেই পৃথিবীও পায় লয়
নিয়ে তার যত আনন্দবৈভব।

Что можно жить без аллаха и спаса,
Без райских приманок и адских мук
И, страх пересилив, до смертного часа
Не выпустить душу из собственных рук.

Лишь смело покончив с последней химерой,
Сердца леденящей, как холод ночной,
Ты плечи расправишь и полной мерой
Познаешь радость жизни земной.

Слова человеческой песни слыша,
Почувствуешь, зову природы в ответ,
Что люди — хозяева мира и выше
Идеи и силы на свете нет.

পরমেশ্বর, সন্তের দেওয়া আশা,
স্বর্গের লোভ, নরকাগ্নির ভয়
— এসব ছাড়াও বেঁচে থাকা যায় খাসা;
হও ত্রাসজয়ী, পৌরুষই অক্ষয়।

শেষ করে দাও দৈবের ভোজবাজি
এবং তোমার হৃদি উত্তাপহীন,
বেপরোয়া বুকে হও সবটাতে রাজি
জীবনে যা দেবে সুখের সোনালি বীণ।

মানুষী গানের কথা ও সুরেতে যবে
প্রকৃতির বাণী আত্মপ্রকাশি' গীতে,
পৃথিবীর রাজা বুঝবে মানুষই তবে —
তার চেয়ে বেশি কিছু নেই পৃথিবীতে।

Мой современник

В вихре дней, что шумят над планетой,
Ты проходишь, в легендах воспетый,
Покоритель высот и стремнин,
Солнцем общего счастья согретый —
Коммунист, человек, гражданин.

Верность людям воздвигнув твердыней,
Веря в правду и правду любя,
Ты корыстью, хвальбой и гордыней
Никогда не унизил себя.

Беспокойный, пытливый, горячий,
Не разменивал жизнь на гроши
И друзьям раздавал без отдачи
Золотые запасы души.

Трассу счастья назначив планете,
Перед временем совестью чист,
Ты за все в этом мире в ответе —
Человек, гражданин, коммунист.

সমকালীন

কালের ঘূর্ণি এই পৃথিবীতে গর্জায় চারপাশে
তারি মাঝে পথ কেটে চলো তুমি — নায়ক উপন্যাসে:
মানুষ — বিজয়ী গিরি মহাকাশে সমুদ্রজলে আর,
সূর্যের জ্যোতি জেবলে নিয়ে চলো নির্ভয় বিশ্বাসে
বীর নাগরিক কমিউনিস্ট যে মানুষ সত্যিকার।

মানুষের প্রতি আস্থাই তব অজেয় দুর্গকারা,
শুধু সত্যেই বাঁধিয়াছ মন সত্য দিশারী রেখে,
লাভ-ক্ষতি জ্ঞান অহংকার আর লোকপ্রশস্তিধারা
পারে না কখনো তোমাকে টলাতে সত্যের পথ থেকে।

উষ্ণ হৃদয় অস্থির তব জানবার আগ্রহে,
দাও নি বিকায়ে নিজের জীবন অর্থের বিনিময়ে,
অকৃপণ দানে হৃদয়ের সোনা বিলায়েছ নির্মোহে
চারপাশে ঘেরা বন্ধুর মাঝে অশেষ তৃপ্তি লয়ে।

খুঁজেছ শান্তি এ মর্তভূমির, আনন্দ কোন মূলে,
কালের সমুখে অমল বিবেকে নির্ভয়ে দাঁড়াবার
রেখেছ সাহস, জবাবের দায় নিয়েছ মাথায় তুলে —
বীর নাগরিক কমিউনিস্ট যে মানুষ সত্যিকার।

Дерзкой волей смиряя упрямо
Своенравного времени бег,
Ты в завещанный Лениным век
Входишь твердо, напористо, прямо —
Гражданин, коммунист, человек.

দুর্বার বেগে মহাবাসনায় চলেছ বিজয় রথে
ভেঙে ফেলে বাধা — যে-বাধা পেতেছে সময় স্বেচ্ছাচার;
লেনিন-বাহিত পথ ধরে চলা ললাটলিখন যার
সে-ই তুমি, যাও বজ্রের তেজে সরল সত্য পথে —
বীর নাগরিক কমিউনিস্ট যে মানুষ সত্যিকার।

বিখ্যাত লিথুয়ানীয় কবি ইউস্তিনাস মার্ত্সিন্কিয়াভিচুস (জন্ম ১৯৩১) সবচেয়ে বেশি পরিচিত তাঁর এইসব কাব্যের জন্যে: যথা, “দ্বাদশ বসন্ত”, “প্রচার-কবিতা”, “শোণিত ভস্মাদি” (১৯৫৭-৬৫)। এসবই মহাকাব্যের প্রসাদগুণসম্পন্ন কবিতা তাঁর। তবে এ ছাড়াও গীতিকবিতার সংকলনও তাঁর আছে। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ব্যাপ্তিতে বিশাল, তার মধ্যে পরিবর্তমান মনুষ্যজীবনের প্রভাবে সামাজিক ধ্যানধারণার বিবর্তন যেমন আছে, তেমনি আছে যুদ্ধকালে ব্যক্তি ও সমষ্টি, কি আণবিক যুগের সমস্যা, কিংবা ব্যক্তিমানুষের মানসভূগোল। তাঁর যুদ্ধবিরোধী বড়ো কবিতা “শোণিত ভস্মাদি”ই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এস্তোনীয় মহাকাব্য “কালেভিপোয়েগ” ও ফিনল্যাণ্ডীয় মহাকাব্য “কালেভালা”র অপূর্ব অনুবাদ করেছেন তিনি লিথুয়ানীয় ভাষায়। তাছাড়াও যাঁদের অনুবাদের জন্যে তাঁর খ্যাতি তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পোলিশ কবি আদাম মিত্স্কেভিচ ও রুশ কবি পুশ্কিন ও লের্মন্তভ।

ইউস্তিনাস মার্ৎসিন্‌কিয়াভিচুস

ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧУС

Прелюдия

Из поэмы «КРОВЬ И ПЕПЕЛ»

Была деревня и деревни нет.
Ее сожгли живьем — со всеми.
Кто должен жить,
Кто должен умереть,
И с теми, кто на свет
Родиться должен.
Была деревня и деревни нет.

Неправда!
Есть деревня эта.
Есть!
Она горит и по сей день,
Сегодня, —
И будет до тех пор гореть, пока
Те, кто поджег деревню эту, живы.

Так расступись огонь,
Раздайся шире пламя,
Дай мне взглянуть на тех, которые горят...
Вот парень... Разве он
Мне не сказал однажды:
— Мне эта жизнь нужна затем, чтоб мог
я жить...

পূর্বলেখ

শোণিত ভস্মাদি কবিতার অংশ

একদা একটি গ্রাম ছিল এখানে, এখন তা নেই।
পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে তাকে তার সমস্ত কিছু নিয়ে:
বেঁচে থাকবার কথা যাদের,
গতায়ু হবার কথা যাদের,
যাদের এখনো পৃথিবীতে আসবার কথা,
সেইসব কিছু নিয়েই।
একদা একটি গ্রাম ছিল এখানে, এখন তা নেই।

না, এ-কথা সত্যি নয়!
গ্রামটা এখনও আছে।
আছে নিশ্চয়ই!
সে-গ্রাম জ্বলছে এখনও,
অদ্যাবধি তা জ্বলছেই —
আর তা জ্বলতেই থাকবে
যতদিন বেঁচে থাকবে গ্রাম-জ্বালানিয়ার দল।

সরে যাও দেখি দু'পাশে, আগুন,
সরিয়ে নাও তোমার শিখা,
দেখতে দাও একবার কারা জ্বলছে ওখানে...
ঐ তো সেই ছেলেটি... ঐ তো না
সেবার বলেছিল আমাকে:
"এই জীবনটা আমার দরকার, কেননা আমি বাঁচতে চাই"...

Как много он хотел и как немного!
Мой брат, ровесник мой, и почему,
О, почему ты не сказал в тот день:
— Мне эта жизнь нужна, чтобы я мог бороться.
Как горячо в моей груди!
Что там горит? Быть может, это сердце...
Гори, о сердце! Ты должно гореть,
Чтоб не сжигали никогда людей.

Дзукиец* этот, он пахал в тот день,
Пар под озимые двоил напором плуга.
Его остановили. Борозду
Не дали кончить. Плуг, вонзенный в землю,
Так и остался в ней.
                                        Но не ржавеет он,
Нет, не ржавеет, потому что в поле
Приходит еженощно тот дзукиец
И, засучив дерюжные штаны,
Крестом он осеняется и пашет.
И протянулась эта борозда
От Пирчюписа к Панеряй,
От Панеряй к Освенциму, в Маутхаузен.
Она, как жизнь, длинна, та борозда,
И, как траншея жизни беспредельной,
Рвам смерти противостоит повсюду.

Пусть никогда не заржавеет плуг.

---

* Дзукия — юго-восточная часть Литвы.

কত কিছুই না ও চেয়েছিল, আর কত অল্পই না!
হে সমবয়সী আমার, হে আমার ভাই, কী জন্যে,
হায়, কী জন্যে তুমি বললে না সেদিন:
"এই জীবনটা আমার দরকার, কেননা আমি লড়তে পারি"।
বুকের মধ্যে কী যে উত্তাপ টের পাই!
তপ্ততা কিসের, জ্বলছে কী? কে জানে, হয়তো হৃদয়ই...
জ্বলো, জ্বলো, হে হৃদয়! যাতে কোনো লোক
জীবন্ত না জ্বলে পুড়ে মরে, তাই জ্বলতে তোমাকে হবেই।

লোকটা জুকিয়ার*, জমি চষছিল ও-দিনেই,
শীতের ফসল বুনছিল সে।
থামিয়ে দিলো তাকে। ফালের টান
শেষ করতে দিলো না। গেঁথে রইলো মাটিতে লাঙল,
পড়ে থাকলো সেভাবেই।
কিন্তু না, মরচে ধরে নি তো,
এখনো মরচে ধরে নি তাতে, কেননা রোজই রাতে
লোকটা আসে যে ঐ জমিতে —
চটের মতো পুরু প্যাণ্ট গুটিয়ে,
বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে শুরু করে হাল ঠেলা;
আর ফালা ফালা করে চিরে যায় মাটি
পির্চুপিস থেকে পানেরিয়াই,
পানেরিয়াই থেকে আউশ্‌ভিট্‌স,
সেখান থেকে ফের মাউট্‌হাউসেন —
সে-চিরল দাগ, যেন জীবন, দীর্ঘপ্রসারিত:
জীবনের সে-রেখা অন্তহীন বয়ে যায়,
যুযুধান দাঁড়িয়ে থাকে মৃত্যুর মুখোমুখি।

মরচে-পড়া থেকে অক্ষত থাকুক এ-ফাল চিরটাকাল।

---

* জুকিয়া — লিথুয়ানিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। — সম্পাঃ

ইউক্রেনের কুশলী আধুনিক কবিদের মধ্যে ইভান দ্রাচ (জন্ম ১৯৩৬) অন্যতম। কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরুবার পর তিনি প্রথমে বৃত্তি হিসেবে শিক্ষকতা, ও পরে সাংবাদিকতাকে বেছে নেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সূর্যমুখী" (১৯৬০) প্রকাশিত হবার সাথে সাথে দ্রাচ তাঁর বিশিষ্ট কবিব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা, স্বকীয়তা ও সাহসী রূপক-অলংকার ব্যবহারের জন্যে সকলের নজরে পড়ে যান। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "হৃদয়ের সৌর অভিক্ষেপ" (১৯৬৫) প্রকাশিত হলে তা নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক ও আলোচনা শুরু হয়। আধুনিক কাব্যভাষা নির্মাণে দ্রাচ ইউক্রেনী ভাষার সম্পদ বহুকিছু গ্রহণ করেছেন। আঙ্গিকের দিক থেকেই শুধু নয় (যেমন নিজস্ব ছন্দনির্মাণ, সাঙ্গীতিক চিত্ররূপময়তা, অনুষঙ্গাভিসারী বিজড়িত পংক্তিমালার উদ্ভাবক তিনি), ভাববস্তুর দিক থেকেও তিনি নতুনতর অনেক কিছু উপহার দিয়েছেন। একের মধ্যে নির্বিশেষ বহুকে, স্বদেশের মধ্যে বিশ্বসংসারকে প্রতিবিম্বিত করায় প্রয়াসী তাঁর কবিতা; সুগভীর মননশক্তি ও বহু ব্যাপারের একত্র সন্নিবেশের জন্যে তাঁর কবিতা উল্লেখ্য।

ইভান দ্রাচ

ИВАН ДРАЧ

Баллада о ведре

Я — форма из цинка. Мое содержанье —
Тяжелые шарики пыльной черешни,
Багряные зори на них задержались,
Теперь они дремлют во мне, захмелевши.

Я — форма. Мое содержание — груши,
Соперницы солнца, светильники сада,
Республики Соков заблудшие души,
В подол собирали их в ночь грушепада.

Я — форма,
Я — корпус,
Я — цинковый конус.
Мое содержанье от формы свободно,
Мечами моркови и дынями полнюсь
И ломкою желтой ботвой огородной.

Я — форма. И люди царят надо мною,
Мое содержанье в меня собирая.
Когда ж не наполнена плотью земною,
Я небом, я небом налита до края.

বালতির গান

আমি — দস্তার দেহ। আমার গভীরে থাকে
ক্ষুদে ক্ষুদে গোল চেরি — ধুলায় মলিন ফল,
লাল সূর্যের বিভা সারা গায়ে মেখে রাখে,
মোর বুকে এসে তারা ঝিমায় চেরির দল।

আকারসর্ব — আমি। আমার আধারে রয়
ফলবাগানের জ্যোতি, সূর্যের দুশমন
নাসপাতি থরে-থরে অপরূপ রসময়,
পড়ে টুপটাপ রাতে আঁচলের প্রিয় ধন।

আকারসর্ব,
সমর্থদেহ,
ত্রিকোণ দস্তা — আমি,
আমার আধারে যারা তাদের হরেক চিন:
গাজরের তরোয়াল, খরমুজ মসৃণ
অথবা সবুজ সীম অঢেল গণনাহীন।

আকারসর্ব — আমি। ঋণী মানুষেরই কাছে,
আমার গভীরে যাহা মূল্য তাদেরি আছে।
যখন আমাতে ভরা থাকে না মাটির দান,
তখন পূর্ণ আমি পাই আকাশের ঘ্রাণ।

ইয়ারোস্লাভ স্মেলিয়াকভের (জন্ম ১৯১৩) সমুদয় কাব্য মেহনতী মানুষের প্রতি নিবেদিত; মেহনতী মানুষ এমন একটি চরিত্র যা বিশ্বাসে বন্ধুত্বে অবিচল, স্নেহে-প্রেমে একনিষ্ঠ, দুঃখকষ্টে অপরাজেয় এবং সুখ-দুঃখকে একই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। স্মেলিয়াকভের অন্তরঙ্গ অথচ আপাতঃরূঢ় বাচনভঙ্গী তাঁর প্রকৃত চারিত্র্যধর্মেরই সাক্ষ্য দেয়। নিজেও তিনি একজন মেহনতী মানুষ: একসময়ে কাজ করেছেন রাস্তার ঝাড়ুদার, কারখানার বয়লারম্যান রূপে, অতঃপর খবরের কাগজের সংবাদদাতা, প্রেসের কম্পোজিটর, খনিশ্রমিক এবং কি নয়। মুখের কথায় তিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি বিশ্বাস করেন কাজে। কবি হিসেবে রোম্যাণ্টিক — গাথা-কবিতা তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং পাঠকের উপর সুদৃঢ় প্রভাববিস্তার করার মতো ঘটনা নির্মাণের এক সহজাত শক্তি তাঁর আয়ত্তে। তবে সাহিত্যের যে-ধারাতেই তিনি কাজ করুন না কেন শব্দব্যবহারে তিনি সর্বদাই সুমিত। তাঁর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো রচনায় একেবারে যথাযথ, কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত, বিশেষণ প্রয়োগের ক্ষমতা।

ইয়ারোস্লাভ স্‌মেলিয়াকভ

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

Разговор о поэзии

Ты мне сказал, небрежен и суров,
что у тебя — отрадное явленье! —
есть о любви четыреста стихов,
а у меня два-три стихотворенья.

Что свой талант (а у меня он был,
и, судя по рецензиям, не мелкий)
я чуть не весь, к несчастью, загубил
на разные гражданские поделки.

И выходило — мне резону нет
из этих обличений делать тайну, —
что ты — всепроникающий поэт,
а я — лишь так, ремесленник случайный.

Ну что же, ты прав. В альбомах у девиц,
средь милой дребедени и мороки,
в сообществе интимнейших страниц
мои навряд ли попадутся строки.

И вряд ли, что, открыв красиво рот,
когда замолкнут стопки и пластинки,

কাব্যালোচনা

আমার কপাল — বলেছিলে তুমি — মন্দ, মরুর ধু-ধু;
জানিয়েছিলে যে, ভাগ্য তোমার অকৃপণ দানে ভরা:
চার শ' কবিতা লেখা হয়ে গেছে প্রেমেরই উপরে শুধু;
এদিকে আমার ঝুলিতে কেবল গোটা দুই-তিন ছড়া।

বলেছিলে তুমি, আমার প্রতিভা (খানিক ছিল তা, আর
অল্পও নয় — সমালোচনার দাম যদি কিছু থাকে)
বৃথা অপচয়ে নষ্ট হবার সুযোগ দিয়েছি তার,
নকল তুচ্ছ আজেবাজে কাজে ভাড়া খাটিয়েছি তাকে।

দোষারোপ বুঝি অখণ্ডনীয়, হয়তো সত্য সবই;
উপায় তো নেই প্রতিবাদ করি, তোমার কথাই মানি:
হয়তো সত্যি তুমি একজন সর্বঘটের কবি
আর আমি শুধু পদ্যলেখক ঘটনাচক্রে, জানি।

যদি-বা সত্য তোমার ও-কথা, আমার পরোয়া নেই;
কচি খুকীদের খাতা-এ্যালবাম খুঁজলেও তুমি কোনো
পাবে না কোথাও আমার কবিতা একটিও পাতাতেই,
গোটা দূরে থাক, এমন কি নেই একক চরণও, শোনো।

হেন দৃশ্যও পাবে না দেখতে তুমি কোনো মজলিসে —
গানবাজনার হল্লা থামলে পানোৎসবের মাঝে

мой грубый стих томительно споет
плешивый гость притихшей вечеринки.

Помилуй бог! — я вовсе не горжусь,
а говорю не без душевной боли,
что, видимо, не очень-то гожусь
для этакой литературной роли.

Я не могу писать по пустякам,
как словно бы мальчишка желторотый,
иная есть нелегкая работа,
иное назначение стихам.

Меня к себе единственно влекли —
я только к вам тянулся по наитью,
великие и малые событья
чужих земель и собственной земли.

Не так-то много написал я строк,
не все они удачны и заметны,
радиостудий рядовой пророк,
ремесленник журнальный и газетный.

Мне в общей жизни, в общем, повезло,
я знал ее и крупно и подробно.
И рад тому, что это ремесло
созданию истории подобно.

টেকো কোনো লোক চকচকে মুখে মৃদু মিঠে ফিস্‌ফিসে
রুক্ষ কঠোর কবিতা আমার পড়ছে ক্লান্ত সাঁঝে।

দোহাই বিধির! সত্যি বলছি, গর্ব আমার নেই;
আমার একথা নয় ক' মোটেই দুঃখের রেশ ছাড়া —
যথার্থ বটে, সে-রকম কাজে পারি নি তো লাগতেই
সাহিত্যিকের ঐ ভূমিকায় নামা স্বপ্নেরও বাড়া।

এটা-ওটা নিয়ে লোভন ললিতে আমি তো পারি নি লিখতে,
ও-কাজ থাকুক তাদেরই জন্যে একালের কবি যারা,
আমার কাজ তো অন্যরকম — সবাই পারে না শিখতে,
আমি চাই যেতে অন্য লক্ষ্যে আমার কবিতা দ্বারা।

আমাকে যা টানে কবিতার দেশে, যা নিয়ে জীবনপাত,
গভীর মননে বোধ করি যাকে গভীর সংবেদনে
তা শুধু কেবল ছোটোবড়ো নানা ঘটনার অভিঘাত
সোভিয়েত ভূমে কিংবা হোক না ভিন্‌দেশে, জনগণে।

অযুত চরণ লিখি নি তো জানি যেমন তোমরা চাও,
হয়তো-বা নয় তারও বহুকিছু সার্থক কবিকৃতি;
বেতারপ্রচারে পদ্যলেখক সাধারণ, ভেবে নাও,
অথবা কাগজে মাসিকপত্রে লিখি ব'লে যথারীতি।

সত্যি বলতে জীবন আমার আনন্দঘন মানি,
চিনি আমি তাকে গূঢ় বিশ্বাসে, তাহার সকল গতি;
আমি খুশি, তার কারণও সেখানে: আমার শিল্প, জানি,
রচে অবিরাম সঙ্গীতি রেখে ইতিহাসপদ্ধতি।

Карман

На будних потертых штанишках,
известных окрестным дворам,
у нашего есть у мальчишки
единственный только карман.

По летне-весенним неделям
под небом московским живым
он служит ему и портфелем
и верным мешком вещевым.

Кладет он туда без утайки,
по всем закоулкам гостя,
то круглую темную гайку,
то ржавую шляпку гвоздя.

Какие там к черту игрушки —
подделки ему не нужны.
Надежнее комнатной пушки
помятая гильза войны.

И я говорю без обмана,
что вы бы нащупать смогли

পকেট

কাপড়চোপড়ে ছিরি নেই কোনো, তবু
ও-ছেলেটি প্রিয় লোকজন সবাকার;
কোনো কিছুতেই নয় ক' সে জবুথবু,
একটি মাত্র পকেটই প্যাণ্টে তার।

গ্রীষ্মে শরতে প্রত্যহ সাথী যেটা —
সে-পকেট যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার:
স্যুটকেস থলি একাধারে সব সেটা
অথবা ট্যুরিস্ট রুকস্যাক কাঁধে যার।

বিনা সঙ্কোচে যা পায় সেথা সে রাখে --
অন্তত তাই বলে থাকে এরা-ওরা —
রাখছে কখনো বল্টুর প্যাঁচটাকে,
কখনো আবার পেরেক মরচে-ধরা।

বাহারে খেলনা কিছুই ওখানে নেই —
ও-সব তেমন পছন্দ তার নয়।
রাইফেলী গুলি কার্তুজখোলকেই
মূল্য সে দ্যায়, ওগুলোই সেথা রয়।

সত্যি বলছি, লুকোই নি কিছু মনে,
যদি তুমি পারো নিও সংবাদ খাঁটি:

в таинственных недрах кармана
ребячую горстку земли.

Ты сам, мальчуган краснороткий,
в своей разобрался судьбе:
пусть будут земля и работа —
и этого хватит тебе.

দেখবে, রয়েছে ওর পকেটের কোণে
এমন কি আরো একমুঠো ধুলোমাটি।

দেখছি ছোকরা, বুদ্ধি তো বেশ ধরো,
চিনেছ তোমার ভাগ্যলিপির মার:
ধরিত্রী মাটি, শ্রমেরে মান্য করো —
জেনে গেছ তুমি কঠিন সত্য সার।

Столовая на окраине

Люблю рабочие столовки,
весь их бесхитростный уют,
где руки сильные неловко
из пиджака или спецовки
рубли и трешки достают.

Люблю войти вечерним часом
в мирок, набитый жизнью, тот,
где у окна стеклянной кассы
теснится правильный народ.

Здесь стены вовсе не богаты,
на них ни фресок, ни ковров —
лишь розы плоские в квадратах
полуискусных маляров.

Несут в тарелках борщ горячий,
лапша колышется, как зной,
и пляшут гривенники сдачи
перед буфетчицей одной.

Тут, взяв, что надо из окошка,
отнюдь не кушают — едят,

শ্রমিকের ক্যাণ্টিন

ভালোবাসি আমি ক্যাণ্টিন শ্রমিকের
প্রলোভনহীন আরামের জায়গা,
সেখানে কঠিন দৃঢ় হাত শ্রমিকের
খোঁজে অ্যাপ্রন অথবা কোটের বুক
বের করে আনে শ্রমের মূল্যে টাকা।

ভালো লাগে যেতে সাঁঝের বেলায় সুখে
ছোট্ট ভুবনে — জমাট জীবন সেথা,
জানালার পাশে কাউণ্টারের মুখে
দাঁড়িয়ে কাতারে সাদাসিধে লোক যেথা।

ঘরের দেয়াল জমকালো নয় মোটে —
ফ্রেস্কোও নেই, নেই মখমলও কোনো;
সাদামাটা ফুল গোলাপ হয়তো ফোটে
পেয়ালার গায় — সেও সাধারণ, শোনো।

প্লেটের উপরে সব্জীস্যুপের ধোঁয়া,
কোনোটায় আছে সিমাইয়ের তরকারি;
খুচরো পয়সা হাতের আলতো ছোঁয়া
নাচায় তন্বী অন্নপূর্ণা নারী।

কাউণ্টারের ফোকর গলিয়ে নেয়
খাদ্যবস্তু শ্রমিক জনতা বীর,

и гнутся слабенькие ложки
в руках окраинных девчат.

Здесь, обратя друг к дружке лица,
нехитрый пробуя салат,
из магазина продавщицы
в халатах синеньких сидят.

Сюда войдет походкой спорой,
самим собой гордясь в душе,
в таком костюмчике, который
под стать любому атташе,
в унтах, подвернутых как надо,
с румянцем крупным про запас,
рабочий парень из бригады,
что всюду славится сейчас.

Сюда торопятся подростки,
от нетерпенья трепеща,
здесь пахнет хлебом и известкой,
здесь дух металла и борща.

Здесь все открыто и понятно,
здесь все отмечено трудом,
мне все близки и все приятны,
и я не лишний за столом.

দস্তা-চামচ নড়ে চড়ে অব্যয়
আঙুলের ফাঁকে স্বাস্থ্যল রমণীর।

এখানে সবাই মুখোমুখি বসে এসে,
সরল ভঙ্গে সবুজ সালাদ চাখে;
ভিন্ দোকানের পসারীণিরাও শেষে
অ্যাপ্রন পরে টেবিলে আহার রাখে।

কদাচ হয়তো বাহারে চালের যুবা
আসে ক্যান্টিনে, আত্মতৃপ্ত মুখে,
পোষাকটি তার বলিহারি অপরূপা
লজ্জা দেবেই রাজন্যকেই সুখে;
নাক-তোলা জুতো লম্বা মানানসই,
মুখেতে লালিমা গালে চেকনাই ঝরে —
সেও তো শ্রমিক: বয়েছে শ্রমের মই
উঠেছে শীর্ষে খ্যাতির সোপান ধরে।

তরুণের ঝাঁক আসে তড়িঘড়ি করে —
ঝটতি চাই যে রাত্রির পানাহার;
চুনকাম ঝাঁঝ, রুটির সুরভি ভরে
ধাতব পাত্র, স্যুপের গন্ধভার।

খোলামেলা সব, স্বচ্ছ এখানে সবই,
সব কিছুতেই শ্রমের মূল্য রটে;
সবাই আপন, সহজ এখানে সবই, —
সোদর আমিও, অনাহূত নই বটে।

ইয়েভ্‌গেনি ইয়েভ্‌তুশেন্‌কোকে (জন্ম ১৯৩৩)আধুনিক সোভিয়েত কবিদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় বলা চলে। বিশেষভাবে ছাত্র ও তরুণ সমাজে তিনি সর্বাধিক সমাদৃত। সামাজিক দায়িত্ব সম্পাদনের চেতনা তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে উপস্থিত; চরিত্রে তাঁর কবিতা প্রচারধর্মী এবং সমকালীন নানান জরুরী সমস্যা তাঁর কবিতার উপজীব্য। অথচ সেই সঙ্গে তা আবার অপূর্ব গীতিময়তায় আত্মিক স্বীকারোক্তিও। বহু জায়গা ঘুরেছেন তিনি: ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার বহু দেশে তিনি গেছেন। বুর্জোয়া সংবাদপত্রজগৎ এক সময়ে তাঁর যৌবনোচিত বিদ্রোহকে পশ্চিমের "রাগী" ছোকরাদের বৈরী মনোভাবের সমধর্মী হিসেবে দেখাতে চেয়েছিল। ইয়েভ্‌তুশেন্‌কো নিজেই এহেন প্রতিতুলনাকে নাকচ করে দিয়েছিলেন। বিপ্লবী ধ্যানধারণা ও বাণীর তিনি একনিষ্ঠ ও উৎসাহী প্রবক্তা। নিজস্ব ছন্দের উদ্ভাবক ইয়েভ্‌তুশেন্‌কো মায়াকভ্‌স্কির কিছু কিছু কাব্যকৌশলের আরো পরিণতি সাধন করেছেন।

ইয়েভ্‌গেনি ইয়েভ্‌তুশেন্‌কো

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

* * *

М. Бернесу

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей,
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей.
Спросите у жены моей.
И вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

* * *

মার্ক বের্নেসকে

এ কি সম্ভব? রুশীরা যুদ্ধ চায়?
ভূর্জবৃক্ষ, পপলার বীথিছায়
মাঠেপ্রান্তরে দেখো জিজ্ঞেস করে
যে-নৈঃশব্দ্য ছড়ানো তাদের 'পরে।
জিজ্ঞেস করো মৃত সৈনিকে, যারা
ভূর্জগাছের তলে শুয়ে আছে; শোনো —
দেবে উত্তর তাদেরি বংশধারা,
চেয়েছিল না কি রুশীরা যুদ্ধ কোনো?
সৈন্যেরা মৃত যুদ্ধের তাণ্ডবে —
সে তো নয় শুধু স্বদেশরক্ষাভার
মর্তভূমিতে বেঁচে থেকে যাতে সবে,
শান্তিতে পারে একটু ঘুমাতে আর।
পাতামর্মর, নিয়ন রঙিন জ্যোতি
লইয়া ঘুমায় ন্যু ইয়র্ক-পারী সবে,
উত্তর দিক তারই যত সন্ততি
রুশীরা যুদ্ধ চেয়েছিল বলি কবে?
লড়তে আমরা নিশ্চয়ই জেনো পারি
কিন্তু চাই না — দেশের মাটিতে ফের
বাধুক লড়াই, মরুক সৈন্য ঢের,
সকলের চোখে ঝরুক দুঃখবারি।
যদি চাও তবে জিজ্ঞেস করো মাকে,
স্ত্রী-ভগিনী যেমন ইচ্ছে যাকে —
তাদের কথাতে বুঝতে পারবে, শোনো,
চেয়েছিল না কি রুশীরা যুদ্ধ কোনো!

Сопливый фашизм *

Финляндия,
страна утесов,
чаек,
туманов,
лесорубов,
рыбаков,
забуду ли,
как, наш корабль встречая,
искрилась пристань всплесками платков,
как мощно пела молодость над молом,
как мы сходили в толкотне людской
и жали руки,
пахнувшие морем,
автолом
и смоленою пенькой!..
Плохих народов нет.
Но без пощады
я вам скажу,
хозяев не виня:
у каждого народа —
свои гады.

---

* Стихотворение написано в связи с провокационными выступлениями правых сил на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 году.

শিকনিঝরা ফ্যাশীবাদ*

ফিনল্যান্ড!
তুমি গাংশালিকের
আর শৈলশিরার দেশ,
দেশ কুয়াশার,
কাঠুরিয়া
আর জেলেদের,
কখনো কি ভুলবো সেই —
আমাদের জাহাজ দেখে
জেটি ঝলমল করেছিল কেমন নিশানে রুমালের,
কী বিক্রমেই না গান গেয়েছিল তরুণেরা জেটির বাঁধে দাঁড়িয়ে
আর ভিড় কেটে কেটে এগিয়েছিলাম আমরা,
করমর্দনে ঝাঁকিয়েছিলাম তাদের হাত সমুদ্রের গন্ধভরা,
গ্রীজমাখা,
রঞ্জনের গন্ধে ম-ম করা হাত!..
না, বজ্জাত জাত বলে কিছু নেই।
কিন্তু মায়া না করে একটুও
আমি বলছি তোমাকে, শোনো,
আমাদের নিমন্ত্রকের দোষ নেই কোনো;
সব জাতিতেই, সব কোঁচার ভিতরেই
আছে ছুঁচো।

---

* ১৯৬২ সালে হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত ৮ম বিশ্ব যুব সম্মেলনে দক্ষিণপন্থীদের তীব্র উস্কানিমূলক তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাটি রচিত। — সম্পাঃ

Так я про гадов.
Слушайте меня.
Пускай меня простят за это финны,
как надо называть,
все назову.
Фашизм я знал по книгам
и по фильмам,
а тут его увидел наяву.
Фашизм стоял,
дыша в лицо мне виски,
у бронзовой скульптуры Кузнецов.
Орала и металась в пьяном визге
орава разгулявшихся юнцов.
Фашизму фляжки подбавляли
бодрости.
Фашизм жевал с прищелком чуингам,
швыряя в фестивальные автобусы
бутылки,
камни
под свистки и гам.
Фашизм труслив был в этой стадной
наглости.
Он был соплив,
прыщав
и белобрыс.
Он чуть не лез от ненависти
на стену
и под плащами прятал дохлых крыс.
Взлохмаченный,
слюнявый,
мокролицый,
хватал девчонок,
пер со всех сторон
и улюлюкал ганцам
и малийцам,

হ্যাঁ, তবে শোনো,
বলি কেত্তনের কথা সেই।
কানাকে যদি
বলি কানা
ফিনরা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে আমাকে।
ফ্যাশীবাদ কী — জেনেছি বই পড়ে আর ফিল্ম দেখে
আর এখানে দেখলাম পুনর্জাগ্রত তাকে।
উঠে দাঁড়িয়েছে ফ্যাশীবাদ,
কামারের ব্রোঞ্জমূর্তির পাশে,
নিঃশ্বাসে হুইস্কির গন্ধ ঝাড়ে আমার মুখে,
ভবঘুরে ছেলেছোকরাদের ভিড়
মাতালের হল্লা, মাতলামো ছড়াচ্ছে মুখে।
ফ্যাশীবাদে নব উৎসাহ দিচ্ছে বোতলমহিমা।
সশব্দে চুইংগাম চিবুচ্ছে ফ্যাশীবাদ,
উৎসবমুখরিত আমাদের বাস যেতে দেখে
ছুঁড়ে মারে বোতল
কি পাথর
হট্টরোলে শিসে করে বাজীমাৎ।
প্রগল্‌ভতার দঙ্গল হলে কী হয়
তবু ভয়কাতুরে ফ্যাশীবাদ।
ওর নাকে পোঁটা,
মুখে ব্রণ,
ভরা দাগ শ্বেতীর।
ঘৃণাতেই আছে মুখ ফিরিয়ে চিরকাল
গোপনে লুকোয় মরা ছুঁচো আড়ালে বর্ষাতির।
উষ্কোখুষ্কো চুল,
লালা ঝরছে মুখে,
চটচটে ভেজা মুখ,
খাবলাচ্ছে সে মেয়ে পেলেই,
ঠেসে ধরছে গতর দিয়ে,
আর দুয়ো দিচ্ছে মালি আর ঘানার আফ্রিকানকে,

французам,
немцам,
да и финнам он.
Он похвалялся показною
доблестью,
а сам боялся где-то в глубине
и в рок-н-ролле или твисте
дергался
с приемничком,
висящим на ремне.
Эх, кузнецы,
ну что же вы
безмолвствовали?!
Скажу по чести —
мне вас было жаль.
Вы
подняли бы бронзовые молоты
и разнесли бы в клочья эту шваль!
Бесились,
выли,
лезли вон из кожи,
на свой народ пытаясь бросить
тень...
Сказали мне —
поминки по усопшим
Финляндия справляет в этот день.
Но в этих подлецах,
пусть даже юных,
в слюне их истерических речей
передо мною ожил «Гитлерюгенд» —
известные всем ясли палачей.
«Хайль Гитлер!» —
в крике слышалось истошном.

জার্মান
আর ফরাসীকে
আর, হ্যাঁ, এমন কি ফিন তোমাকেও।
প্রশংসা করছে সে লোকদেখানি সাহসকে
আর ভিতরে ভিতরে নিজে মরছে ভয়ে
হয় রক-ন্-রোল নয় টুইস্টে ছিটকে
নাচে সে
বেল্টে ঝোলা
ট্রানজিস্টারী বাজনার তালে।
হায়রে, কামার ভাইরা,
কী করে আছ এমন চুপটি করে?!
দুঃখ হচ্ছে তোমায় দেখে —
বলছি দিব্যি করে,
তোমরা তুলে
ঐ ব্রোঞ্জ-হাতুড়ি ক'টা
হতচ্ছাড়াদের যদি এক ঘায়ে দিতে সাবাড় করে!
ক্ষেপে ওঠে,
গোঙায়
আর চুল ছেঁড়ে মাথার,
স্বজাতির মুখে কালি ছোঁড়ার চেষ্টায় বিরতিহীন তারা...
আমাকে বলেছে সবাই —
মৃতের অন্ত্যেষ্টি
পালন করেছিল সেদিন ফিনল্যান্ড সারা।
কিন্তু এসব বদমাইশদের,
— হোক না তারা ছেলেছোকরা —
তাদের লাল-ঝরানো বকবকানি হিস্টিরিয়ার
টেনে আনলো ফের "হিটলারয়ুগেন্ড" —
জল্লাদের পাঠশালা সেই না জানা কার!
"হাইল হিটলার!" —
বুক-কাঁপানো শোনা গেল সেই চিৎকার।

Так вот кто их родимые отцы!
Так вот поминки по каким усопшим
хотели справить эти молодцы!
Но не забыть,
как твердо,
угловато
у клуба «Спутник» —
прямо грудь на грудь —
стеною встали русские ребята,
как их отцы,
закрыв фашизму путь.
«Но — фестиваль!» —
взвивался вой шпанья,
«Но — коммунизм!» —
был дикий рев неистов.
И если б коммунистом не был я,
то в эту ночь
я стал бы коммунистом!

বুঝলে তো এখন কে তাদের আসলি বাপ।
এভাবেই বটে মৃত সৎকার
করল ওরা তরুণ সমাজ!
তবু ভুলবো না কখনো:
                    কী সুকঠিন
                              দৃঢ়চিত্তে —
সেই "স্পুৎনিক" ক্লাবে কোনাকুনি —
                              বুক ফুলিয়ে সামনাসামনি
দাঁড়িয়েছিল বটে রুশী ছেলেরা,
তাদের বাপ-দাদাদেরই মতো,
                    ফ্যাশীবাদের পথ রুখে।
"নো ফেস্টিভাল!" —
                    যুদ্ধংদেহি চেঁচিয়েছিল বদমাইশরা,
উঠেছিল ক্রোধের বুনো গর্জন —
                              "নো কমিউনিজম!"
কমিউনিস্ট যদি-বা নাও হতাম — শোনো বলি —
ঐ রাত্রেই তবে দীক্ষা নিতাম
                    হতাম কমিউনিস্ট নিঃসন্দেহে!

Зависть

Завидую я.
Этого секрета
не раскрывал я раньше никому.
Я знаю,
что живет мальчишка где-то,
и очень я завидую ему.
Завидую тому,
как он дерется, —
я не был так бесхитростен и смел.
Завидую тому,
как он смеется, —
я так смеяться в детстве не умел.
Он вечно ходит в ссадинах и шишках —
я был всегда причесанней,
целей.
Все те места,
что пропускал я в книжках,
он не пропустит.
Он и тут сильней.
Он будет честен жесткой прямотою,
злу не прощая за его добро,
и там, где я перо бросал:
«Не стоит...»—

ঈর্ষা

আমার ঈর্ষা তোকে।
কাউকে আমি আর
বলি নি এ গোপন কথা।
জানি আমি,
আছিস তুই কোথাও কোনোখানে
ছিন্নবাধা বালক, আর আমি — ঈর্ষা করি তোকে।
ঈর্ষা, কেননা —
সংগ্রামে সাহসী তুই,
অতখানি সাহসী বা অকপট আমি নই।
ঈর্ষা, কেননা —
কী অপরূপ তুই হাসিস,
অমন হাসি এমন কি শৈশবেও কখনো হাসি নি।
চিরটাকাল তোর গায়ে জখমী কাটাছেঁড়া দেখি, —
আর ঠিকঠাক যথারীতি আমার টেরি,
ফুলবাবু সর্বদা।
কোনো বই পড়তে পড়তে
যেখানে ছেড়ে যাই আমি,
তুই তাকে ধরিস ঠিক।
ঐখানে তোর জেদ।
নির্ভীক তুই অকপট সারল্যে,
কোনো মালিন্য স্পর্শ করে না তোকে,
আর আমি যেখানে হাল ছেড়ে দিই,
কলম ফেলে দিয়ে বলি: “হলো না...” —

он скажет:
«Стоит!» —
и возьмет перо.
Он, если не развяжет,
так разрубит,
где я ни развяжу,
ни разрублю.
Он, если уж полюбит,
не разлюбит,
а я и полюблю,
да разлюблю.
Я скрою зависть.
Буду улыбаться.
Я притворюсь, как будто я простак:
«Кому-то же ведь надо улыбаться,
кому-то же ведь надо жить не так...»
Но сколько б ни внушал себе я это,
твердя:
«Судьба у каждого своя...»,
мне не забыть, что есть мальчишка где-то,
что он добьется большего, чем я.

বলে উঠিস তুই:
"হবে নিশ্চয়ই!" —
কলম নিস তুলে।
গিঁট খোলা না গেলে
কাটিস তুই তাকে ছুরিতে,
এদিকে আমি — না পারি খুলতে
না পারি কাটতে।
প্রেমের ফাঁদে যদি পড়িস
চিরঞ্জীব হয় সেই প্রেমই,
আর আমি প্রেমিকও যেমন
প্রেমকে হত্যাও করি তেমনি।
ঠিক আছে, দ্যাখ, ঈর্ষা ছেড়ে দেবো।
হাসি লটকাবো মুখে।
ভান করবো যেন আমি নেহাত গো-বেচারা:
"কারই বা দরকার এ-হাসি আমার,
এভাবেতে বেঁচে থাকা কারই বা দরকার..."
কিন্তু যতই না আমি বোঝাই নিজেকে নিজেকে একথা,
বলি বারংবার:
"সকলেরই কপাল নিজের কাছে বাঁধা...",
তবু, ভুলতে তো পারি না তোকে, যেখানেই তুই থাক,
কেননা আমার চেয়ে বেশি তোরই হাতে এই ভুবনের ভার।

গত বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে রুশ কাব্যজগতে যে কয়েকজন অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন কবি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ইয়েভ্‌গেনি ভিনোকুরভ (জন্ম ১৯২৫) অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন। যুদ্ধশেষে তিনি সাহিত্য ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং ১৯৫১ সালে সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম ছিল: "মানুষের কর্তব্য"। গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে কবি তাঁর নায়কের মানসিক বিকাশের পরিপূর্ণতালাভের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বকালের জীবনধারাকে চিত্রিত করেছেন। পারিপার্শ্বিক জীবনের যথাযথ দার্শনিক প্রতিবর্ণনের সাথে পরিহাস ও প্রতীকধর্মিতা মিলিয়ে ভিনোকুরভ তাঁর কাব্যদেহ নির্মাণ করেছেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে রচিত তাঁর গ্রন্থাবলী — "মর্তভূমি", "সঙ্গীত" এবং "কুশীলব" — আধুনিক মানুষের আবেগ, অনুভব ও ভাবনাচিন্তার এক কাব্যমণ্ডিত বিশ্বকোষ যেন, নমনীয় ও বহুমাত্রিক বাক্‌প্রতিমার আবরণে তা এক গভীর মনোবিশ্লেষণ।

ইয়েভ্গেনি ভিনোকুরভ

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

* * *

Кто только мне советов не давал!
Мне много в жизни выдалось учебы.
А я все только головой кивал:
— Да, да, конечно! Ясно! Ну, еще бы!..

Поднявши перст,
                        кто только не держал
Меня за лацкан!
                        — Да, ага, понятно!
Спасибо! Ладно!
                        — Я не возражал:
Ну что мне стоит.
                        А ведь им приятно...
— Да, да, согласен! Ой ли! Ей-же-ей!
Ну да, пожалуй! Вы правы, не скрою...

Чем больше слушал я учителей,
Тем больше я хотел быть сам собою.

* * *

উপদেশ মোরে দেয় নি এমন কেউ কি রয়েছে বাকি!
সুযোগ হয়েছে সারাটি জীবন বহু কিছু শিখবার।
মাথা নেড়ে নেড়ে অনন্যোপায়ে বলেছি কেবল আর:
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! বুঝতে পেরেছি! বটে, বটে তাই না কি!.."

শূন্যে উঁচিয়ে রেখে তর্জনী
কে না ধরেছে চেপে
দু'হাতে কোটের কলার! বলেছি
যেন ঠিক গোরুচোরা:
"সত্যি তো বটে! শুকরিয়া, ভাই!"
বলেছি বুদ্ধি মেপে
এড়িয়ে তর্ক। ক্ষতি কী-বা মোর?
ওদিকে — খুশি তো ওরা...
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! সত্যিই না কি? অবাক মানছি, ভাই!
অবশ্য কি না! বলেছেন ঠিকই... আচ্ছা, দেখি তো... ছাই!.."

কানেতে আমার ঢুকেছে যতই ওসব গুরুর বাণী,
শিখেছি চলতে তত বেশি করে নিজেকেই গুরু মানি।

* * *

Поэт бывал и нищим и царем.
Морским бродягой погибал на море.
Ушастым клерком он скрипел пером,
Уныло горбясь за полночь в конторе.
Повешен был за кражу, как Вийон.
Придворный, в треуголке, при параде,
Он фрейлин в ручку чмокал, умилен,
И с песней умирал на баррикаде.
Слепец брел рынком. Гусли. Борода.
По звонким тропам мчался по Кавказу.
Но кем бы ни бывал он, никогда
Ни в чем не изменил себе ни разу.

* * *

কবি হতে পারে: গরিব অথবা দুঁদে,
সুনীল সাগরে ভবঘুরে দস্যু, কি
মাঝরাত তক টেবিলের 'পরে ঝুঁকে
জাবদা ভরানো খস্‌খস্‌ মসিজীবী,
অথবা চৌর্যে ফাঁসিকাঠে ঝোলে ভিলোঁ*
কিংবা বিলাসী পোষাকে সাজিয়ে দেহ
জড়ায়ে প্রেয়সী উদ্দাম নাচে কেহ,
মরে কোনো কবি নিয়ে বিদ্রোহী গোঁ;
শ্মশ্রুল কবি অন্ধ বাজায় বীণ,
গিরিসংকটে বাজে কার পদপাত—
যা কিছুই ছিল তারা, শিল্পের ঋণ
তবু শুধিয়াছে, সেখানে ছিল না খাদ।

---

* ফ্রাঁসোয়া ভিলোঁ (১৪৩১-আনুঃ ১৪৬৩) — ফরাসী কবি। — অনুঃ

* * *

Крестились готы. В водоем до плеч
Они входили с видом обреченным.
Но над собой они держали меч,
Чтобы кулак остался некрещеным.
Быть должен и у кротости предел,
Что б заповедь смиренья ни гласила...
И я кулак бы сохранить хотел.
Я буду добр. Но в нем пусть будет сила.

* * *

বিশ্বাসী আঁকে ক্রস। ঢালে দেহে পূতবারি
মুখ দেখে তার বটে মনে হয় অনুতাপী।
চুকিলে ও-ঝঞ্ঝাট ঝলে হাতে তরবারি,
হাতের মুষ্ঠি তার নয় যে পুণ্যযাপী!
বিনয় হিতোপদেশ যে-কিছু শাস্ত্রে কয়
যতই মহান হোক তারও তো সীমানা থাকে...
তাই তো জানাতে চাই বজ্রমুঠির ভয় —
যদিও করুণা প্রাণে, তবু তা শক্তি রাখে।

Музыка

Стихия музыки — могучая стихия,
Она чем непонятней, тем сильней.
Глаза мои, бездонные, сухие,
Слезами наполняются при ней.
Она и невидна, и невесома,
И мы ее в крови своей несем...
Мелодии всемирная истома,
Как соль в воде, растворена во всем.
Покинув помещенья нежилые,
Вселившись в дом высокий, как вокзал,
Все духи музыки — и добрые и злые —
Безумствуют, переполняя зал.
Сурова нитка музыкальной пьесы—
Верблюд, идущий сквозь ушко иглы.
Все бесы музыки, все игровые бесы,
Играючи, хотят моей игры.
Есть в музыке бездумное начало,
Призыв к свободе от земных оков.
Она не зря лукаво обольщала.
Людей на протяжении веков.
Вакханки в исступлении зверели,
В поля бежали, руки заломив,
Лишь только на отверстия свирели

সঙ্গীত

সঙ্গীতমধুরিমা — শক্তির উদ্‌গাতা,
অমোঘতা আরো বাড়ে বোঝা নাহি গেলে তারে।
আমার চোখের দুটি অতল, শুষ্ক পাতা
গানের মোহন সুরে উচ্ছলে জলভারে।
দেখা তো যায় না চোখে এবং সে নির্ভার
দৃষ্টি আড়ালে রহি' বহে প্রশিরার খাতে;
বিষাদ বিশ্বপ্লাবী সে সুরমূর্ছনার —
লবণ যেন-বা জলে — মেশে গিয়ে সবটাতে।
জনহীন গৃহ ছেড়ে যায় সে যেখানে বসে
সহৃদয়হৃদি লোকে বিশাল প্রাসাদকোণে,
গানের আত্মা সেই — করুণ রুদ্র রসে
ভবন ভরিয়া তোলে, উন্মাদ শ্রোতাজনে।
নাট্যগীতের সুরে যাহা কিছু গ্রন্থিত —
যেন গলে যায় উট সূচের ছিদ্র দিয়ে —
সঙ্গীতে অশরীরী, যা-কিছু অপার্থিব
ছড়ায় মোহন খেলা, খেলে আমাদের নিয়ে।
সঙ্গীতে বাজে বটে অকস্মাতের বীণ,
পৃথিবীর বাধা ছিঁড়ে মুক্তির আহ্বান;
শত শত যুগ ধরে সে কভু হয় নি ক্ষীণ
হয় নি কখনো বৃথা তার সে মোহিনী টান।
শবর-শবরী যত মত্ত পানোৎসবে,
আলুথালু ছোটে তারা কুঞ্জবনের পানে;
যখনি অর্ফিয়াস বাঁশি নিয়ে হাতে কবে

Орфей клал пальцы, заводя мотив.
Но и сейчас, когда оркестр играет
Свою неимоверную игру,
Как нож с березы, он с людей сдирает
Рассудочности твердую кору.

মহাসঙ্গীত আনে আঙুলের মহাটানে।
এখন কিন্তু দেখ, সিম্ফনি-মত্ততা
অবিশ্বাস্য ছোটে সুরের উথাল বান,
ভূর্জ গাছের ছাল ছুরিতে ছাড়ায় যথা,
মোদের অহং যত ছাড়ায় তেমনি গান।

সোভিয়েত জর্জিয়ার আধুনিক কবিদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ইরাক্লি আবাশিদ্‌জে (জন্ম ১৯০৯)। ত্‌বিলিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা বেরোয় ১৯২৮ সালে। তিরিশের দশকে তাঁর কবিতায় যে আশাবাদী, একাগ্রচিত্ত সুর ধ্বনিত হয়েছিল ("নতুন কবিতা", ১৯৩৮) তা যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধকালীন সময়ে বীরত্বগাথা হিসেবে প্রতিভাত হয়। তাঁর কবিকৃতির তুঙ্গ স্পর্শ করে আছে ষাটের দশকে লেখা তাঁর কবিতাবৃত্ত "শোতা রুস্তাভেলি" ও তারই অনুবর্তী কবিতা "প্যালেস্টাইন, প্যালেস্টাইন"। "রুস্তাভেলির মুখ দিয়ে" কবি সেখানে প্যালেস্টাইনের হোলি ক্রস মঠে, যেখানে মহান এই জর্জীয় কবি ও দীক্ষাগুরু মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁর স্বীকারোক্তি দ্বারা পাপক্ষালন করছেন। পড়লে মনে হয় প্রাচীন এই মহাকবির কণ্ঠস্বর যেন মৃতের জগৎ থেকে ফিরে এসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সেই কণ্ঠ প্রহৃত হচ্ছে মঠের দেয়ালে-দেয়ালে, জলপাইকুঞ্জে, মঠের নিরঞ্জন কক্ষে, মৃত সাগরের তীরে। বহু শতাব্দী পার হয়ে আমাদের কানে এসে পেঁছুচ্ছে কবির সুললিত বাণীমাধুরী: প্রেম, দেশের প্রতি আনুগত্য এবং আশার অঙ্গীকার।

ইরাক্লি আবাশিদ্‌জে

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

Поэтам Индии

Не хочу враждовать
Я ни с кем в этом мире.
Но хочу побывать
На большой мушаире.

Кровь пока не стара,
Сердце бьется, как птица,
Я хочу у костра
С вами песней сразиться.

Чтоб в словах огневых
Было больше накала,
Чтоб услышали их
Возле стен Тадж-Махала,

Чтобы круг был не тесен
При луне до рассвета...
На сражение песен
Выводите поэтов!

Мы на вашей земле
Нашу бурку расстелем,

ভারতী কবিদের উদ্দেশে

চাইনে আমি দুঃখ দিতে
কারেও, সখা, এ দুনিয়ায়,
ইচ্ছে কেবল অংশ নিতে
মস্ত একটা মুশায়রায়।

নবীন তেজে রক্ত নাচে,
চিত্ত দোলে পাখির প্রায়,
বসবো গিয়ে ধুনির কাছে
কবিগানের মত্ততায়।

অগ্নিভরা ফুটবে কথা —
নাচবে যেন লেলিহান;
শুনবে সবে কথকতা,
তাজমহলও শান্ত প্রাণ।

চন্দ্রাতপা রাত্রিতলে
সম্মোহিত চতুর্দিক,
সঙ্গীতের ছন্দোরোলে
কবির দল নির্নিমিখ!

ভারতভূমির মৃত্তিকায়
বুর্কা*, সখা, পাতবো মোরা;

---

* বুর্কা — ককেশাস অঞ্চলে পাহাড়ীদের পরিধেয় মেষচর্মে প্রস্তুত একপ্রকার কোট। — সম্পাঃ

В лунной сказочной мгле
Стрелы песен нацелим.

Оживут наши думы
От сердечного жара,
Выводите Махмуда,
Выводите Сардара!

Никому не грозя,
Стрелы скрестятся в выси,
Выводите, друзья,
В бой Ахмада Фаизи.

Через лунную мглу
Жарким солнечным словом
Вместе грянем хвалу
Вашей Индии новой.

Воспоем красоту
Ваших девушек милых
И волшебницу ту,
Что меня опьянила.

Дружбой сердце согрев,
Для Тбилиси и Дели
Грянет хинди напев
И язык Руставели...

Не хочу воевать
Я ни с кем в этом мире,
Лишь хочу побывать
На большой мушаире.

কুহকভরা পূর্ণিমায়
বইয়ে দেবো গানের ঝোরা।

প্রাণের ভাপে ভালোবাসায়
চিত্ত ওগো উঠবে ভরে,
মাহমুদেরে ডেকে নি' আয়,
সরদারও ঠিক আসবে ওরে।

হিংসা কারে করি নে ভাই
অস্ত্রবাণের নই তো কবি
বন্ধু এসো, শুনতে যাই —
ফয়েজ আহ্‌মদ বলছে ও কী।

চাঁদনী রাত স্বপ্নঝরা
দীপ্ত চিতে গানের ধুয়ো —
কলকণ্ঠে গাইছি মোরা:
মহান নবীন ভারত জীয়ো!

তোদের নিয়ে বাঁধবোরে গান
রূপের ডালি সুন্দরীরা,
মাতাল হলো আমার এ প্রাণ —
ফাঁদ পেতেছিস মোহিনীরা।

বুকের মাঝে, শোন সহেলী,
দূর ত্‌বিলিসি, দিল্লী আর —
হিন্দী সাথে রুস্তাভেলি
শায়েরি মিলে একাকার।

চাইনে আমি দুঃখ দিতে
কারেও, সখা, এ দুনিয়ায়,
চাইছি শুধু অংশ নিতে
মস্ত একটা মুশায়রায়।

সোভিয়েত মহিলা-কবি ইরিনা অজেরভার জন্মস্থল ভরোনেঝ শহর পিটার দি গ্রেটের নৌবাহিনী পত্তনের জন্য আজও বিখ্যাত। মধ্য রাশিয়ার ভূপ্রকৃতির সাথে কবি ইরিনা অজেরভার ভাগ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁর প্রথম কবিতা রচিত হয় ১৯৪৩ সালে, হাসপাতালে বসে, পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে আহত সৈনিকদের আনন্দ ও মানসিক শক্তিদানের মহৎ উদ্দেশ্যে। এর বৎসর খানেক পূর্বে তাঁর বাবা অভিনেতা নিকোলাই অজেরভ ফ্রন্টে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সময়ে নিহত হন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ছাপার অক্ষরে প্রথম কবিতা বেরোয় ইরিনার। তখন তিনি নিখিল সোভিয়েত ইউনিয়ন লেনিনীয় কমিউনিস্ট যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি ও লেখক সংঘের যৌথ তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনের সদস্যা ও পঞ্চম সম্মেলনে একটি সেমিনারে পরিচালিকা ছিলেন। স্বনামধন্যা কবি এর পরে দুই বৎসর অনাবাদী জমিতে গিয়ে কাজ করেছেন, পুরস্কারস্বরূপ পদক লাভ করেছেন। লেখাপড়া সাঙ্গ করেন গর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউটে, এর পূর্বে অবশ্য ভরোনেঝ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছিলেন। কিন্তু এহ বাহ্য, কবি নিজে মনে করেন তাঁর প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়: সারা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কাজ করেছেন সংবাদপত্রে, তারও পরে "লিতেরাতুর্নায়া রসিয়া" সাপ্তাহিকীতে। জনকল্যাণের চেতনা তাঁর রক্তে মিশে আছে; সেই এষণা থেকেই তিনি প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করে রুশ কাব্যভোক্তাদের উপহার দিয়েছেন ভিন্নভাষী কবিদের স্বাদ, ভাষান্তর করেছেন রসুল হাম্‌জাতভ, রাইসা আহমাতভা, পাভ্‌লো তিচিনা, আন্দ্রেই মালিশ্‌কো। পশ্চিমী ভাষাগুলো থেকেও বড়ো কম অনুবাদ করেন নি অজেরভা।

ইরিনা অজেরভা

ИРИНА ОЗЕРОВА

Тень

Посвящается памятнику в Хиросиме

Я — тень.
Неподвижная и короткая.
Неподвижная и короткая, как смерть.
Люди спят в комнатах.
Куклы — в коробках.
А у меня вместо стен решетка,
А вместо крыши — небо,
В которое больно смотреть.

У меня нет дома,
Где спокойно тикают ходики,
Где секунды жизни считает маятник.
Нет у меня усталости.
Нет у меня отдыха.
Я — памятник.

Мне безразличны и тьма, и свет.
Два осенних листка,
Как монеты, прикрывшие мертвые веки.
Я только след.
Я только след
Спешившего человека.

ছায়া

উৎসর্গ: হিরোশিমা স্মৃতিসৌধ

হ্রস্বকায়, অনড়,
আমি — শুধু ছায়া।
হ্রস্বকায়, অনড় যথা মৃত্যু।
লোকেরা ঘরের ভিতরে নিদ্রাতুর,
পুতুলগুলো — বাক্সে।
এদিকে আমার আছে দেয়ালের বদলে জাল গরাদের, চারপাশে,
আছে ছাদের বদলে আকাশ —
যার দিকে তাকালে কষ্ট হয়।

কোনো ঘরবাড়ি নেই আমার
যে দেয়ালঘড়ি বেজে যাবে টিকটিক,
পেণ্ডুলাম গুণে যাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত।
আমার নেই কোনো ক্লান্তি,
আমার কোনো বিশ্রাম নেই।
আমি — স্মৃতিসৌধ।

অন্ধকার বা আলো সবই একাকার আমার কাছে।
হৈমন্তিক দু'টি পাতা
মৃতের আঁখিপল্লব ঢেকে রাখা দু'টি রৌপ্যমুদ্রা যেন।
আমি শুধু পদচিহ্ন,
শুধুই পদচিহ্ন
দ্রুতধাবী কোনো মানুষের।

Он проходил по улице,
А я семенила около.
Солнце садилось.
И я становилась
Все длинней и длинней.
Он проходил по улицам
Мимо пестрых, как лето, окон
И распахнутых, словно ворот рубашки,
дверей.

Кто он был?
Женщина или мужчина?
Девочка или мальчик?
Может, на свиданье к любимой спешил он,
Нес серебристую рыбу с рынка,
Или играл в разноцветный, как мир,
мячик.

У безногого
Есть костыли.
У слепого —
Сердце,
Которое помнит черноту земли и белизну снега.
А я лежу обезглавленная в пыли:
У меня нет человека!

Где он — мой человек?!
Я не знаю.
Я только тень.
У него было сердце, и память,
и честь,
Но вдруг вспыхнул и погас день.
И он исчез.

রাস্তা দিয়ে সে চলেছে,
আর আমি পাশে তার — বেপে, শ্লথগতি।
সূর্য পাটে বসছে এখন,
আর আমি
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছি।
সে তো চলে গেল রাস্তা দিয়ে
ফাগুনের মতো বহুবর্ণিল জানলার পাশ দিয়ে,
তার জামার বুক খোলা হাটখোলা যেন দু' দরজা।

মানুষটা কে হতে পারে?
কোনো পুরুষ? মহিলা কি?
কিংবা একটি খুকী, বা কোনো কিশোর?
হয়তো কোনো অভিসারে চলেছে ও,
বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে রুপোলি মাছ,
কিংবা খেলছে রঙিন পৃথিবীর মতো একটা বল।

যার পা নেই,
তার আছে ক্রাচ।
অন্ধজনেরও তো
হৃদয় থাকে —
স্মৃতিতে ধরা দেয় কালো মাটি কিংবা সাদা বরফ।
অথচ আমি ছিন্নমস্তা পড়ে আছি ধুলোয় মাখামাখি:
আমার কোনো সাকার মানুষ নেই।

তা হলে, গেল কোথায় সে — আমার মানুষ?
জানি না।
আমি তো শুধু ছায়া।
সবই ছিল ওর: হৃদয়, স্মৃতি ও সম্মান;
কিন্তু হঠাৎ জ্বলে উঠেই নিভে গেল দিন,
এবং সেও ডুবে গেল একেবারে।

А я —
Только тень,
Только след,
Только памятник,
Меня не оплакала мать
И друзья не зарыли.

А где-то,
Как прежде, качается маятник,
Отсчитывая
Дни
И недели
От первого
Атомного
Взрыва.

আমি —
শুধু কেবল ছায়া,
পদচিহ্ন কেবল,
কেবল স্মৃতিসৌধ।
আমার জন্য কোনো জননী কখনো কাঁদে নি কোনোদিন,
আমাকে কবর দেয় নি কোনো বন্ধু।

অথচ কোথায় যেন
পূর্বের মতোই দোল খাচ্ছে পেণ্ডুলাম,
হিসেব রাখছে
দিন
বা সপ্তাহের —
ঐ প্রথম আণবিক বোমা
বিস্ফোরণের পরে
প্রবাহিত দিন ও সপ্তাহের।

Песенка о Дон Кихоте

Сеньору Сервантесу некогда,
Исполнен смятения взгляд:
Героя, рожденного некогда,
Все чаще берут напрокат.

Он снова проходит инстанции,
Хотя заработал покой.
И пишет писатель квитанции
Дрожащей посмертно рукой.

А шарик все крутится, вертится,
И каждый приходит просить:
«Хочу одолжить ваши мельницы,
Чтоб мне Дон Кихотом прослыть!»

Пожизненно в употреблении
Бессмертный герой Дон Кихот,
Его размножают делением,
И все Дульцинеи не в счет.

Политики или наркотики
Мифических мельниц сильней.
И бродят в стихах Дон Кихотики,
Как будто в театре теней.

দন কিয়োতের গাথা

বড়ো ব্যস্ত সে : সের্ভান্তেস
— সিনোর মোদের, অবাক সদাই।
একদা সৃষ্ট নায়কটি বেশ,
তারই খ্যাতি ভাড়া চাচ্ছে সবাই।

সমনের ডাকে আদালতে যায়,
যদিও আরামে কথা থাকবার।
কাগজেদলিলে কলম চালায়
জীর্ণ লেখক, কাঁপে হাত তার।

সকলেই এসে খ্যাতি চায় তার —
আসে প্রত্যেকে, বায়না ধরে :
"হাওয়া-কল তোর চাই বাপু ধার,
চাই খ্যাতি তোর কিয়োত ওরে!"

হয়েছেন অমর শ্রী কিয়োত অতি
আমৃত্যু লোকের মুখে মুখে ফিরে
রক্তবীজের পেয়েছেন বিস্তৃতি,
দুল্‌সিনেয়াও গোনার বাইরে।

রাজনীতি আর নেশা ভাং গাঁজা
হাওয়াই কলের চেয়ে বহু বড়ো।
দন কিয়োতের আন্ডাবাচ্চা
শ্যাডো থিয়েটারে তারা বেশ দড়ো।

Пока по инерции вертится
Вселенское веретено,
Как мамонты, вымерли мельницы,
А новых не строят давно,

И в ножнах ржавеют мечи мои,
И нет безрассудных атак.
Не выдержав гонки с машинами,
Ушел Россинант в зоопарк.

Для рыцарей есть резервации,
Удобные календарю...
И все же сеньору Сервантесу
Я так же, как все, говорю:

«Хочу одолжить ваши мельницы
Чтоб мне Дон Кихотом прослыть...»
Но это такая безделица,
Что даже неловко просить!

ঘূর্ণায়মান বিশ্বজগৎ —
যথাপূর্বং ঘুরুক লাট্টু,
হাওয়া-কল যথা লুপ্ত ম্যামথ,
তার জায়গায় এসেছে টাট্টু!

খাপে মরচায় মোর তলোয়ার —
সামনে যে কোনো যুদ্ধ নাই;
মোটরের সাথে পাল্লায় হার
মেনে ঘোড়া ঢোকে চিড়িয়াখানায়,

উজির নবাব পাবে ইতিহাসে,
পঞ্জিকাপাতা সামনেই চলে...
তবুও সিনোর সের্ভান্তেসে
সবার মতোই মোরও মন বলে:

"মিলটি তোমার চাই বাপু ধার,
চাই খ্যাতি দন কিয়োতের মতো..."
কিন্তু কী লাভ তুচ্ছ কথার,
হেন অনুরোধ বেখাপ্পা যতো!

Поэт

Наполовину оплыла свеча,
А он не замечал в раздумьях долгих.
Слова, как заклинанья, бормоча,
Их ставил в ряд и в будущее вел их.

И авторучкой заменив перо,
И заменив свечу электросветом,
Он мучался, и созидал добро,
И воевал со злом — он был поэтом.

Обманывал издатель и жена,
А цензоры — везде подтекст искали.
Он высекал слова, как письмена
Рабы египетские высекали.

В постели умирал. Бывал убит —
То на дуэли, то ударом в спину.
Бывал прославлен и бывал забыт.
Но до сих пор перо его скрипит,
Но до сих пор свеча его горит,
Оплывшая всего наполовину.

কবি

মোম আধখানা জ্বলে নিঃশেষ —
চিন্তার ঘোরে দেখে নি সে মোটে;
মন্ত্রের ভাবে শব্দের দেশ
আসে সার বেঁধে, বসে একজোটে।

এসেছে কলম, পালক বিদায়,
মোমবাতি শেষে বিদ্যুৎ পাই;
সয়েছে কষ্ট, শূন্যতা হিয়ায়,
যোঝে অশ্রুভেরে — সে যে কবি, তাই।

করে প্রতারণা প্রকাশক ও জায়া,
সেন্সর খোঁজে মানে বায়বীয়।
খোদাই করে সে শব্দের মায়া —
যথা ক্রীতদাস লিপি মিসরীয়।

মরে রোগে ভুগে, কেউ-বা নিহত —
দ্বন্দ্বযুদ্ধে, গোপন আঘাতে।
কেউ খ্যাতিমান, কেউ বিস্মৃত।
অথচ এখনো লিখছে সে ঠিকই,
আজো ঠিকই তার জ্বলে মোমবাতি —
অর্ধেকটুকু এখনো যে বাকী।

ইলিয়া সেল্‌ভিন্‌স্কির (১৮৯৯—১৯৬৮) জন্ম ক্রিমিয়ায়। সাগরের দূরান্ত তাঁকে হাতছানি দিত। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত একটি বিপ্লবী দলে যোগ দেন; পরে তিনি শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে কারাবরণ করেন। গৃহযুদ্ধ শেষ হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে সমকালীন জীবনপ্রবাহে নিজেকে নিমজ্জিত করেন। অদক্ষ শ্রমিক, নাবিক, জাহাজের খালাসী প্রভৃতি হাজার রকমের পেশা গ্রহণ করে এসময় তিনি জীবিকানির্বাহ করেছেন, কিন্তু আবার সেই সঙ্গে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে লেখাপড়া শিখতেও ভোলেন নি। এতদিনে বেশকিছু কবিতা তাঁর লেখা হয়ে গিয়েছিল। অপরিসীম জীবনাবেগ ও অফুরন্ত প্রাণশক্তিসম্পন্ন এই মানুষটি ছন্দ ও কাব্যরীতি নিয়ে তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন। বিশের দশকে তিনি "কন্‌স্ট্রাক্টিভিস্ট" কাব্যধারণা দ্বারা চিহ্নিত এক কবিগোষ্ঠীর কুলগুরু হিসেবে ঘোষণাপত্রাদি প্রকাশ করেন এবং বিলীয়মান ট্র্যাজিক কাব্যনাট্যের ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেন অনেক নাটক লিখে — তাদের অনেকগুলিই পরে সোভিয়েত নাট্যমঞ্চে প্রদর্শিত হয়। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত গীতিকবি হিসেবে সেল্‌ভিন্‌স্কি তাঁর কবিতায় নিজস্ব এক "ছন্দস্পন্দ" উদ্ভব করেছেন এবং নতুন ধরনের লয়-তাল ও বাগ্‌ধারা উপহার দিয়েছেন পাঠককে। জীবজন্তু সম্পর্কে তাঁর অনেক কবিতা আছে, এবং মজার কথা এই যে, সেই সমস্ত প্রাণীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চরিত্রবর্ণনে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মানুষ ও পশুর এক প্রতিতুলনাও তিনি উপস্থিত করেন। শেষের দিকে তাঁর দার্শনিক ও প্রেম-বিষয়ক কবিতাগুলিতে জীবনতৃষ্ণা সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে: সময়ের সংহারমূর্তি এবং বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তনতা সেখানে ভাস্বর। সেল্‌ভিন্‌স্কির কাব্যের প্রেরণা মানুষ এবং কালচক্রে তার অধিষ্ঠান।

ইলিয়া সেল্‌ভিন্‌স্কি

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

Тигр

Обдымленный, но избежавший казни,
Дыша боками, вышел из тайги.
Зеленой гривой * он повел шаги.
Заиндевевший. Жесткий. Медно-красный.

Угрюмо горбясь, огибает падь,
Всем телом западая меж лопаток,
Взлетает без разбега на распадок
и в чащу возвращается опять.

Он забирает запахи до плеч.
Рычит —
                не отзывается тигрица...
И снова в путь. Быть может, под картечь.
Теперь уж незачем ему таиться.

Вокруг поблескивание слюды.
Пунцовой клюквы жуткие накрапы...
И вдруг — следы! Тигриные следы!
Такие дорогие сердцу лапы...

Они вдоль гривы огибают падь,
И, словно здесь для всех один порядок,

---

* Опушка тайги

বাঘ

ধূম্রগন্ধী, তবু সে পেয়েছে মৃত্যু হতে আড়াল,
অরণ্য থেকে বের হয় ছুটে, শ্বাস ক্লান্তিতে ভার,
বনানীপ্রান্ত দিয়ে ছোটে সে যে ভারী পদপাত তার।
জমাট ধূসর, রুক্ষ কঠোর এবং তামাটে লাল।

শরীরের ভার নিয়ে ছোটে সে যে অনুপম ছন্দেতে,
কুঁজো হয়ে কিছু, বিষণ্ণ, খোঁজে কারে ঘুরে ঘুরে খাদ,
সমুখের বাধা অনায়াস লাফে পার হয় নির্বাধ,
পুনরায় ছুটে প্রবেশ করে সে অরণ্য গভীরেতে।

সমগ্র দেহে শুষে নেয় যতো আঘ্রাণ গন্ধের,
ডাকে হুঙ্কারে —
কিন্তু বাঘিনী জবাব দেয় না তার...
মৃত্যু হয় তো রয়েছে সামনে; তবু পথে নামে ফের।
এখন সে ভাবে: গোপনে লুকানো দরকার নেই আর।

চারদিকে তার ছড়ানো রয়েছে অভ্রের ঝিকমিক,
ঝুলছে বৈঁচি থোপা থোপা লাল টকটকে চারিধার...
হঠাৎ থামে সে — কার পা'র ছাপ! বাঘিনীর ছাপ ঠিক!
এই থাবা সে তো চিরকাল চেনে, বাঘিনীর থাবা তার...

থাবা বরাবর লাফিয়ে ছোটে সে অনুপম ছন্দেতে,
দ্যাখে — অবিকল আছে চারপশে, কার যেন পদপাত,

Взлетают без разбега на распадок,
И в чащу возвращаются опять.

А он — по ним! Гигантскими прыжками!
Веселый, молодой не по летам!
Но невдомек летящему, как пламя,
Что он несется по своим следам.

সম্মুখের বাধা অনায়াস লাফে পার হয় নির্বাধ,
পুনরায় ছুটে প্রবেশ করে সে অরণ্য গভীরেতে।

বিক্রমে লাফ দিয়ে সে ছুটছে পদচিহ্নের পিছে;
অনাবিল খুশি, হারানো বয়স যেন পেয়ে গেছে আর!
বিদ্যুৎসম ছোটে দুরন্ত, মনেই হয় নি তার:
নিজের পায়েরই দাগের পিছনে ঘুরে মরে শুধু মিছে।

Берёза

Березка в розоватой коже
Стоит, сережками струясь.
А на березке — темный глаз,
На око девичье похожий.
Однажды, перейдя межу,
Я шел по молодому лугу,
Но увидал, но подхожу —
И мы глядим в глаза друг другу.
Она как будто вся горит,
Как бы испытывает: струшу?
Заглядывает прямо в душу
И... только что не говорит.
И — черт возьми! — не знаю сам,
Но я подпал под обаянье
Простого дерева. Глазам
Березки этой изваянье
Предстало, точно древний рок.
Так женственно сияло тело.
Так горестно она глядела,
И был в зрачке такой упрек,
Это я смутился и пойти
Решил не лугом, а деревней,
Как будто встретился в пути
С завороженною царевной.

ভূর্জবৃক্ষ

দাঁড়িয়ে রয়েছে ভূর্জবৃক্ষ, সোনালী আভার দেহ —
লাবণ্যভরা, শরীর চিকণ, রূপময় দেহখান,
তাছাড়া কাজল চক্ষুর মায়া দেখেছে এমন কেহ?
অবিকল যেন রূপসী নারীর দু'চোখে তীক্ষ্ন বাণ।
মেঠোপথ ধরে চলেছিনু আমি ভাসিয়ে দৃষ্টিভেলা,
চারপাশে মোর শুয়ে ছিল চুপ প্রশান্ত তৃণভূমি;
কিন্তু হঠাৎ যেতে যেতে দেখি সামনে রূপের মেলা,
চোখে চোখ রেখে দাঁড়ানু থমকে, রূপের চরণ চুমি।
অবিকল যেন বলছে সে ডেকে যে আছে সামনে তার:
'ভয় পাও নাকি? ভীতু কোথাকার! এসো, পরীক্ষা করি' —
সোজা চোখ রাখে বুকের গভীরে তীক্ষ্ন দৃষ্টি ধরি,
তফাৎ কেবল — ভঙ্গিতে বলে, ভাষা নেই মুখে তার।
ঈশ্বর জানে কী যে হলো পরে, জানি নাকো কিছু আমি —
রইনু দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধ অপরূপ বিস্ময়ে:
বৃক্ষেরও রূপ হতে পারে হেন! জানে অন্তর্যামী,
ভূর্জগাছের চোখ দুটি ফুটে আছে অবয়ব লয়ে
যেন সে অমোঘ ভাগ্যরূপিণী গ্রামীণ কমলাসনা,
রমণীর ন্যায় কমনীয় তনু ঘিরে উজ্জ্বল বিভা,
বিষণ্ন কাঁপে মগ্ন দৃষ্টি — তাই অপরূপ কিবা,
চোখের মণিতে আরো ছিল বটে সুকঠিন ভর্ৎসনা —
কী করি তখন! কুণ্ঠা লজ্জা মেনে নিয়ে কোনোমতে
— দরকার নেই মাঠেপ্রান্তরে — গ্রামে ফিরে চলি ফের,
সুক্ষণে যেন পেয়েছিনু দেখা হঠাৎ মধ্যপথে
রূপকাহিনীর রাজকুমারীর, মানি এ ভাগ্য ঢের।

Трагедия

Говорят, что композитор слышит
На три сотни звуков больше нас.
Но они безмолствуют иль свищут,
Кляксами на ноты устремясь.

Может быть, трагедия поэта
В том, что основное не далось:
Он поет, как птица, но при этом
Слышит, как скрипит земная ось.

ট্র্যাজেডি

বলে বটে লোকে সুরকারদের কান
আমাদের চেয়ে শতাধিক ধ্বনি বোঝে।
নিজ সৃষ্টিতে তার পরিচয়দান
পারে না তবু সে, অক্ষম ভাষা খোঁজে।

কবির ট্র্যাজেডি হয়তো-বা সেইমতো:
মৌল কিছুই হাত ফসকেছে তার,
বিহঙ্গসম গাইলেও গান সে তো
ঠিকই শুনে ফেলে পৃথিবীর হাহাকার।

Прелюд

Вот она, моя тихая пристань,
Берег письменного стола...

Шел я в жизни, бывало, на приступ,
Прогорал на этом дотла.
Сколько падал я, подымался,
Сколько ребер отбито в боях!
До звериного воя влюблялся,
Ненавидел до боли в зубах.
В обличении лживых «истин»
Сколько глупостей делал подчас —
И без сердца на тихую пристань
Возвращался, тоске подчинясь.

Тихо-тихо идут часы,
За секундой секунду чеканя,
Четвертушки бумаги чисты.
Перья
        дремлют
                в стакане.
Как спокойно. Как хорошо.
Взял перо я для тихого слова...

ভূমিকা

এই তো আমার চুপচাপ বন্দর,
আমার লেখার টেবিলের পাশটাই...

জীবনে সয়েছি জ্বালাপোড়া বিস্তর,
জীবনযুদ্ধে জমেছে অনেক ছাই।
খেয়েছি আছাড়, উঠে দাঁড়িয়েছি ফের,
ঘাতপ্রতিঘাতে পঞ্জর বিক্ষত!
প্রেমের সাথেও চলে যুদ্ধের জের,
জমে ওঠে ঘৃণা দন্তশূলের মতো।
মিথ্যার মোহে শতদিকে ঘুরিয়াছি,
বোকামি যে কত করেছি ভ্রান্তিঘোরে,
তারপরে বটে যথাকালে ফিরিয়াছি
ভগ্ন হৃদয়ে চুপচাপ বন্দরে।

টিকটিক করে চুপিচুপি ঘড়ি বয়
মিনিটের কাঁটা সমতালে হাঁটে সুখে
দুগ্ধশুভ্র কাগজ টেবিলে রয়,
কলম
      ঝিমোয়
                কলমদানির বুকে।
আহা কী শান্তি। কলমটা নিই যাতে
খুঁজে পাই মৃদু-মন্দ কথার জের...

Но как будто
я поднял
ружье:
Снова пламя! Видения снова!
И опять штормовые дела —
В тихой комнате буря да клики...

Берег письменного стола
Океан за ним — тихий. Великий.

অথচ এ দেখি
বন্দুক
এলো হাতে:
অগ্নির শিখা, অপচ্ছায়ারা ফের!
পুনরায় ফোঁসে ঝটিকার মার যেই
চুপচাপ ঘরে ঘূর্ণিঝড়ের দোলা...

আমার লেখার টেবিলের ওদিকেই
প্রশান্ত মহাসাগর — বিশাল, খোলা।

উজবেকিস্তানের জাতীয় কবি উয়গুন (রহমতুল্লা আতাকুজিয়েভ) সেখানকার বর্ষীয়ান কবিকুলের অন্যতম (জন্ম ১৯০৫)। পরিণত বয়সেই তিনি সমরখন্দ প্রশিক্ষণ আকাদমি শেষ করেন। ১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম কবিতাসংকলন "বসন্তোল্লাস" প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে গীতিকবিতার কুশলী শিল্পী রূপে তাঁর আসন অবিসংবাদিত হয়ে ওঠে। তাঁর বহু কবিতা ও গান জনগণ তাদের কণ্ঠে তুলে নিয়েছে। কাব্য-নাট্যের রচয়িতা হিসেবেও উয়গুন প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, এবং অনুবাদক হিসেবেও। পুশ্‌কিন, লের্মন্তভ, শেভ্‌চেন্‌কো ও অন্যান্য কবির রচনা তর্জমা করেছেন তিনি। তাঁর শেষদিকের রচনা নিয়ে নতুন কাব্যসংকলন বেরিয়েছে: "হে মম নির্ঝর"। এই সব কবিতায় পরিণত কবিকল্পনার সাথে মিলিত হয়েছে রোম্যাণ্টিকতার অগ্নিকণা, নবীন অনুভবের সাথে এসে মিশেছে গভীর অনুচিন্তন। উক্ত গ্রন্থেরই অন্তর্গত "ধবল হিমালয়ের ওপারে" কবিতাবৃত্ত। এটি কবির ভারত ও পাকিস্তান পর্যটনের ফলশ্রুতি।

উয়গুন

УЙГУН

Золотая тропинка

Луна взошла, и над морской пучиной
Легла дрожащих бликов полоса,
И чудится: по той тропинке длинной
Совсем легко взбежать на небеса,

Блестит, струясь, тропинка золотая,
К бездонным далям увлекает взгляд,
И сверху звезды, весело блистая,
Меня в простор неведомый манят.

А лунная тропинка так похожа
На мчащейся ракеты яркий след...
С тех пор, как путь Гагариным проложен,
Рукой достать до золотых планет!

স্বর্ণসরণী

আকাশে উঠেছে চাঁদ অতল সাগর 'পরে,
জ্বলে আলো ছায়া মায়া রেখাবঙ্কিম গতি;
মনে হয় যেন ঐ দীর্ঘ সরণী ধরে
নীলাকাশ পানে ছোটা সহজ সরল অতি।

স্বর্ণসরণী জ্বলে, জলরেখা অবহেলে
দৃষ্টি কাড়িছে দূরে গভীর অতল দেশে,
উপরে তারার ঝাঁক উজ্জ্বল হাসি জেলে
অজানা শূন্যে ডাকে প্রলোভনে নিঃশেষে।

ছুটে যাওয়া রকেটের দ্রুতধাবী পথরেখা
চন্দ্রসরণী ঠিক মনে হয় অবিকল...
গাগারিন যবে থেকে এসেছেন ঘুরে সেথা
তারপর থেকে তাকে ছোঁয় মোর করতল।

Портрет

Рабиндранату Тагору

Резьба морщин, волнистые седины —
Как будто гордо высится гора.
Да, он вершина. И с его вершины
Вся жизнь видна, бурлива и пестра.

Он смотрит мудро, строго и устало
На свет и зло, на правду и позор.
Еще одной громадой больше стало
В се́мье могучих Гималайских гор.

প্রতিকৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে

খোদিত মুখের ছাঁদ, পক্বকেশের ভার —
যেন-বা পাহাড়চূড়া, গর্বিত কনখল;
পাহাড়মৌলি ঠিকই। চূড় হতে বটে তার
এ-জীবন যায় দেখা বর্ণিল চঞ্চল।

গভীর, ক্লান্ত, জ্ঞানী বিষণ্ণ আঁখি মেলে
ভালো ও মন্দ সব দেখে যান মহারথ।
হিমালয় ছাড়া আরো যে আছে দৃষ্টি জেলে
ঠিক জানি সে-ই তিনি — এক মহাপর্বত।

Кипарис

Красивый и свежий зимою и летом,
Он гордо стоит изваяньем живым.
Недаром старинным восточным поэтам
Хотелось любимую сравнивать с ним.

Не раз вместе с розой, нарциссом, тюльпаном
Он звучный классический стих украшал.
«О ты, кипарису подобная станом!» —
Красавицу славя, поэт возглашал.

Волнует и ныне он сердце поэта,
Но чтобы с эпохою быть наравне,
Его бы сравнил я с зеленой ракетой,
Готовой вот-вот устремиться к Луне.

সাইপ্রেস

টাটকা, শোভন — শীত ও গ্রীষ্মে সবই
সে আছে দাঁড়িয়ে জীবন্ত মনোলোভা;
উপমা বৃথাই খোঁজে নি প্রাচ্যকবি
তোমার দেহেতে প্রিয়তমা তনুশোভা।

গোলাপ অথবা নার্গিস,
টিউলিপে গলা ধরাধরি কাব্যে এসেছ তুমি;
"প্রিয়ে, তব তনু সাইপ্রেস ছিপছিপে!" —
গেয়েছেন কবি রূপের চরণ চুমি।

এখনো ঝঞ্ঝা তোলো সে কবির প্রাণে,
তফাৎ শুধু যা — কালের দাবিতে আজি
সবুজ রকেট তোমার উপমা মানে,
চাঁদে যেতে যে গো যখন-তখন রাজি।

১৯৬২ সালে লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত এদুয়ার্দাস মেঝেলাইতিস (জন্ম ১৯১৯) লিথুয়ানিয়ার একজন জনপ্রিয় কবি। নিজের কাব্যধারণার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন: "আমি অদ্যাবধি যা-কিছু লিখেছি তা সবই বস্তুত কালপরীক্ষিত মানুষকে নিয়ে — এই কালপরীক্ষিত বিষয় এবং অপমান-অত্যাচার ও অভাবের বিরুদ্ধে তার প্রবল সংগ্রামকে নিয়ে রচিত 'গীতিময় মন্তব্য'।" তিনি বলেছেন, "মাটির পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে মূল্যবান। মানুষই আমার প্রথম ও যথার্থতম ভালোবাসা এবং আমার যাবতীয় চিন্তা প্রতিনিয়ত তাকে নিয়েই"। মেঝেলাইতিস প্রায় বিশটি কাব্যগ্রন্থের (তম্মধ্যে প্রথমটির প্রকাশ ১৯৪৩ সালে) প্রণেতা, কিন্তু যে কাব্যটি সর্বাধিক জনপ্রিয় তা হল "মানুষ" — একটি দার্শনিক গীতিকাব্য। বইটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: "গ্রন্থটিতে যে ধ্যানধারণা ও সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সেখানে পেঁছুতে বহু সুদীর্ঘ পথ আমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে।" তাঁর এই মেধাবী ও আবেগপ্রবণ কবিতা রচনাশৈলীতে ফ্রী-ভর্স এবং বাক্‌প্রতিমা অতিশয়োক্তিপ্রবণ। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই মানুষের মননশক্তির প্রতি, যে মানুষ পারমাণবিক শক্তি ও মহাবিশ্ব আবিষ্কারের অধিকারী — তার প্রতি স্তবগাথা। মেঝেলাইতিসের "মানুষ" পরবর্তী তরুণ কবিকুলের উপর নানাভাবে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

এদুয়ার্দাস মেঝেলাইতিস

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

Пепел

Эта рыжая пыль под ногами, щебенка
Из костей, — не осколки ль, покрытые ржой?
Это, может быть, резвые ножки ребенка,
Что за белою бабочкой гнался межой;
Или ручки, — дитя ими тянется к маме,
Обнимая за шею, ласкается к ней...
Или был этот щебень большими руками,
Что с любовью к груди прижимали детей.
Этот пепел, который разносится с ветром,
Был глазами, смеялся и плакал порой,
Был губами, улыбкою, музыкой,
светом,
Поцелуями был этот пепел седой.
Был сердцами, тревогою, радостью, мукой;
Был мозгами, сплетеньем извилин
живых, —
Слово «жить» до конца, словно буква за
буквой,
Точно белым по черному вписано в них.
Эти волосы — локоны, косы и пряди,
Что навалены мертвой косматой горой,
Кто-нибудь расплетал и взволнованно гладил,
И сухими губами касался порой.

ছাই

এই যে ছাই খয়েরি রঙের দেখছো পায়ের তলে —
কামানগোলার মরচে এ নয়, অস্থিভস্ম এ যে;
প্রজাপতি পিছে দুরন্ত ধায় অসীম কৌতূহলে
যে-শিশু, তাহারই পায়ের অস্থি হয়তো এ-ছাই সে যে;
অথবা হয়তো যে-হাত বাড়ানো মা'র কোলে ছুটে ফের
জড়িয়ে ধরেছে মা'র গলাখানি মুখ গুঁজিয়াছে বুকে...
কিংবা হয়তো ঐ হাত কোনো বয়স্ক মানুষের
যা দিয়ে বুকেতে লইয়াছে টানি' সন্তান তার সুখে,
এই যে ভস্ম দেখিছ বাতাসে উড়ে উড়ে যায় দূরে —
হয়তো তা ছিল দু'টি আঁখি কোনো হাসি অশ্রুতে ভরা,
অথবা হয়তো বিম্ব ওষ্ঠ হাসি গানে
আলো সুরে
আদরে সোহাগে হয়তো তা ছিল চুম্বন মধুক্ষরা;
কিংবা হৃদয় — সুখে বেদনায় মথিত বুকের খাঁচা,
অথবা খুলির ভিতরে মগজ:
জীবন্ত, গ্রন্থিল,
ঠাসবুনুনির চিন্তায় বোনা,
কোন ফিকিরেতে বাঁচা
যাবে শেষ তক, সাদা-কালো আঁক গেঁথেছে জটিল খিল;
কিংবা মাথার বিনুনি, অলক, অপরূপ খোঁপাভার
স্তূপাকার হেথা, মানুষের চুল — পাহাড়প্রমাণ যেন,
অথবা কেহ-বা বিবর্ণ ঠোঁটে আলুলিত বেণী যার
ছুঁয়েছে আবেগে, এই সে-ই কেশ আজ ভস্মিত কেন?

Чистый трепет сердец, вдохновенные речи,
Золотые надежды, сияние глаз...
Крематориев страшных горящие печи.
Пепел... Пепел... Лишь пепел остался
от вас.
Пролетая над проволокой колючей,
Птица мягко касается краем крыла
Дикой розы, на диво багровой и жгучей,
Что на этой кровавой земле расцвела.
Боль, которой еще мое сердце не знало,
Превратилась в колючий, соленый комок
И, как пуля, в гортани навеки застряла,
Чтоб дышать я не мог и забыть я не мог.
Я тяжелый, невидящий взгляд
поднимаю
И от неба его не могу отвести,
Всем своим существом к человеку
взываю,
Человеческий пепел сжимая в горсти.

Освенцим.

হৃৎপিণ্ডের অনাবিল ধ্বনি, বচনে প্রেরণা ঢলে,
সোনালি আশার স্বপ্ন দেখেছে, জ্বলেছে চোখের আলো:
সবই পুড়ে ছাই শবপোড়ানোর চুল্লী' আগুনতলে —
ছাই... শুধু ছাই... যা-কিছু তোমার পড়ে আছে
ছাই কালো।

কাঁটাতার-বেড়া পার হয়ে আসে উড়ে আসে এক পাখি,
হালকা সে ছোঁয় আলতো আদরে ডানার প্রান্তে তাকে
যে-বুনো গোলাপ ফুটেছে মাটিতে অশ্রু শোণিত মাখি' —
ঘন টকটকে গনগনে লাল রক্তগোলাপ ঝাঁকে।
অজানা বেদনা বুকে মোচড়ায়, তাড়াতে পারি না ওরে:
কাঁটাতার যেন, অথবা তিক্ত লবণপিণ্ডকণা
কিংবা বুলেট ঢুকেছে যেন-বা গলনালী ফুটো ক'রে;
শ্বাস নিতে নারি, ভুলতেও নারি, অসহ্য যন্ত্রণা।
পলাতকা মোর বিষণ্ণ দিঠি
ঊর্ধ্ব গগনে রাখি'
পড়িবারে চাই কী রয়েছে লেখা সাকাশের ধারাপাতে,
সারা সত্তায় চিৎকার ক'রে
জীবিত জনেরে ডাকি;
অস্থিভস্ম মানুষের যে রে এখনো আমার হাতে।

আউশ্‌ভিট্‌স্‌

Губы

Губы — красною лентой,
Словно флаг, что разодран в бою,
— Это есть наш последний! —
Я с друзьями пою.
Эти губы не в силах
Жить без сладости ягод,
                                        и соли морской,
И небес темно-синих,
И беседы мужской.
Губы ждут папирос,
Губы жаждут и меда, и чаю.
И на каждый проклятый вопрос
Я немедленно отвечаю.
Приоткрытые губы
Подобны гнезду.
                                И душа
В этой теми и глуби
Выводит слова не спеша.

Если губы устали,
Если сжаты они — разожми,
Чтобы птичьею стаей
Летели слова над людьми.

ঠোঁট

ঠোঁট যেন লাল ফিতে,
পতাকার মতো, দীর্ণ যুদ্ধজয়ে।
'শেষ যুদ্ধ এ, আমরা নেবোই জিতে' —
বন্ধুর সাথে গলা মিলিয়েছি লয়ে।
এই ঠোঁট যাতে অসীম শক্তি ধরে
দরকার তাই পক্ক ফলের স্বাদ,
সাগরের নোনা জল,
ঘন নীলাকাশ চায় সে মাথার 'পরে
আর পুরুষালি আড্ডার হৃদিবল।
সিগারেট-ধোঁয়া চায় আজ ঠোঁট এই —
ঠোঁটের তৃষ্ণা চা'র বাটি আর মধু,
যে-কোনো নিঠুর প্রশ্নই হোক, শুধু
অতি দ্রুত আমি জবাব ফিরিয়ে দেই।
মৃদু স্ফুরিত দেখ যদি দুটো ঠোঁট —
পক্ষীর নীড় ব্যতীত উপমা নেই।
এবং জেনো হৃদয়
তার কন্দরে অন্ধকারে আ-ফোট
যা বলছে — তার বিলম্বিতই লয়।

ক্লান্তিতে যবে ঠোঁট দুটি থাকে ঘেরা,
সুদৃঢ়বদ্ধ; তখন তাদের খোলো,
যাহাতে তোমার কথার বিহঙ্গেরা
মাথার উপরে ডানা মেলে, কথা বোলো।

Чтобы каждое слово,
Словно птица, летало везде.
И душа чтобы снова
Выводила их в том же
гнезде.
Временами с трибуны
С губ срываются, словно
из туч,
Громы, молнии, бури,
Но гроза миновала,
и светится
солнечный луч.
Губы — радужной аркой
На безоблачном небе лица,
И — счастливый
и жаркий
Поцелуй без конца!
Слышит женщина,
слышит
То, что мы говорить
ей должны,
Хоть слова эти тише
Самой тихой земной тишины.
Словно маки,
сливаются,
И огнем занимается мак,
Губы в губы вливаются
Сочно-красные
в темных домах.
Утром — ясным и добрым —
Слышишь песню проснувшихся
птиц.
Вместе с птицами —
Веселый и бодрый —
песню свистишь.

যেন-বা তোমার প্রতিটি শব্দধ্বনি
অবিকল পাখি, পাখা মেলে দেয় শেষে —
এবং হৃদয়, দেখো, যাতে অনুরণি'
হয় নীড়ছাড়া পাখিদের সাথে হেসে।
থেকে থেকে যথা যুদ্ধের শিঙা বাজে —
তেমনি ওষ্ঠ হতে খসে মেঘ কালো:
বজ্রবহ্নি, বিদ্যুৎ, ঝড় সাজে, —
তাণ্ডব তবু থেমে গেলে ঠিক হাসে
সূর্যের ভরা আলো।
ঠোঁট — অবিকল যেন-বা ইন্দ্রধনু
নির্মেঘ আকাশে স্বচ্ছ একটি মুখ,
উষ্ণ কোমল, উদ্বেল, খুশিভরা
ক্লান্তিবিহীন চুম্বনে আনে সুখ।
ললনার দল চাইছে শুনতে কথা
যে-কথা আমরা তাদেরে শুনিয়ে থাকি,
যদিও সে-কথা আসে স্তব্ধতা থেকে —
এবং কণ্ঠ মৃদুতম করে রাখি।
ঠোঁট — যেন পপি, কাঁপিছে আবেগভারে,
আগুনের রঙে রঞ্জিত পপি ফুল,
ঠোঁটে ঠোঁট সঁপে ছাপালে ঠোঁটের কূল
লাল-সরসতা
আঁধার ভবনদ্বারে।
সকাল — স্বচ্ছ, শান্ত, শান্তিমাখা;
ঘুমভাঙা পাখি গান গায় কাছে, দূরে,
তাহাদেরই সাথে তুমি
খুশিতে পরান চুমি
দিও শিস্ সুরে সুরে;

И походкою ветра,
Словно ветер
          меж прочих ветров,
Повторяешь за ветром
Его песню без слов.
Тихо. Тихо.
Алыми и прохладными,
К небу — жадными,
К радости — жадными
Губами.

মৃদুল বাতাস, মন্দ মধুর টান —
বাতাস বাতাসে
দোলে
বাতাসেরই বোলে বোলে
গেও তবে তুমি শব্দবিহীন গান।
ধীরে। ধীরে। অতি ধীরে।
সিঁদুরে রাঙানো শীতল ঠোঁটের জোট
আকাশের পানে তৃষ্ণা ছড়িয়ে রাখে
হৃদয়ের দ্বারে তৃষ্ণাকে ধরে রাখে
শীতল কোমল ঠোঁট।

ওল্‌গা বের্গ্‌গল্‌ত্‌স (১৯১০-১৯৭৬) লেনিনগ্রাদের জনৈক চিকিৎসকের কন্যা। ঐ শহরেই তিনি বড়ো হয়েছেন, শিক্ষালাভ করেছেন ওখানকারই বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিপ্লবের জন্মভূমি লেনিনগ্রাদের সাথে তাঁর জীবন ও শিল্পকৃতি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের সেই ভয়াবহ দিনগুলোয় তিনি তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের সাথে শুকনো রুটির শেষ ভগ্নাংশ ভাগ করে খেয়েছেন আহার্য হিসেবে, তাদেরই সাথে হয়তো শরীর গরম করার শেষ আয়োজনটুকুও ভাগ করে ভোগ করেছেন কখনো। ১৯৪২ সালে তাঁর রচিত "ফেব্রুয়ারির দিনপঞ্জী" ও "লেনিনগ্রাদ পংক্তিমালা" বিয়োগান্ত শিল্পের সমার্থক করে তুলেছিল তাঁর নামকে। বিগত বিশ বৎসরের সোভিয়েত কবিকর্মের মধ্যে তাঁর "আনুগত্য" (১৯৫৪) নামক ছন্দোবদ্ধ ট্র্যাজেডি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য রূপে বিবেচিত। এই বিয়োগান্ত কাব্যটিতে ধ্বনিত হয়েছে এক নবীন ও সৎ ভুবনের জনক এদেশের দুঃখলাঞ্ছিত জনগণের উপর বিশ্বাস স্থাপনের আকুল আহ্বান। সাম্প্রতিক বৎসরসমূহে ওল্‌গা বের্গ্‌গল্‌ত্‌সের কবিতায় তাঁর সমকালের আবেগদীপ্ত স্বীকারোক্তি বিধৃত।

ওল্‌গা বের্‌গ্‌গল্‌ত্‌স

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

Из писем с дороги

II

Я сердце свое никогда не щадила.
Ни в песне, ни в горе, ни в дружбе,
ни в страсти.
Прости меня, милый. Что было — то было.
Мне горько.
И все-таки все это — счастье.

И то, что я страшно, горюче тоскую.
И то, что, страшась неизбежной напасти,
На призрак, на малую тень негодую.
Мне страшно.
И все-таки все это — счастье.

О, пусть эти слезы и это удушье,
Пусть хлещут упреки, как ветки
в ненастье.

Страшней — всепрощенье. Страшней —
равнодушье.
Любовь не прощает, и все это — счастье.

২

হৃদয় তোকে ক্ষমা নেই।
দুঃখে সুখে প্রীতি
কিংবা আবেগেই।
ক্ষমা চাইছি, প্রিয়তম। হবার যা তা হয়েছে তো।
জীবন তিতো।
হবে হয়তো, নিজের ধাঁচে এটাই বুঝি আনন্দ।

আর জানো, কী ভয়ানক সে মনের ভার —
সদাই ভয়, অনিবার্য সামনে সে কোন ধন্দ,
প্রেতের ছায়া নাড়ায় কোনো অন্ধকার।
কাঁপছি ভয়ে।
তবু হয়তো, নিজের ধাঁচে ওটাই বুঝি আনন্দ।

উড়িয়ে দিই লোকের কথা গাছ পালাকে
ওড়ায় যথা ঝড়ের দিন।
অশ্রুধারা, শ্বাসরোধী গ্রাস থাকে থাকুক আনন্দ।

আসল তো ভয় অবহেলা। তারও বাড়া
ক্ষমার ঋণ।
প্রেমের কাছে ক্ষমাও নেই। তবু ওতেই আনন্দ।

Я знаю теперь, что она убивает,
Не ждет состраданья, не делится властью.
Покуда прекрасна, покуда живая.
Покуда она не утеха, а — счастье.

এখন জানি, প্রেমই তো সেই হন্তারক,
অকরুণ ও আত্মম্ভর প্রশাসক।
তবু সে, মরি, অপরূপ এবং কীবা জীবন্ত!
অবসরের প্রমোদ তো নয়, সে যে আমার — আনন্দ।

V

А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров,
нет мнимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет —
любви обманутой, больной,
ее нетленно чистый свет
всегда во мне,
всегда со мной.
И никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы — ни слова,
ни стона бы не зачеркнуть.

৫

বলি তবে শোনো যে-কথা হয় নি বলা:
বৃথা অকারণে কাটে নি বছরগুলো,
এত দূর তক আসি নি তো পথভুলো,
সব খবরেই রেখেছিনু কান খোলা।
অনুপলব্ধ শান্তি নেই কো জানা,
অযোগ্যহাতে উপহার দেয়া মানা।
ভালোবাসা, জানি, ব্যর্থ হয় কি কভু?
হোক প্রতারিত, হোক দীনতায় ক্ষয়,
স্বচ্ছ আলোক চিরকাল তার তবু
আছে মোর প্রাণে,
সদা মোর সাথে রয়।
কাল নিরবধি, দেরী বলে কিছু নেই —
নবজীবনের
শুরু হোক পথ চলা,
অতীত গতায়ু — তবু তা থাক, না পিছু,
থাকুক স্মৃতিতে শোকের বর্শাফলা।

Бабье лето

Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется
бабье лето
и в прелести спорит с самою
весною.

Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина...
Как звонко поют запоздалые
птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!

Давно отгремели могучие ливни,
все отдано тихой и темною нивой...
Все чаще от взгляда бываю
счастливой,
все реже и горше бываю ревнивой.

О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю...
И все же,

মেয়েলি গ্রীষ্ম

প্রকৃতিতে আছে এমনো বিশেষ ঋতু —
ঘোলাটে সূর্য, ছড়ায় কোমল তাপ।
নাম বটে তার
মেয়েলি গ্রীষ্মকাল*
মাধুর্যে তার ফাগুনও মেনেছে হার।

উড়ন্ত মৃদু ঊর্ণাতিন্তুজাল
সাবধানে বসে মুখের উপরে তার...
বিলম্বে আসা পাখির কণ্ঠে গান!
জ্বলজ্বল করে বাগানে আগুন বান!

বহুদিন গত গুরুগুরু মেঘে জল,
শস্যরিক্ত পড়ে আছে কালো মাঠ...
দেখে খুশি হই প্রায়শই আসে যারা,
কম এলে পরে হিংসায় হই সারা।

বরদা তুমি যে মেয়েলি গ্রীষ্ম ওগো,
আবাহন তোরে!.. কিন্তু শোনো নি সে কি

---

* সেপ্টেম্বরের শেষদিকে, হেমন্ত যখন শুরু হয়ে গেছে, তখন অকস্মাৎ কয়েকটা দিন একেবারে গ্রীষ্মের মতো খুব সুন্দর আবহাওয়া হয় সপ্তাহ দুয়েকের জন্যে। এই সময়টাকে রুশীতে বলা হয় "মেয়েলি গ্রীষ্ম"। নারী ও বিশ্বপ্রকৃতি — এই দু'টির সাথে সঙ্গতিবিধান করে হেমন্তের প্রথম সূচনার এই নামকরণ অত্যন্ত প্রতীকধর্মী ও কবিত্বময়। — অনুঃ

любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды все строже...

Вот видишь — проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться...
А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать,
и прощаться...

চিৎকার মম, কোথা তুমি, কোথা ওগো?
নীরব বনানী, উদাসীন তারারাজি...

তারা খসবার সময়ও তো হলো শেষ,
দেখছ তো তুমি — এবার বিদায়-পালা...
বুঝেছি এখন প্রেমের দহনজ্বালা,
ক্ষমা, ভুলে যাওয়া, বিদায়
স্মৃতির রেশ...

কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রবন্ধকার হিসেবে কনস্তান্তিন সিমোনভ (জন্ম ১৯১৫) এক অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। নানান ধারায় সাহিত্যরচনার জন্য তিনি অদ্যাবধি সাতটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি কবিতা বড় একটা লেখেন না, তবে চল্লিশের দশকে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি বোধ করি সবচেয়ে প্রিয় কবি ছিলেন সকলের। তাঁর যুদ্ধকালীন কবিতা "আমার জন্যে অপেক্ষা করো" — আশা ও বিশ্বাসে কম্পমান এই প্রচণ্ড আবেগসম্পন্ন কবিতাটি যথার্থই নিখিল সোভিয়েত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সিমোনভের গীতিময়তা সর্বদাই বস্তুনিষ্ঠ, অনুপুঙ্খভাবে প্রকাশধর্মী ও অত্যন্ত সহৃদয়সংবাদী। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ তিনটি: "তোমার সাথে, তোমাকে ছাড়া" (১৯৪০), "শত্রু-মিত্র" (১৯৪৭) এবং "কবিতা" (১৯৫৪)।

কন্‌স্তান্তিন সিমোনভ

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

Три стихотворения

Памяти Бориса Горбатова

1

Умер друг у меня — вот какая беда...
Как мне быть — не могу и ума приложить.
Я не думал, не верил, не ждал никогда,
Что без этого друга придется мне жить.
Был в отъезде, когда схоронили его.
В день прощанья у гроба не смог постоять.
А теперь вот приеду — и нет ничего;
Нет его. Нет совсем. Нет. Нигде не видать.
На квартиру пойду к нему — там его нет.
Есть та улица, дом, есть подъезд тот и дверь,
Есть дощечка, где имя его — и теперь.
Есть на вешалке палка его и пальто,
Есть налево за дверью его кабинет...
Все тут есть. Только все это вовсе не то,
Потому что он был, а теперь его нет!
Раньше как говорили друг другу мы с ним?
Говорили: «Споем», «Посидим», «Позвоним»,
Говорили: «Скажи», говорили: «Прочти»,
Говорили: «Зайди ко мне завтра к пяти».
А теперь привыкать надо к слову: «Он был».
Привыкать говорить про него: «Говорил»,
Говорил, приходил, помогал, выручал,
Чтобы я не грустил — долго жить обещал.

তিনটি কবিতা

বরিস গর্বাতভের স্মরণে নিবেদিত

১

নেই সে তো আর। আঁধার ভুবন বেদনা-দুঃখভারে,
কী করে সইবো শূন্যতা তার জানে অন্তর্যামী;
অবিশ্বাস্য, ভাবি নি কখনো এমনও ঘটতে পারে:
তুমি পাশে নেই হে প্রিয় বন্ধু, বেঁচে রবো শুধু আমি।
অন্য শহরে গিয়েছিনু, যবে কবর দিয়েছে তারে,
কফিনের পাশে দাঁড়াতে পারি নি চিরবিদায়ের কালে।
আজ আমি যবে এসেছি ফিরিয়া — শূন্যতা চারিধারে;
সে তো নেই আর। অচিন পাখিটি উড়ে গেছে তার ডালে।
বাড়ি গেলে তার দেখবো নেই তো পুরনো সে মুখ আর।
যথারীতি আছে সে-বাড়ি, রাস্তা, ঘরটিও ছিমছাম,
দরজার 'পরে নেমপ্লেটে তার রয়েছে এখনো নাম।
হ্যাঙ্গারে ঝোলানো এখনো লাঠিটি এবং ওভারকোট
দরজার বাঁয়ে আগের মতোই পড়বার ঘর তার...
যাহা কিছু ছিল রয়েছে এখনো, তবু এ-সবের জোট
অর্থবিহীন মনে হয় শুধু, বুকচাপা হাহাকার।
দেখা হলে পর এতো কী গল্পে সময় বহিয়া যেত?
কখনো বলেছি, "আরে এসো, বসো, সেই গানখানা গাও!"
বলেছে, "আচ্ছা, বলো তো..." কিংবা "প'ড়ে এটা দেখবে তো!"
বলেছি, "তাহলে, পাঁচটায় কাল ঠিকঠাক এসে যাও।"
"একদা সে ছিল" — এটাই সত্যি, মনকে বুঝাই কত:
যত কিছু তার — অতীত এখন, আর অভ্যাস মতো
চলবে না বলা "কয়েছে", "করেছে", অতীতই সত্য আজ —
কেন তবে মিছে "বেঁচে রবো" বলে দিয়েছিলে আশ্বাস?

Еще в памяти все твои живы черты,
А уже не могу я сказать тебе «ты».
Говорят: раз ты умер — таков уж закон, —
Вместо «ты» про тебя говорить надо:
«он»,
Вместо слов, что люблю тебя, надо:
«любил»,
Вместо слов, что есть друг у меня,
надо: «был».
Так ли это? Не знаю. По-моему — нет!
Свет погасшей звезды еще тысячу лет
К нам доходит. А что ей, звезде,
до людей?
Ты добрей был ее, и теплей,
и светлей,
Да и срок невелик — тыщу лет мне не жить,
На мой век тебя хватит —
мне по дружбе светить.

2

Умер молча, сразу, как от пули,
Побледнев, лежит — уже ничей.
И стоят в почетном карауле
Четверо немолодых людей.

Четверо, не верящие в бога,
Провожают раз и навсегда
Пятого в последнюю дорогу,
Зная, что не встретят никогда.

А в глазах — такое выраженье,
Словно верят, что еще спасут,
Словно в год войны из окруженья,
На шинель подняв, его несут.

চোখের সামনে আছ যেন তুমি — এমনই টাটকা স্মৃতি,
অথচ কখনো আর তো তোমাকে ডাকবো না প্রিয় নামে;
গতায়ু হলেই — বলে বটে লোকে — সম্বোধনের প্রীতি
গর্হিত নাকি, "তুমি"র বদলে সঙ্গত বলা "সে"।
সঙ্গত বলা "ভালবাসতাম", "ভালবাসি" বলা মানা;
"আছে"র বদলে বিধেয় বলাই "ছিল" এক বান্ধব!
এই-ই কি সত্যি? জানি না সঠিক। মন বলে শুধু "না-না"।
তারকার আলো মরে গেলে তবু অতারকা-সম্ভব
জ্যোতি দেখি মোরা হাজার বছর। তুমি তো তারারও বাড়া —
আরো উজ্জ্বল, মমতাপ্রবণ, উষ্ণস্নিগ্ধ প্রাণ,
ঠিক আছে ভাই, কয়টা দিনই-বা কাটাবো তোমাকে ছাড়া —
যে ক'দিনই বাঁচি স্মৃতিতে আমার জ্বলে যাবে অম্লান।

২

বুলেটবিদ্ধ পলকে মৃত্যু হঠাৎ যেভাবে আসে,
তোমার প্রয়াণ অবিকল তাই, পাংশুল আছো শুয়ে;
তব সম্মানে সামনে তোমার প্রহরী দাঁড়ায়ে আছে
গার্ড-অব-অনারে চারজন ওরা উদ্গত শোকে নুয়ে।

ওরা চারজন তোমারই বন্ধু, নাস্তিতে বিশ্বাসী,
বিদায় জানায় পঞ্চমজনে ছিঁড়ে বন্ধনভার
শেষ রাস্তায় — যে-পথ গিয়েছে অনন্তে অবিনাশী —
এ-কথা জেনেই ও-মুখ কখনো দেখিবে না তারা আর।

তাদের চোখের দৃষ্টিতে ফোটে শপথের ব্যঞ্জনা:
যেন-বা এখনো সম্ভব, যেন বাঁচানো যাবেই তাকে,
যেন-বা ঘিরেছে চারদিক থেকে যুদ্ধের ঝঞ্জনা —
আহত বন্ধু কাঁধে নিয়ে বুঝি বাঁচাতে ছুটবে তাকে।

3

Дружба настоящая не старится,
За небо ветвями не цепляется, —
Если уж приходит срок, так валится
С грохотом, как дубу полагается,
От ветров при жизни не качается,
Смертью одного из двух кончается.

৩

প্রকৃত মৈত্রী হয় না পুরানো, এ কথাটা মনে রেখো
ডালপালা দিয়ে আকাশ জড়ানো যায় না। করো না শোক —
সময় যদি-বা শেষ হয়ে থাকে প'ড়ে যাবে ঠিক দেখো,
মহানির্ঘোষে ভূপতিত যথা ছিন্নকান্ড ওক।
যতদিন তার জীবন তখন বাতাসে পড়ে না ভূমে;
পড়বে তখনই যুগলের একে ঘুমালে সুচিরঘুমে।

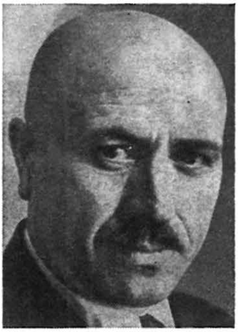

ককেশাসের কাবার্দিনো-বাল্কারিয়া অঞ্চলের অধিবাসী কাইসিন কুলিয়েভ ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই গীতিকবি ককেশাসের লোকগাথার ঐতিহ্য অনুসরণে সংযত ও সংক্ষিপ্ত প্রবচনাত্মক ভঙ্গীতে কবিতা লেখেন। এঁর কবিতার ভাববস্তু বহুমুখী: কঠোর দুঃখের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ, মানসিক দার্ঢ্য এবং প্রেম, মাতৃত্ব ও কর্তব্যবোধ। তাঁর সাম্প্রতিক শ্রেষ্ঠ কবিতাসংগ্রহ "আহত পাথর" (১৯৬৪) রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছে। তাঁর সাম্প্রতিক কবিকর্ম "শান্তি থাকুক ঘরে" (১৯৬৬) গ্রন্থে কাইসিন কুলিয়েভ তাঁর জীবনে এই প্রথম ককেশাসের কবিতার ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিক (আট ও বারো পংক্তির স্তবক) কবিতায় ব্যবহার করলেন।

কাইসিন কুলিয়েভ

КАЙСЫН КУЛИЕВ

* * *

Где-то стонет женщина вдали,
Напевает песню колыбельную.
Вечный страх, тревоги всей земли
Проникают в песню колыбельную.

Первой пулей на войне любой
Поражает сердце материнское.
Кто б ни выиграл последний бой,
Но страдает сердце материнское.

* * *

একটি নারী কোথায় যেন অনেক দূরে
ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে যায় করুণ সুরে।
এই দুনিয়ার চিন্তা এবং শঙ্কা — শুনি —
তাঁর সে গানে ওতপ্রোত, ঠাসবুনুনি।

যে-বুলেটই হোক না ছোঁড়া যুদ্ধে কোনো —
ঠিক তা বেঁধে মাতৃহৃদয়, সত্য শোনো:
যে যেখানে যুদ্ধে জিতুক — যারা বা যে-ই,
জিতছে তারা মাতৃহৃদয় চূর্ণ করেই।

* * *

«Растет ребенок плача» — есть пословица.
Но если плач ребенка слышу вдруг,
Так больно сердцу моему становится,
Как будто горы в трауре вокруг.

Я помню, как детей беда военная
Гнала в крови, средь выжженых путей.
Мне кажется: рыдает вся вселенная, —
Когда я слышу плачущих детей.

* * *

"শিশুর কাঁদা সুলক্ষণই" — প্রবাদ বলে।
কিন্তু যদি দেখি শিশু কাঁদছে পাশে
বুকে আমার কী যে ব্যথার প্লাবন ঢলে,
দেখি — পাহাড় কাতর যেন শোকোচ্ছ্বাসে।

মনে পড়ে শিশুরই মুখ যুদ্ধকালে
পোড়ামাটির মাধ্যিখানে রক্তছোঁয়া।
হঠাৎ কানে কোনো শিশুর কান্না এলে
এ-চরাচর দেখি করুণ অশ্রুধোয়া।

* * *

Сожженной Хиросимы горький дым
Проник в мой дом, и я опять страдаю.
И дым Освенцима ползет за ним.
Чернеет он, мне душу угнетая.

Земля — нам дом родной, единый дом.
Когда в нем праздник, я его участник,
Смеюсь, пляшу — все ходит ходуном,
Но если в нем несчастье, я несчастен.

Мы все — ограда дома. Силой всех
Он устоять способен в наше время.
Кто это сердцем понял — Человек:
Пить может из одной реки со всеми.

На праздниках твоих пляшу я всласть,
Дом, где я рос, — земля моя большая.
Но в день беды готов я мертвым пасть,
Пасть, твой порог врагу не уступая.

* * *

আমার ঘরে ঢুকে পড়ে কালো ধোঁয়া
অগ্নিদগ্ধ হিরোশিমা শহরের,
পিছে ছুটে আসে আউশ্‌ভিট্‌সেরও ধোঁয়া —
কালো কুণ্ডলী, অভিশাপ হৃদয়ের।

এই যে পৃথিবী — আমার জন্মভূমি —
উৎসবে মেতে উঠি যথা মাতে লোকে;
কিন্তু যখন করাল দুঃখ চুমি'
নামে অভিশাপ, মন পুড়ে যায় শোকে।

আমরা সবাই তারই দুর্জয় দ্বারী
আমাদেরই জোরে দাঁড়িয়ে আছে তো সে,
একই নদীজল সবারই তৃষ্ণাবারি:
সেই তো মানুষ এ-কথা যে বোঝে সে।

তব উৎসবে, জন্মভূমি হে মোর,
খুশিতে ভাসবো সন্দেহ নাই কোনো;
জীবন দিয়েও ঠেকাবো শত্রু ঘোর
দুঃখের দিনে তোমার, এটাই জেনো।

Женщина купается в реке

Женщина купается в реке,
Солнце замирает вдалеке,

Нежно положив на плечи ей
Руки золотых своих лучей.

Рядом с ней, касаясь головы,
Мокнет тень береговой листвы.

Затихают травы на лугу,
Камни мокрые на берегу.

Плещется купальщица в воде,
Нету зла, и смерти нет нигде.

В мире нет ни вьюги, ни зимы,
Нет тюрьмы на свете, ни сумы,

Войн ни на одном материке...
Женщина купается в реке.

নদীর জলে করিছে নারী স্নান

নদীর জলে করিছে স্নান নারী,
সূর্য দূরে দাঁড়িয়ে চুপিসারি

স্কন্ধদেশে আলতো রাখে হাত
বিভান্বিত সোনার ধারাপাত।

তার পাশেতে নাড়ছে মাথা বেশ
নদী তীরে পাতার সমাবেশ।

খাগড়াবন কোমরজলে ভাসে,
পাথরনুড়ি জলের ধারে হাসে।

নদীতে জল ছিটোয় স্নানরতা,
পালায় দূরে মরণ, অশুভতা।

ঝঞ্ঝা, শীত, বন্দীশালা, লোভ
পৃথিবী থেকে পেয়েছে যেন লোপ।

যুদ্ধ, মারী নেই ক' কোনোখান,
নদীর জলে করিছে নারী স্নান।

* * *

Речь горцев не цветиста, а сурова,
Их разговор бесхитростен и прост
Настолько, что боюсь я вставить слово,
Как конь боится выскочить на мост.

Здесь говорят, не повышая голос,
Неприхотлив крестьянский разговор,
Но слово совершенно, словно колос,
Бесхитростно, как каменный забор.

Тревожит рассуждающих не вечность,
Не старый спор: что истина, что прах?
И в речи их нет слова «человечность»,
А просто человечность в их словах.

Течет неприхотливая беседа,
Бывая только тем омрачена,
Что ночью телка пала у соседа,
Что нет кормов и далека весна.

И о насущном хлебе вновь заходит
Речь горских мудрецов, и речь сама

* * *

পাহাড়ী লোকের কথা তো রুক্ষ, মধুক্ষরা সে নয়;
তাদের আলাপচারিতা এতোই সাদামাটা সহজতা —
সম্ভব নয় তাদের প্রকাশ,
মনে সদা ভয় হয়
হঠাৎ বেপথে চলে গেলে ঠিক ভয় পায় ঘোড়া যথা।

কথা বলে ওরা সহজ সরল, গলায় নেই ক' বিষ;
চাষী মানুষের কথাই অমনি: সদাপ্রশান্তিময়,
আরো আছে তাতে নিটোল সুষমা — অবিকল গমশীষ,
অকপট, সোজা, যেন প্রস্তরপ্রাকারের ঋজু লয়।

শাশ্বত নিয়ে মাথাব্যথা নেই, খোঁজে না কখনো সেই
জটিল শব্দ: কোনটা অহং, কারে বলে সত্যতা;
মানবতা-টতা — বুকনি বকে না, বাগাড়ম্বরও নেই,
অথচ মূর্ত তাদের কথায় যথার্থ মানবতা।

গালগল্পও প্রাত্যহিকের, তারা দেখাসাক্ষাতে
বলে এটা-ওটা, কভু লাগে তাতে বিষণ্ণতার সুর —
পড়শীর ঘরে বকনা বাছুর মারা গেছে গত রাতে,
কিংবা বিচালী ঘাসের অভাব, বসন্ত বহু দূর।

অথবা জরুরী প্রসঙ্গ কোনো — একই কথা ঘুরে ফিরে,
অথবা পাহাড়ী পীরের গল্প;
তবু সবই আখ্যান

Родной землею пахнет и походит
На их нелегкий хлеб и на корма.

Я не вступаю в споры-разговоры,
Мне все равно, кто прав и кто не прав,
Мне сладко просто слышать речь, в которой
И доброта хлебов, и мудрость трав.

মাটির সুবাসে ভরা থাকে ঠিক, সর্ব অঙ্গ ঘিরে
ভাসে সুগন্ধ রুটির কিংবা পশুখাদ্যের ঘ্রাণ।

ওদের তর্কে যোগ দিতে আমি কখনোই চাইবো না;
ও-সবে কিছুই যায়-আসে না ক' — কে বা ঠিক, নয় কেহ;
শুধু যা আমার ভালো লাগে, তা সে — ওদের আলাপ শোনা,
ওতেই নিহিত কষ্টার্জিত রুটি ও খড়ের স্নেহ।

দাভিদ কুগুলতিনভ (জন্ম ১৯২২) কালমিক ভাষার বিখ্যাত কবি; ১৯৬৭ সালে রুশ ফেডারেশনের সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক। যে-বছর তিনি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল পাশ করে বেরোন সে-বছরই, ১৯৪০ সালে, তাঁর প্রথম বই "তারুণ্যের কবিতা" প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই তিনি সোভিয়েত লেখক সংঘে সদস্য রূপে গৃহীত হন। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে তিনি প্রথমে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন, পরে তাঁর ডিভিশনের সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন। যুদ্ধের শেষে মস্কোর সাহিত্য ইনস্টিটিউটে পড়াশুনো করে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর থেকে অদ্যাবধি কালমিক ও রুশ ভাষায় তাঁর দশটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। কুগুলতিনভের দার্শনিক কবিতাবলীতে শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণার প্রকৃত মর্মবাণী উপস্থিত করার প্রচেষ্টা বর্তমান। জীবন ও শিল্প সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত ইতিবাচক: তিনি যথার্থই সৎসাহসী ও নৈতিক শুদ্ধতাসম্পন্ন এক আধুনিক কবি। "অন্তর্দৃষ্টি", "সূর্যের সমান", "সমসাময়িক আমি তোমার", "বন্ধুপ্রেমের লক্ষ্যে", প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থাদির মূল বিষয়বস্তু — মানুষ, পরিপার্শ্বের সাথে ও অন্যদের সাথে তার সম্পর্ক এবং যুগসমস্যার প্রতি তার মনোভঙ্গী।

দাভিদ কুগ্‌ল্‌তিনভ

ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

* * *

Мать — Родина!.. Так люди называли
Ее издревле... Вправду — не она ли
Нам жизнь дала, и силы в нас влила,
И за руку взяла и повела?..
Она щедра по-матерински, — знаю...
Но Родина — она и дочь родная.

Все лучшее — и труд и вдохновенье —
Самозабвенно отдаем мы ей,
Как только детям отдают — продленью
Быстротекущих, кратких наших дней...
Здесь все мое!.. Бери его, упрочь,
О Родина моя!.. О мать и дочь!

* * *

অনাদি কাল থেকে ডেকেছে তাকে লোকে: মাতৃভূমি!..
এ প্রাণ আমাদের, শক্তি এ দেহের কপোল চুমি'
বলো, সে দেয় নি ক', নেয় নি হাত ধরে জনমভর?..
মায়েরই মতো তার পরম প্রশ্রয়ে কেটেছে ডর...
জেনেছি মনে মনে, মেয়েরই মতো তবু মাতৃভূমি।

শ্রেষ্ঠ আমাদের রয়েছে যাহা কিছু: প্রেরণা, শ্রমে
স্বার্থ ভুলে মোরা দিই যে তার হাতে সবই তুলে,
যেমন দিয়ে যাই সন্ততিরে যত ঠেকিয়ে যমে
মোদের জীবনের প্রবহমানতাকে তাদেরই কূলে...
আমার যাহা কিছু, এই তো সব!.. তুলে নাও গো তুমি,
মাতা ও কন্যকা: আমার সুখ, সাধ, জন্মভূমি!

* * *

Когда давно желанные слова
Спешат ко мне, — окликну их едва;
Когда, в мой труд сегодня проникая,
Отчетлив облик завтрашнего дня
И кажется, что вся судьба людская
Сейчас зависит только от меня, —
Событья обнажаются до корня,
Все тени исчезают на лету,
Все лица излучают доброту,
И все сердца становятся просторней, —
Тогда я нужен людям... И рука
Спешит за мыслью... И душа легка.

* * *

হৃদয়ে লুকানো অনেক কালের কথারা যবে
ভিড় করে মনে, পরম ভাগ্য মানি সে তবে;
কর্মে যখন প্রবিষ্ট হই প্রাত্যহিকে
আর দেখে নিই আগামী দিনের মর্মটিকে,
মনে হয় মোর, সকল লোকের ভাগ্য ভর
এই মুহূর্তে করে আছে শুধু আমারই 'পর, —
অমনি মূলেই প্রকাশে বিশ্বব্যাপার যত,
কুয়াশা যা-কিছু পলাতকা এক নিঃশ্বাসেই,
সকলের মুখ দেখি ঝলমল উল্লাসেই,
সবারই হৃদয় বিস্ফারিত ও দয়াবনত; —
তখন সকলে খোঁজে আমাকেই... ভাব আমার
তরতর বয় কলমে... কাটে যে হৃদয়ভার।

* * *

Когда иссякнут сил моих остатки,
И, вопреки рассудку,
вдруг,
Как конь, чей повод в вихре скачки
Наездник выронил из рук,
Любовь моя к тебе рванется,
И речь
Из родников мечты
Освобожденная польется, —
Не испугаешься ли ты?

Как прежде ли, не избегая,
Ты будешь другом звать меня?
Как прежде ль в тайны, дорогая,
Ты будешь посвящать меня?

И с детской радостью такою
В глаза доверчиво смотреть,
И руку маленькой рукою
Мне пожимать в минуты встреч?

...Не надо! Больше не могу!
Мне больно.

* * *

যখন শরীরে শক্তির শেষ বিন্দুটুকুও শুকিয়ে যায় আমার
এবং চৈতন্য সত্ত্বেও
হঠাৎ,
অবিকল লাগামহীন কোনো অশ্বের মতো
(লাগাম যার খসিয়ে নিয়েছে ঘূর্ণি ঘোড়সওয়ারের হাত থেকে)
ভালোবাসা আমার ছোটে তোমার দিকে
এবং স্বপ্নের উৎস থেকে
কথা —
উদ্দাম, স্বাধীন।
তখন কি ভয় হয় না তোমার?

দূরে না সরে গিয়ে আগেরই মতো
আমায় তুমি বন্ধু বলেই ডাকবে তো?
আগের মতোই গোপনে, হে বন্ধু,
তোমার যা-কিছু মেলে ধরবে তো আমার কাছে?

যেন ছোটোবেলাকার সেই ভালোলাগা দিয়ে
অসীম আস্থা নিয়ে চোখে দেখবে তুমি আমাকে,
হাত রাখবে আমার হাতে
যখন দেখা হবে আমাদের?

... হয়েছে, হয়েছে, দরকার নেই! সবকিছু চুকে যাক এখানেই!
কষ্ট হয় আমার, বড় কষ্ট।

Прикованный к доверью твоему,
Кляня другого, делаюсь невольно
Сообщником твоей любви к нему,
И — как без слез порою плачут —
Ревную я
Без права и без слов...

Прошу тебя:
С ним обо мне,
А не о нем со мною
Ты говори, любя иль не любя.
Не мать и не подруга я.
Иные
Ты мне слова и мысли приготовь.
И не вверяй мне
Тайн своих отныне,
И дружбой
Не карай мою любовь.

তোমার আস্থার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছি বলে
অভিশাপ পাঠিয়ে দিয়ে অন্য ঠিকানায়
অনিচ্ছায় আমি বনে গেছি তোমার ভালোবাসায় ভাগীদার।
আর অশ্রুবিহীন কান্না কাঁদে যারা
তাদের মতো আমিও কাঁপি ঈর্ষায় —
অধিকারবঞ্চিত, নির্বাক...

বলি তোমাকে, শোনো:
আমার কথা তাকে তুমি বোলো,
কিন্তু তার কথা
প্রেমে বা অপ্রেমে
দরকার নেই আমাকে বলার।
জননী বা বান্ধবী কোনোটাই তো নই আমি।
বরং তুমি আমাকে এবার
অন্য কথা বোলো, অন্য কোনো বোধের কথা।
আর এখন থেকে গোপন যা-কিছু তোমার আছে
বোলো না আমাকে পরম বিশ্বাসে,
বন্ধুতার মুষলে লগুড়ে
আমার ভালোবাসাকে তুমি পিষ্ট কোরো না আর।

নবি হাজ্‌রির (জন্ম ১৯২৪) বহু কবিতারই বিষয়বস্তু মানুষের পবিত্র প্রেমে উষ্ণ তাঁর মাতৃভূমি, মিন্‌গেচাউর সাগরের জলকল্লোল, কলকারখানার চিমনির ধোঁয়া, সোভিয়েত দেশের স্বনামধন্য মানুষ। পৃথিবীর সরল সাধারণ সমস্ত জনগণই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, তাঁর বুকের কাছের মানুষ। তাদের ভাগ্য, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ভাবিত। পৃথিবীর সমস্ত হতভাগ্য মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণা তীব্রভাবে তাঁর অনুভবে ধরা দেয়। তথাপি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানুষ আনন্দ ও সুখের পথ করে নেবেই। বাকু শহরের অনতিদূরে হুর্দালান গ্রামে এই প্রখ্যাত আজারবাইজানী আধুনিক কবি নবি হাজ্‌রি জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চমাধ্যমিক স্কুল শেষ করে মস্কোর গর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। রচনা প্রকাশ শুরু হয় ১৯৪৪ সাল থেকে। মস্কো ও বাকু থেকে অদ্যাবধি প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ১৫টিরও বেশি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাষায় এবং বিদেশেও তাঁর কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

নবি হাজ্‌রি

НАБИ ХАЗРИ

Весна

Весна проснулась рано,
как поэт,
и в заголовок
вынесла рассвет
и, прислонившись
к скалам над рекой,
задумалась
над первою строкой.
Решила:
все, что было —
то старо,
и, в солнце обмакнув свое перо,
лучами начала писать стихи
в горах, долинах рощах
и степи.
Усеяла
в рассветные часы
кустарник
многоточием росы.
И сосен
восклицательные знаки

বসন্ত

বসন্ত ওঠে অতি প্রত্যুষে,
যেন কবি খ্যাতনামা,
সূর্যোদয়টি অবিকল তার
যেন কোনো শিরোনামা,
নদীতীরে খাড়া পাহাড়ের কাছে
শিলাপটে ঠেস দিয়ে,
তন্ময়, তার বুঝি কবিতার
প্রথম পংক্তি নিয়ে।
এই কথা ভেবে মনে:
সবই পুরাতনী —
যা-কিছু অতীত,
ডুবিয়ে লেখনী সূর্যকরেতে
শুরু করে সে যে কবিতা লিখতে
উপত্যকায়, পাহাড়ে ও বনে,
মহাপ্রান্তরে
রশ্মির কণা দিয়ে।
ঢেকে দিলো সে যে
প্রত্যুষকালে
কুঞ্জবীথিকা
মুক্তার কণা শিশিরবিন্দু দিয়ে।
আর দেওদার
টিলায়, পাহাড়ে,

на взгорьях
приготовились к атаке!
Зеленый лист
или цветок возьми —
все это, друг мой,
творчество весны!

সূচীমুখ তার অবয়ব দিয়ে
আক্রমণের কী দেয় মহড়া!
সবুজ পাতাটি নাও তুলে দেখি
কিংবা সুরভি পুষ্পের মেলা;
হে মোর বন্ধু জানো নাই সে কি
বসন্ত ঋতুরঙ্গের খেলা!

Ждут нас где-то!

Потоки бьются, гор белеют груди,
зима не усыпляет, лето будит.
Неспящими бывают только люди.
Людей влечет работа и забота.
Мы люди. Ждут нас где-то, ждет нас
кто-то!

Быть может, тем, кто ждет нас
с нетерпеньем,
мы кажемся далеким сновиденьем,
мечтою, песнею, стихотвореньем.
Мы для кого-то добрая примета,
нас ожидает кто-то, ждут нас где-то!

Сады шумят с тоскою человечьей,
цветет земля, где предстоят нам встречи.
И руки друга лягут нам на плечи.
С утра до ночи, с ночи до рассвета
нас ожидает кто-то, ждут нас где-то.

Скрещенные дороги и излуки,
соединенные уста и руки.
Как встречи кратки, как длинны
разлуки!
Опять забота увлекает нас.
И где-то кто-то ожидает нас.

অপেক্ষমাণ

জলধারা গর্জিত, পাহাড়ের সাদা বুক —
জাগায় গ্রীষ্ম এসে, শীতে যে ঘুমিয়ে সুখ।
মানুষেরই শুধু একই অনিদ্র চোখমুখ।
মানুষেরই শুধু কত কাজ, কত টান
কে জানে কোথায় হয়তো-বা কেউ
আছে অপেক্ষমাণ!

হতেও পারে-বা যে আছে দাঁড়ানো
অধীর অপেক্ষায় —
বুঝি-বা আমরা তার কাছে কোনো স্বপ্নদৃশ্য ন্যায়
অথবা ভাবনা, দূরস্মৃতি কোনো গানের বা কবিতায়।
আছে কেউ বুঝি ভাবে যে মোদেরে সৌভাগ্যেরই দান,
কে জানে কোথায় হয়তো-বা কেউ আছে অপেক্ষমাণ!

হবে সাক্ষাৎ যেখানে সেথায় মাটি কুসুমের ফাঁদে
ধরা পড়ে রয়, আবেগে কাঁপিছে বাগান নৃত্যছাঁদে।
বন্ধুর হাত পরম আদরে ঘুরেফিরে পিঠে-কাঁধে।
সকাল হইতে রাত্রি এবং সারানিশি দিনমান
কে জানে কোথায় হয়তো-বা কেউ আছে অপেক্ষমাণ!

রাস্তার মোড়ে, পথের বাঁকেই ভবিষ্য অবহেলে
ঠোঁটে ছোঁয় ঠোঁট, বাহুবন্ধনে দুইটি হৃদয় মেলে;
মিলন স্বল্প, দীর্ঘ বিরহ
দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
ফের আমাদের কত কাজ দেয় কত শত দিকে টান,
কে জানে কোথায় হয়তো-বা কেউ আছে অপেক্ষমাণ!

রুশ ভাষা-সাহিত্য ও ইতিহাসের এই আত্যন্তিক প্রেমিক কবি নিকোলাই আসেয়েভ (১৮৮৯-১৯৬৩) কাব্যে নির্ভীক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মায়াকভ্স্কির যথার্থ অনুসারী। তাঁর কথা অনুযায়ী, "কবিচিত্তের বিশেষ ধরন ও প্রবণতার দরুনই" তিনি গীতিকবি হয়েছেন। তাঁর সুললিত কবিতা যেন স্বতোৎসারিত অবিরল ধারা; তাঁর কবিতার ছন্দ ও লয় স্পষ্ট, তেজস্বী এবং ভঙ্গি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিতার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি বারংবার তাঁর অবিস্মরণীয় যৌবন ও বজ্রঝড়ের পরবর্তী সতেজ সজীব দিনগুলোর দিকে হাত বাড়িয়েছেন। তাঁর কবিতা "মায়াকভ্স্কির যেথা শুরু" (১৯৪০) এবং "অনুধ্যান" (১৯৫৫) ও "সঙ্গীতি" (১৯৬১) নামের কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন। এই গ্রন্থদ্বয়ে আবেগপূর্ণ গীতিধর্মিতায় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মনুষ্যভাগ্য সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তাধারাই প্রতিফলিত।

নিকোলাই আসেয়েভ

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

Ещё за деньги люди держатся

Еще за деньги
люди держатся,
как за кресты
держались люди
во времена
глухого Керженца,
но вечно этого не будет.
Еще за властью
люди тянутся,
не зная меры
и цены ей,
но долго
это не останется —
настанут времена иные.
Еще гоняются
за славою, —
охотников до ней
несметно, —
стараясь
хоть бы тенью слабою
остаться на земле
посмертно.
Мне кажется,
что власть и почести —

এমন মানুষও...

এমন মানুষও আছে —
টাকার পিছনে হন্যে,
সেকালে যেমন লোকে
ছুটেছে ক্রুশের জন্যে
সুপ্রাচীন
সেই বধিরতা ছিল যবে;
কিন্তু অমন চলবে না চিরকাল।
এমন মানুষও আছে —
মুঠিতে ক্ষমতা কেবলি রাখতে চায়,
অথচ জানে না মূল্য
জানে না ক' তার সীমা কতখানি, হায়!
কিন্তু সে জেনো বেশি দিন আর নয়,
সময়ান্তর এসে গেছে
আজ ঠিক।
পিছনে পিছনে ছোটে
খ্যাতিকে ধরবে ব'লে
তেমন শিকারী কম?
অযুতসংখ্যা দলে, —
কেবলি চেষ্টা শুধু
যত সামান্য হোক
মাটির পৃথিবী 'পরে
নিজের নামটা র'ক।
আমি শুধু ভাবি মনে,
শক্তি বা সম্মান

вода соленая
морская:
чем дольше пить,
тем больше хочется,
а жажда
все не отпускает.
И личное твое
бессмертие
не в том,
что кто ты,
как ты,
где ты, —
а всех земных племен
соцветие,
созвездие
людей планеты!
С тех пор
как шар земной наш кружится,
сквозь вечность
продолжая мчаться,
великое
людей содружество
впервые
стало намечаться.
Чтоб все — и белые,
и черные,
и желтые
земного братства —
вошли в широкие,
просторные
края
всеобщего богатства.

সে তো সাগরের
বিলকুল নোনা পানি —
তৃপ্তি পাবে না কভু
যতই করিবে পান;
পিপাসাও রয়ে যাবে
সূচনার সমতুল।
তোমার নিজের
অমরতা, জেনো, ভুল;
কে তুমি,
কিসের,
তুমি কোথাকার —
নিরর্থ তথ্য তা।
পৃথিবীর লোক
পুষ্পশাখায় ফুল
মহাশূন্যেতে
তারকাপুঞ্জ যথা!
যেদিন হয়েছে শুরু
পৃথিবীর এই চক্রাবর্তে ঘোরা —
মহাঅনন্ত মাঝে এ বিশ্ব
ছুটেছে দারুণ বেগে,
সেদিনই প্রথম প্রবাহিত হল
বিশ্বপ্রেমের ধারা।
মিলিবে স্বতঃই সবে —
সাদা, কালো, পীত যাহা,
নিশ্চিত জেনো ভবে
ভ্রাতৃবাঁধন তাহা —
আসুক সকলে তবে,
মিলুক এখানে শেষে
আমাদের এই সব-পেয়েছির
দেশে।

Соловей

Вот опять
соловей
со своей
стародавнею песнею...
Ей пора бы давно уж
на пенсию!

Да и сам соловей
инвалид...
Отчего ж —
лишь осыплет руладами —
волоса
холодок шевелит
и становятся души
крылатыми!

Песне тысячи лет,
а нова:
будто только что
полночью сложена;
от нее
и луна,
и трава,

বুলবুল

দেখছো তো ফের
বুলবুল
আপনমনে
গাইছে অনাদিকালের গান...
কর্ম থেকে অবসর নেয়ার সময়
কবেই তো সে পার হয়েছে!

বুলবুল আজ
জরার মারে জীর্ণ...
অথচ দ্যাখো,
যখন ও থেকেই ঝরে গীতধারা —
শিউরে ওঠে তখন
আমাদের চুল যেন শীতে,
ডানা মেলে দেয়
আমাদের হৃদয়!

হাজার বছরের পুরনো গান,
তবুও নতুন আজো:
যেন
অর্ধনিশি জেগে এইমাত্র লেখা;
চন্দ্রিমা নিশি
এবং তৃণরাজি
এবং বনভূমি

и деревья
стоят завороженно.

Песне — тысячи лет,
а жива:
с нею вольно
и радостно дышится,
в ней
почти человечьи слова,
отпечатавшись в воздухе,
слышатся!

Те слова
о бессмертье страстей,
о блаженстве,
предельном страданию;
будто нет на земле новостей,
кроме тех,
что как мир стародавние.

Вот каков
этот старый певец,
заклинающий
звездною клятвою...
Песнь утихнет,
и страсти конец
и сердца
разбиваются надвое!

থমকে রেখেছে সে
মন্ত্রের সম্মোহনে।

হাজার বছরের পুরনো — ঐ গান,
তবু কী জীবন্ত আজো:
শিহরিত প্রাণ তারই সাথে
আনন্দবিভঙ্গে জাগে,
ফোটে তারই মাঝে
মরমানুষের ভাষা
হাওয়ায় হাওয়ায়,
শুনতে পাই!

ও তো সেই ভাষা —
অমর হৃদয়াবেগের,
পরম অধরাসুখের,
চরম যাতনাবোধের;
ও ছাড়া তো
পৃথিবী রয়ে যেত খবরহীন —
অনাদিকালের পৃথিবী।

দেখছো কেমন
প্রাচীন গায়ক সে —
তার যাদুতে
শপথ ভোলে তারকাপুঞ্জ, গ্রহ...
মিলিয়ে যায় গান,
হৃদয়ের আলোড়নও থামে
আর ছিন্নভিন্ন আমাদের বুক
দু'ফালি হয়ে যায় তখন!

নিকোলাই জাবোলোত্স্কি (১৯০৩—১৯৫৮) প্রধান সোভিয়েত কবিদের অন্যতম। 'স্তম্ভ' (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিখ্যাতি অর্জন করেন। কবির ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত কষ্টে কেটেছে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব থেকে বহু দূরে তাঁর দিন কেটেছে, বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য প্রকৃতি ও তার সাথে মানবিক সম্পর্কের দার্শনিক বোধ। প্রথম দিকে (তিরিশের দশক পর্যন্ত) প্রকৃতির সর্বনাশা রূপ তিনি সর্বেশ্বরবাদ ও পৌরাণিক দৃষ্টির আলোকে কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরে অবশ্য আরেকটি নতুন বিষয় আবির্ভূত হয় তাঁর কাব্যে: সেটি হল অন্ধ প্রকৃতির নানা রক্তক্ষয়ী বৈপরীত্যের মধ্যে সঙ্গতি আবিষ্কারের সাধনা। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি (এ-পর্যায়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা এগুলো: "কৃষিদূত", "মঙ্গলগ্রহের মুখোমুখি", "কুরূপা বালিকা", ও "শেষ প্রেম") সময়ে জাবোলোত্স্কি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাদির দিকে চোখ ফেরান এবং কবিতায় ধ্রুপদী সারল্য ও স্বচ্ছতর বাক্‌প্রতিমা আনার জন্যে সচেষ্ট হন। জর্জীয় কবিতার রুশ ভাষান্তরের জন্যেও তিনি প্রসিদ্ধ।

নিকোলাই জাবোলোত্‌স্কি

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

Некрасивая девочка

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам ее,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь
к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит ее и вон из сердца рвется,
И девочка ликует и смеется,
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей все на свете так безмерно ново,
Так живо все, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,

কুরূপা বালিকা

দেখে মনে হবে ছোট্ট ব্যাঙের পোনা:
সকলের মাঝে মেয়েটি খেলছে বেশ,
পরনের প্যাণ্ট আঁটোসাঁটো জামাশেষ —
কুণ্ডলী চুল কোঁকড়া লালচে-সোনা
এলোমেলো খুব, লম্বাটে মুখ, দাঁত
অসম, বিরূপ মুখের কুরূপ ছাঁদ।
তারই বয়সের দু'টি ছেলে নেশা-পাওয়া —
সাইকেল দিয়ে বাপ মিটিয়েছে সাধ —
চড়ে সেইটাই, ভুলে গেছে
নাওয়া-খাওয়া,
খেলছে উঠোনে, মেয়েটি পড়েছে বাদ,
তবুও মেয়েটি পিছু পিছু করে ধাওয়া।
অপরের খুশি — যেন সে নিজেরই তার —
ক্ষ্যাপায় তাকেও, উল্লাসে ভরে বুক,
নাচছে খুশিতে, ছড়ায় হাসিতে সুখ,
ঘিরে আছে তাকে জীবনভরা জোয়ার।

হিংসার ছায়া, দুষ্টবুদ্ধি নেই —
এসব শেখে নি এখনো বালিকা এই,
পৃথিবীর সবই নবীন তাহার চোখে,
জীবন্ত — যাহা মৃত ভাবে কিছু লোকে।
ভাবতে চাই নে সেদিনের পানে চেয়ে
আসবে সে কবে যখন কাঁদুনী মেয়ে

Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не
игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот
пламень,
Который в глубине ее горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!

И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
И если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

চমকে ভাববে সকল সুখীর মাঝে
একা সেই শুধু দুখিনী বেচারী, হেয়!
হৃদয় তো নয়
পুতুল-খেলনা, বাজে,
ভেঙে হবে গুঁড়ো একটি আঘাতে সে-ও!
তবু আশা রাখি, ঐ যে শুভ্র শিখা
জ্বলে অবিরাম অন্তরে তার — তাহা
যত যন্ত্রণা ক্ষয় করে দেবে, আহা,
দ্রবীভূত হলে কঠিন ললাটলিখা!

হোক না কুরূপা তাহার মুখের ছাঁদ,
কারো কল্পনা মুগ্ধ না হোক তাতে,
প্রাণের বিত্ত বিছায় এমন ফাঁদ
ধরা দেবে সবে প্রত্যেক পদপাতে।
কুরূপা সে যদি, রূপসী বলি-বা কারে?
রূপের পিছনে কেন যে মানুষ মাতে?
বাহ্যাবয়বে বলবো কী তবে তারে,
শমীবৃক্ষই — অগ্নি নিহিত যাতে?

Ходоки

В зипунах домашнего покроя,
Из далеких сел, из-за Оки,
Шли они, неведомые, трое —
По мирскому делу ходоки.

Русь металась в голоде и буре,
Все смешалось, сдвинутое враз.
Гул вокзалов, крик в комендатуре,
Человечье горе без прикрас.

Только эти трое почему-то
Выделялись в скопище людей,
Не кричали бешено и люто,
Не ломали строй очередей.

Всматриваясь старыми глазами
В то, что здесь наделала нужда,
Горевали путники, а сами
Говорили мало, как всегда.

Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом одним, —

কৃষিদূত

পরনে তাদের ঘরের তৈরী কোট,
সুদূরের ওকা নদী তীর থেকে সেই
এসেছিল তারা — অচেনা তিনটি লোক
পায়ে হেঁটে দুটো ক্ষুদকুঁড়ো খুঁজতেই।

সারা রুশ দোলে দারুণ ঝঞ্ঝামারে,
নড়ে সব কিছু, দোলে, মিশে একাকার।
সোরগোল ট্রেনে, নগররক্ষীদ্বারে,
দুখী মানুষের নির্জলা হাহাকার।

কেবল কী জানি এই তিনজন লোক
কাতারের মাঝে দাঁড়ায় বেখাপ ছাঁদে —
রাগে ফোঁসে না তো, বৃথা দেখায় না রোখ,
লাইনের বাধা মানে বিনাপ্রতিবাদে।

বুড়ো চোখগুলো চারদিকে বারবার
দেখে দারিদ্র্য কী যে করে, কী-বা নয়,
পোড়ে যাতনায়, তবু তো নিজেরা আর
যথা চিরকাল, নির্বাক আজো রয়।

যে গূঢ় গুণটি লোকচারিত্র্যে মেলে
তা হল: মানুষ শুধু যুক্তির দাস

Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.

Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум и сердце
                    без опаски
На одном наречьи говорят.

Эти трое мало говорили.
Что слова! Была не в этом суть.
Но зато в душе они скопили
Многое за долгий этот путь.

Потому, быть может,
                    и таились
В их глазах тревожные огни
В поздний час,
                когда остановились
У порога Смольного они.

Но когда радушный их хозяин,
Человек в потертом пиджаке,
Сам работой до смерти измаян,
С ними говорил накоротке,

Говорил о скудном их районе,
Говорил о той поре, когда
Выйдут электрические кони
На поля народного труда,

নয় ক', জানে সে মেলাতে হৃদয় ঢেলে
মননের সাথে সূক্ষ্ম হৃদয়াভাস।

এ থেকেই পেল উৎস যে অবিরত
রুশী লোকগাথা, অরূপ গানের রেশ, —
তাদের মাঝেই রয়েছে লুকোনো যত
হৃদয় মনের সংহত সমাবেশ।

ওরা তিনজন ছিল প্রায় চুপচাপ।
কী হবে কথায়! কথায় কি প্রাণ ভরে;
তার বদলেতে বুকভরা সন্তাপ
বইছিল তারা পথ-অবসান তরে।

হয়তো-বা তাই গভীর রাত্রে তারা
স্মল্নির* দ্বারে থেমেছিল এসে যবে,
চোখগুলি ছিল চাপা আশঙ্কা-ভরা,
উদ্বেগে ছিল থরথর ওরা সবে।

কিন্তু যখন জীর্ণ পোষাক প'রে
এসে দাঁড়ালেন ভবনের অধিকারী —
মুমূর্ষুপ্রায়, শ্রমে ক্লান্তিতে ভ'রে,
ছোট্ট ভাষণে ফুটলো ফুলের সারি:

বললেন যবে অফলা ক্ষেতের কথা,
বললেন যবে সময় সে নয় দূরে —
জনতার শ্রমে মাঠে মাঠে যথাতথা
যাবে বিদ্যুৎ অশ্বগতিতে উড়ে,

---

* স্মল্নি — অক্টোবর বিপ্লবের সদর দপ্তর; এই ভবনে প্রথম সোভিয়েত সরকার কাজ করতে শুরু করে। — অনুঃ

Говорил, как жизнь расправит крылья,
Как, воспрянув духом, весь народ
Золотые хлебы изобилья
По стране, ликуя, понесет, —

Лишь тогда тяжелая тревога
В трех сердцах растаяла, как сон,
И внезапно видно стало много
Из того, что видел только он.

И котомки сами развязались,
Серой пылью в комнате пыля,
И в руках стыдливо показались
Черствые ржаные кренделя.

С этим угощеньем безыскусным
К Ленину крестьяне подошли.
Ели все. И горьким был и вкусным
Скудный дар истерзанной земли.

উড়বে জীবন দু'পাখায় ভর ক'রে,
সুখের জোয়ারে ভেসে যাবে সব শোক,
সোনালী ফসলে ভাঁড়ার থাকবে ভ'রে
সারা দেশময়, উৎসবে হৃদিলোক, —

তিনটি লোকের বুক থেকে নেমে যায়
তখনি কেবল ভীষণ শঙ্কাভার,
যেন বা স্বপ্নে তারাও দেখতে পায়
লেনিনের মতো সে-সব দৃশ্যসার।

পিঠে-বাঁধা ঝুলি হঠাৎ ছিটকে দূরে
সারা ঘরময় ছড়ায় স্বচ্ছ ধুলো,
ঘরের তৈরী বাসি রুটি ঝুরঝুরে
সলজ্জ মুখে বের করে লোকগুলো।

ওগুলো দিয়েই অপূর্ব সমাদরে
চাষাভুষো লোক লেনিনে বরণ করে;
তিক্ত-অমৃত ও-রুটির স্বাদ জানে,
দুখিনী মাটির প্রসাদ ও-রুটি মানে।

নিকোলাই তিখোনভ (জন্ম ১৮৯৬) বিপ্লবের সন্তান, একজন কবি, সৈনিক ও পরিব্রাজক। "আমার বয়স যখন ৯ বছর আর স্কুলের ছাত্র আমি, তখনই ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারীতে রক্তাক্ত রবিবার প্রত্যক্ষ করি এবং ১৮ বছর বয়সে সৈনিক হিসেবে বুঝতে পারি বিশ্বযুদ্ধের আবর্তে পড়ে যাওয়া কী বস্তু। যে বছর লাল ফৌজ গঠিত হয় সে বছরই আমি তাতে যোগ দিই।" এই আত্মজৈবনিক মন্তব্য তিখোনভের সাহিত্যসৃষ্টির সংগ্রামী চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। সেই সাথে এও মনে রাখতে হবে যে শান্তির এক সক্রিয় যোদ্ধা তিনি, বিশ্বশান্তি পরিষদের একজন সদস্য এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের এক অনলস প্রবক্তা। এই দুই জিনিসের পাশাপাশি সহাবস্থান কি করে সম্ভব? একই ব্যক্তির মধ্যে কী করে একজন সৈনিক ও শান্তির প্রবক্তা পাশাপাশি অবস্থান নিতে পারে তার উত্তর কবি নিজেই দিয়েছেন: "চারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক বুড়ো সৈনিক হিসেবে শান্তির স্বপক্ষে এই মহান আন্দোলনের শরীক হওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না..." তিখোনভের স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও স্বল্পভাষী গাথা-কবিতাগুলো ("হানাদার" এবং "ঘরে তৈরী মদ" কাব্য সংকলন — যা বিশের দশকে তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল) ন্যায়ে উদ্বুদ্ধ শক্তি ও সাহসের যেন এক জয়স্তোত্র। তিখোনভ ভ্রমণ করতে খুব ভালোবাসেন, ককেশাস, মধ্য এশিয়া ও প্রাচ্যের দেশগুলিতে তিনি অত্যন্ত পরিচিত। অরুশী সোভিয়েত কবিতার তিনি যে রুশ ভাষান্তর করে থাকেন তা যথার্থই মহান কবির লেখনী নিঃসৃত। জনসেবা ও সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি "সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

নিকোলাই তিখোনভ

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

* * *

Под сосен снежным серебром,
Под пальмой юга золотого,
Из края в край, из дома в дом
Проходит Ленинское слово.

Уже на дальних берегах,
Уже не в первом поколенье,
Уже на всех материках
И чтут и любят имя: Ленин!

В сердцах народных утвержден,
Во всех краях он стал любимым,
Но есть страна одна, где он
Свой начал путь неповторимый,

Где были ярость, ночь, тоска
И грохот бурь в дороге длинной,
Где он родного языка
Любил могучие глубины,

И необъятный небосклон,
И все растущий вольный ветер...
Любить Россию так, как он, —
Что может быть святей на свете!

* * *

বরফে মোড়ানো দেওদার যেথা রুপোলি
সোনালি দখিনে যেখানে তমাল বনানী
সেথা ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় সকলি
জাগে বরাভয় লেনিনের মহাবাণী।

ইতিমধ্যেই দূর সমুদ্রতটে
ইতিমধ্যেই সব দেশে মহাদেশে
ইতিমধ্যেই পুরুষানুক্রমে রটে
লেনিন নামটি, ডাকে সবে ভালোবেসে।

প্রতি জায়গায় প্রোথিত গভীর মূলে
জনগণপ্রাণে তাঁর প্রতি ভালোবাসা,
একটি জায়গা কেউ তো যায় নি ভুলে
অনন্য পথে এনেছেন যেথা আশা।

যেখানে দুঃখ, রাত্রি, ক্রোধের ঠুলি
সুদীর্ঘ পথে রুদ্র অশনি মার,
সপ্রেমে সেথা মায়ের মুখের বুলি
জেনেছেন তিনি পরম রত্নসার,

বেসেছেন ভালো নীলাকাশ রাশিয়ার
এবং অবাধ স্বাধীন হাওয়ার ঢেউ...
পৃথিবী অবাক, — জন্মভূমিকে কেউ
ভালো কি বেসেছে তাঁর মতো ক'রে আর!

Под Ленинградом

Поля, холмы, лощины темно-синие
И перелески легкою волной,
Но через все — невидимая линия,
Неслышная — идет передо мной.

От Ладоги вы всю ее пройдете,
Она к заливу прямо приведет,
На старой карте вы ее найдёте,
С пометкой грозной — сорок первый год.

Та линия еще сегодня дышит,
Она по сердцу вашему идет,
Она листву вот этих рощ колышет
И в новый дом подчеркивает вход.

Возможно, поколеньям близким
Не так, как будущим, она видна,
Хоть кое-где гранитным обелиском
И надписью отмечена она.

লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে

বিস্তৃত মাঠ, বন্ধুর টিলা, নীলাভ উপত্যকা,
মেদুর হাওয়ায় ঢেউ-খেলানিয়া বনানীর সম্ভার;
অথচ তাদেরই মাঝখান দিয়ে নীরব সে-কোন রেখা
এসে অলক্ষ্যে সামনে আমার দাঁড়ায় সে ক্ষুরধার।

পেয়ে যাবে তাকে যদি-বা পেরোও লাদোগার* জলরাশি:
চলে গেছে সোজা না থেমে কোথাও উপসাগরের মুখে;
যুদ্ধকালীন মানচিত্রেই খুঁজে পাবে তাকে তুমি,
ভয়াল চিহ্ন — উনিশ শ' একচল্লিশ তার বুকে।

সেই পথ আজো নিঃশ্বাসবায়ে কাঁপে প্রাণহিল্লোলে,
এখন সে সোজা গিয়েছে তোমার হৃদয়ের তলদেশে,
বনভূমিভর ঝরায় পাতা সে মর্মরধ্বনি তোলে,
উঠেছে সেখানে ভবনের সারি ক্ষত সেরে গেলে শেষে।

হতে পারে বটে, আমাদের কাল — যেহেতু সে অদূরের —
দেখতে পাবে না যে-চোখে দেখবে ভাবীকাল পরে তাকে,
যদিও সত্যি উঠেছে স্মারক গ্রানাইট পাথরের
স্মৃতিফলকের তলদেশে বাণী স্মৃতিতর্পণ রাখে।

---

* লেনিনগ্রাদের নিকটবর্তী হ্রদ। গত যুদ্ধের সময়ে এর মধ্য দিয়ে অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের সঙ্গে একমাত্র সংযোগপথ ছিল। — সম্পাঃ

Но, кажется, она еще дымится,
И молнии пронизывают мрак,
На ней, на этой огненной границе,
Отброшен был и остановлен враг.

Заговорила роща на откосе,
Прислушайся, о чем шумит она,
Как будто ветер, набежав, проносит
Бесчисленных героев имена!

কিন্তু এখনো মনে হয় বুঝি, বুকে তার ওঠে ধোঁয়া,
আগ্নেয়াস্ত্রে বিদ্যুৎবাণ কাঁপায় অন্ধকার;
জেনো, ওরই বুকে সীমান্তভূমে অগ্নিঝলকে ছোঁয়া —
শত্রুবাহিনী হটেছিল সেথা, ভেঙেছিল চুরমার।

বিস্তৃত বন ঢালু পথে কী যে মৃদুভাষে বলে হায়!
শোনো কান পেতে কার কথা কয়, কী কাঁদন কেঁদে ফেরে
যখন বাতাস শন্‌শন্‌ বেগে নাম ধরে ডেকে যায়
গতায়ু যাহারা — স্বদেশের বীর, তাদের প্রত্যেকেরে।

Перед ночной Арагвой

Был час ночной и поздний,
        Для меня
Желтел фонарь колхозный
        На камнях.

Вода плясала
        В свете фонаря,
Моим глазам немало
        Говоря.

Как будто в пенах,
        Вихрях водяных
Мелькали смены
        Быстрых дней моих.

Топя их враз
        В холодной быстрине,
Стальной рассказ
        Река кидала мне.

От строк шумящих
        Глаз отвесть не мог,
От тех летящих
        Леденящих строк.

নৈশ আয়োগভা

গভীর নিশীথ, রাত্রি দুপুর কালো,
আমারই জন্যে সুখে
যৌথখামারে বাতি হলদেটে আলো
ঢালে পাথরের বুকে।

বাতির বুকেতে আলোকের ফাঁকে ফাঁকে
জলের বিন্দু নাচে,
আমার সামনে ইতিহাস এসে হাঁকে
অজস্র কথা যাচে।

মনে হলো যেন সাগরফেনোচ্ছ্বাসে,
জলঘূর্ণির নাদে
পিছু ফেলে আসা যত দিন উদ্ভাসে
তৃপ্তির আস্বাদে।

তখুনি তাদের গভীরে ডোবালো যদি
হিমেল ঠাণ্ডা খুঁড়ে,
ইস্পাতে গড়া কাহিনী তবে সে নদী
মোর দিকে দিলো ছুঁড়ে।

কোলাহলভরা সে-সব পংক্তি থেকে
আঁখি না সরাতে পারি,
উড্ডীন যতো বাণীমধুরিমা মেখে
নাচে পংক্তির সারি।

Их голос плыл
И в уши грохотал:
«Какой ты был,
Каким теперь ты стал...

Смотрел в меня,
В Арагву,
ты тогда
При свете дня —
В те юности года.

Смотри ж сейчас,
Мы вместе
и одни —
В полночный час
В седой поток
взгляни...»

Торчали камни,
И по их плечам
Стекали славно
Струи, клокоча.

Я камнем не был,
Волнами тесним,
И видит небо, —
Я не буду им.

Фонарь сиял,
Жестоко обнажив

তাদের কণ্ঠ ক্রমাগত ভেসে ভেসে
ওঠে কানে হুঙ্কারি:
"দ্যাখ্ দেখি ভেবেছিলি-বা কেমন, শেষে
এখনই হয়েছ-বা কী...

"দেখতিস চেয়ে এই তো আমার পানে —
আরাগ্ভা সেই কোন,
উজ্জ্বল দিন ফুটেছিল সবখানে
ছেয়ে তোর যৌবন।

"চেয়ে দ্যাখ্ দেখি এখন আমার মুখে,
কেউ তো কোথাও নেই —
মধ্যরাত্রে সময়ের সীমা রুখে
জলধারা বইছেই..."

গেঁথে আছে বসে পাথরের নুড়িশিলা;
তাদের পিঠের 'পরে
বহে চলে জল, প্রবাহ সে অনাবিলা,
জলবুদ্বুদ ঝরে।

আমি তো কখনো ছিলাম না নুড়ি সেই
তরঙ্গদোলা সয়ে,
উপরে আকাশ সাক্ষী —সে দেখবেই —
রই নি পাথর হয়ে।

মধ্যরাতের বাতি ঝিকমিক জ্বলে,
দমকা বাতাস আর

Зеленый шквал
И всплески, как ножи.

Сверкали искры
В свете фонаря,
Как будто освещала их
Заря.

И каждая жила
В огне волны,
Как будто шла
Из самой глубины,

Пронзая ночь
И ночи непокой...
Я был, Арагва,
Искрою такой!

জলের ঝাপটা ছুরিকার মতো ঝলে,
খুলেছে মুখোস তার।

ফুল্‌কি ফুটছে ছিঁড়ে আগুনের কণা
বাতির ভিতর পানে,
যেন উষসীর সুদীপ্ত রাঙা ফণা
ঝলসায় সবখানে।

জলতরঙ্গে আগুনের শ্বাসে হায়
সবারই কপাল বাঁধা,
যেন গহ্বর ফুকারে কঠিন রায়
অবিকল যেন ধাঁধা

অস্থির হাতে তীক্ষ্ন মর্মবীণ
বাজায় রাতের থই...
হে আরাগ্‌ভা, আমি ছিলাম তো কোনোদিন
আলোর ফুল্‌কি ঐ।

প্রখ্যাত বেলোরুশ কবি পেত্রুস ব্রভ্‌কার (জন্ম ১৯০৫) কবিতা সোভিয়েত কবিতার ক্ষেত্রে লোকগীতি-প্রবণতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর জন্মভূমি বেলোরুশিয়ার মাটিতেই তাঁর গীতিময়তার শিকড় প্রোথিত। তাঁর কবিতায় ধরা দিয়েছে সে দেশের বনানী ও প্রান্তরের অননুকরণীয় বর্ণবৈভব, স্রোতোস্বিনীর স্বচ্ছ তরঙ্গমালা, নগরের জনকোলাহল। লোককাহিনীর বিষয় ও ঘটনা, সাদামাটা ভাষা ও সঙ্গীতলয়প্রবণ ছন্দ তাঁর খুব প্রিয়। ফলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, তাঁর বহু কবিতাতেই সুরারোপ সম্ভব হয়েছে। "এবং সময় বহিয়া যায়" কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৬২ সালে তিনি লেনিন পুরস্কার লাভ করেন। বেলোরুশ ভাষায় রুশ ও ইউক্রেনীয় কবিতার অনুবাদক হিসেবেও তিনি অত্যন্ত খ্যাতিমান।

পেত্রুস ব্রভ্‌কা

ПЕТРУСЬ БРОВКА

Начало

Над нами тосты не гремели,
Когда мы только в жизнь вошли.
Лишь матери у колыбелей
Вздыхали, пели, как могли.

И на работу поневоле
С собой таскали нас они.
Под шелест жита, в знойном поле
Укладывали нас в тени.

Весь день в работе. Но и ночью
Не наступал покоя час.
— Усни, кровинка. Спи, сыночек! —
Они укачивали нас.

Порой не до кормежки сына, —
Полно у матери хлопот, —
И суслом хлебно-сахаринным
Младенцу затыкали рот.

Нас без присмотра оставляли
В горячке деревенских дел

প্রারম্ভ

পান-উৎসব হয় নি মোদেরে ঘিরে
পৃথিবীতে যবে প্রথম মেলেছি চোখ।
দোলনা দুলিয়ে গেয়েছেন ফিরে ফিরে
জননী মোদের গুনগুন করে শ্লোক।

অনিচ্ছাতেও অপারগ হয়ে মা'রা
নিয়েছে মোদেরে কাজের জায়গা যেথা,
তাতানো মাঠেতে শন্‌শন্‌ হাওয়াভরা
গাছের ছায়ায় রেখেছে শুইয়ে সেথা।

কাজে সারা দিন। রাত্রেও তারপর
অবসরটুকু পায় নি কখনো তারা।
"ঘুমো, সোনামণি, আমার বুকের'পর",
বলে দোল দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে মা'রা।

কদাচ-কখনো মোদেরে খাওয়ানো নিয়ে
মুশকিল হতো; কাজে হাত জোড়া, শেষে
মুখে মধুমাখা চুষিকাঠি গুঁজে দিয়ে
আমাদের মুখ বন্ধ করেছে হেসে।

থাকে নি ক' পাশে; মোদেরে গিয়েছে ফেলে
তাড়াহুড়ো করে নানা সংসারপাকে,

И лишь потуже пеленали,
Чтоб малый на пол не слетел.

Пеленки нас не удержали,
Мы на ноги сумели встать,
И босиком мы начинали
По колкому жнивью ступать.

Все было в мире незнакомо,
Все поражало нас кругом —
И встречи первые у дома
С котом, собакой, петухом,

И гром, и летние зарницы,
И сельской ночи тишина,
И бора шум, и звон криницы,
И августовская луна.

Росли мы... Дни текли за днями,
Окрепли руки, плечи, грудь.
Омыты щедрыми дождями,
Утершись чистыми ветрами,
Мы выходили в дальний путь.

কাঁথায় জড়িয়ে ঘরে রেখে গিয়ে ছেলে
মিনতি করেছে — বাছা যেন ভাল থাকে।

কাঁথার শাসন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠি
পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে জীবনমদে,
এখানে-ওখানে খস্‌খসে খড়কুটি —
তাহার উপরে হেঁটেছি নগ্নপদে।

পৃথিবী গোটাই ছিল তো অচেনা সাজে —
আর আমাদের কেবলি অবাক মানা,
যা-কিছু প্রথম দেখেছি আঙিনা মাঝে:
আমাদের পুষি, কুকুর, মুর্গীছানা,

ক্ষণবিদ্যুৎ কিংবা বজ্রধ্বনি
অথবা গ্রামের স্তব্ধ আঁধার রাত
বনানীতে বাজে শন্‌শন্‌ অনুরণি
অথবা আকাশে ঝোলানো পৌষচাঁদ।

ক্রমে বেড়ে উঠি... দিন পরে দিন যায়,
সমর্থ হলো হাত-পা, চওড়া বুক,
ধুয়েছি অঙ্গ বাদল-বারিধারায়,
ভোরের বাতাসে প্রাণ মন দেহ ছায়,
বহুদূর পথে পেয়েছি চলার সুখ।

Дубовый лист

Я не страшусь
Ненастья злого,
Перед метелью устою —
За жизнь держусь, как лист дубовый
За ветку держится свою.

В осенней мгле,
В промозглой хмури
Он полыхает, словно медь,
Чтобы в ответ на посвист бури
Раскачиваться
И звенеть.

Когда зимою
Вьюга стонет
И злобно щерится мороз,
Он прикрывает, как ладонью,
Ту ветку,
На которой рос.

Но, вешней зорькой
Околдован,

ওকপাতা

কখনো পাই নি ভয়
অন্ধ অভাগা দিনে,
তুষারঝটিকা রুখেছি তো বুক দিয়ে —
জীবন আঁকড়ে থাকি, যেমন সে ওকপাতা
শাখা-আশ্রয় নিয়ে।

কুয়াশাচাদরে মোড়া
কিংবা বাদলা দিন
ঝলকায় ওকপাতা, অবিকল যেন তামা,
বাজলে ঝড়ের শিস্‌
দোলে সে বিরামহীন,
সঙ্গতে যেন গান গায় পাখি শ্যামা।

আর্ত শীতেই যবে
তুষারঝঞ্ঝা কাঁদে,
বরফ কুটিল হাসে, —
করতলে ঢাকে পাতা
আপন শাখার মুখ —
যে শাখে লালিতও সে।

প্রভাতী সূর্য আর
বাসন্তী আলো দেখে

Он, встретив солнечный восход,
Уступит место листьям новым
И тихо наземь
Упадет.

মন্ত্রমুগ্ধ ওকপাতা মনোলোভা —
প'ড়ে যায় ঝ'রে ভূমে
শূন্য আসনে ডেকে
নবীন পত্রশোভা।

বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন বরিস পাস্তেরনাকের (১৮৯০—১৯৬০) কবিপ্রতিভা একাধারে জটিল ও স্ববিরোধী। প্রখ্যাত চিত্রকরের সন্তান তিনি সঙ্গীত শিখেছিলেন স্ক্রিয়াবিনের কাছে এবং দর্শন পড়েছিলেন জার্মানিতে গিয়ে — এভাবেই বিশ শতকী সংস্কৃতির নির্যাসে অবগাহন করতে পেরেছিলেন তিনি। প্রাত্যহিক তুচ্ছতা ও পারিপার্শ্বিক কোলাহল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার প্রবণতা স্বভাবের গভীরেই প্রোথিত ছিল তাঁর। আবার সেই সাথে তাঁর অন্তর্গত মানসভুবন এমন ছিল যে সচরাচর তার মধ্যে যেটুকু ধরা সম্ভব, তার দশগুণ বেশি জিনিস ধারণ করতো তা। তাঁর কবিতাতেও পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান ও মৌলিক পরিবর্তনসমূহের স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর প্রথম দিকের কবিতা শৈলীর দিক থেকে সম্ভবত অতি জটিল ছিল, তবে পরের দিকের কবিতা এক ধ্রুপদী সারল্যে মণ্ডিত। সম্পূর্ণ স্বকীয় বাক্যবিন্যাস, অনুষঙ্গভরা বাক্‌প্রতিমা ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে তাঁর রচনা বহুস্তরবিশিষ্ট কবিতায় পরিণত হয় এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত দর্শনরহস্য অপূর্ব কুশলতায় তিনি উন্মোচন করে তোলেন। শেক্সপীয়র ও গ্যয়টের রুশ ভাষান্তরের জন্যেও তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

বরিস পাস্তেরনাক

БОРИС ПАСТЕРНАК

* * *

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача.
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,

* * *

খ্যাতির ঈপ্সা অশোভন, জেনো: মানা।
সে তোমাকে কভু তুলবে না দূরাকাশে,
দরকার নেই কোনো মহাফেজখানা,
আঁকুপাঁকু করা পাণ্ডুলিপির পাশে।

সৃজনের মূলে রয়েছে আত্মদান।
নয় হৈচৈ, কীর্তির বোঝা বওয়া —
অর্থহীন তা, বিশুদ্ধ অপমান
লোকমুখে-মুখে কাহিনীর রাজা হওয়া।

বাঁচা দরকার শঠতার ছোঁয়া ছাড়া,
বাঁচবো এমন অন্তত যাতে শেষে
বিরাট ব্যাপ্তি পায় অনুরাগে সাড়া,
ধরা দেয় বোধে ভবিষ্য অক্লেশে।

একটুকু ফাঁক জেনো রাখা দরকার
ললাটলিখনে; কাগজের পিঠে নয়, —
থাকবে যেখানে কোণে কোণে লেখা তার
দৃশ্যে অংকে জীবনের পরিচয়।

অজানার তলে গভীরে নিমজ্জন,
লুকাও নিজের পদচিহ্নকে সেথা,

Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

কুয়াশার আড়ে লুকোয় যেভাবে বন,
অন্ধ আঁধারে দৃষ্টি চলে না যেথা।

তোমার ও-পথে অন্যেরা যাবে যাক,
পদরেখা ধরে যাক স্বেচ্ছায় তারা;
চেয়ো না কখনো, স্বগভীরে ঠাঁই পাক
জয়ে পরাজয়ে মনের দ্বন্দ্বধারা।

এবং চেতনা যেন সচেতন রয়
ঘটে সামান্য পদস্খলনও যদি,
থেকো জাগ্রত জীবন্ত প্রাণময়
জাগ্রত প্রাণ আমৃত্যু নিরবধি।

Ева

Стоят деревья у воды,
И полдень с берега крутого
Закинул облака в пруды,
Как переметы рыболова.

Как невод, тонет небосвод,
И в это небо, точно в сети,
Толпа купальщиков плывет —
Мужчины, женщины и дети.

Пять-шесть купальщиц в лозняке
Выходят на берег без шума
И выжимают на песке
Свои купальные костюмы.

И наподобие ужей
Ползут и вьются кольца пряжи,
Как будто искуситель-змей
Скрывался в мокром трикотаже.

О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят.

ইভ

জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে বৃক্ষরাজি;
মধ্যদিন, জেলেরা যেন ছুঁড়ছে জাল
দাঁড়িয়ে উঁচু পুকুরপাড়ে, দক্ষ বাজি
জলের বুকে মারলো ছুঁড়ে মেঘের পাল।

জলের ন্যায় ডুবলো ঠিকই গগনখানি
এবং তারই মধ্যিখানে মাছের মতো
স্নানার্থীরা: পুরুষ শিশু মক্ষীরাণী
সাঁতার কাটে, জলের খেলা অনবরত।

পাঁচটি-ছ'টি মক্ষীরাণী কাশের বনে
পুকুরপাড়ে উঠলো গিয়ে শব্দহীন,
ঝরায় জল বসন হতে অন্যমনে,
জলের রেখা বালির বুকে শুষোয় ক্ষীণ।

অঙ্গ বেয়ে সাপের খেলা জলের চিন,
খুলছে সুতো পেঁচিয়ে দেহ সুতোর বল,
আদিম সাপ প্ররোচণার বাজায় বীণ
সিক্ত দেহে বসন আড়ে লুকোয়, — খল।

শোনো গো নারী, তোমার দেহ, দৃষ্টিবাণ
অন্ধ কোণে বদ্ধ মোরে কভু রাখে না;

Ты вся — как горла перехват,
Когда его волненье сдавит.

Ты создана как бы вчерне,
Как строчка из другого цикла,
Как-будто не шутя во сне
Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук
И выскользнула из объятья,
Сама — смятенье и испуг
И сердца мужеского сжатье.

অস্থি তব কণ্ঠ চাপে, শাসায় প্রাণ,
যেমন কিনা শ্বাস রোধে সে উত্তেজনা।

খসড়া যেন আবির্ভাব তোমার বটে,
যেন-বা কোনো ভিন্নস্বাদী পংক্তিমালা,
যথার্থত যেমনি ঠিক স্বপ্নে ঘটে:
এই দেহেরই পাঁজর খসে বেরোও, বালা।

আর তখনি খসিয়ে তুমি হাত আমার
ছিন্ন করে আলিঙ্গন, বেরিয়ে আসো; —
তুমি যে নারী: আমার ত্রাস ও ব্যাকুলতার,
পুরুষপ্রাণে আতঙ্কের পূর্বাভাসও।

Когда разгуляется

Большое озеро как блюдо.
За ним — скопленье облаков,
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.

По мере смены освещенья
И лес меняет колорит:
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоти покрыт.

Когда в исходе дней дождливых
Меж туч проглянет синева,
Как небо празднично в прорывах,
Как торжества полна трава!

Стихает ветер, даль расчистив.
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев,
Как живопись в цветном стекле.

В церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри

মহাবিশ্ব

বিশাল হ্রদ স্বর্ণথালে মোহন মায়া,
তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মেঘের ভার
এবং আরো স্তূপীকৃত ধবল কায়া:
রুক্ষপ্রাণ পাহাড়ঘেরা গ্লেসিয়ার।

একটু হলে এদিক-ওদিক আলোর খেলা,
অরণ্যানী পাল্টিয়ে নেয় নিজের রং:
এই জ্বলে তো, এই বিছালো আঁধার-মেলা,
কৃষ্ণকালো বসন আড়ে লুকোয় ঢং।

বাদলা দিন যবে বিদায় নেবার মুখে
কৃষ্ণ মেঘ সরিয়ে উঁকি দেয় নীলিমা,
হাসে তখন উৎসবেতে গগন সুখে,
মাটির ঘাসও অতিক্রমে নিজের সীমা।

বাতাস মরে, দূরান্তরে কুয়াশা কাটে,
ভুবন ঘিরে ছড়িয়ে পড়ে রৌদ্রঝারি,
গুল্মেতৃণে উজ্জ্বলতা মাঠে ও বাটে
রঙিন কাচের আড়ে যেমন ছবির সারি।

গীর্জাঘরে জানলাবুকে রঙিন ছবি —
সেখান থেকে চিরন্তনে তাকিয়ে কারা?

В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.

রাজাধিরাজ, সন্ত, সাধু, পুণ্যলোভী
মুকুট শিরে, আঙরাখা গায়, নিদ্রাহারা।

গীর্জাঘরের গূঢ় গভীর — ঠিক যেমনি
অপার সীমা মর্তভূমি, জানলা দিয়ে
শুনেছি কানে কোন সুদূরের স্তোত্রধ্বনি
মাঝেমধ্যে, এই ভাগ্য এসেছি নিয়ে।

হে প্রকৃতি, মহালক্ষ্মীর গুপ্ত ঝাঁপি,
বহুকালের সেবাতে তোর রইব বলে
এই তো আছি গহন প্রাণের শিহরে কাঁপি,
ধন্য হয়ে আনন্দেরই অশ্রুজলে।

বরিস স্লুত্‌স্কি (জন্ম ১৯১৯) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৫৭ সালে, যখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। নিজের চারপাশে ছড়ানো বিক্ষিপ্ত যে-জীবনসত্য তা বিরল এক মুক্তদৃষ্টি নিয়ে প্রত্যক্ষ করেন এই কবি; বস্তুত এক যথার্থ কবি তিনি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ সেই সময়ে যখন সোভিয়েত লেখকেরা সত্যের অলংকৃত, কৃত্রিম রঙ-করা প্রকাশের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনের প্রতি সত্যসন্ধ, বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন। স্লুত্‌স্কির প্রথম দিককার কবিতার বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধ। সে সময়কার কাব্যসংকলনের নাম: "স্মৃতি" এবং "আজকাল ও গতকাল"। তাঁর কবিতা "পদার্থবিদ ও কবি" একদা এক দীর্ঘ ও উত্তপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করেছিল এবং আধুনিক সমাজে শিল্পের ভূমিকা নিয়ে সে আলোচনাতরঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন সাধারণ পাঠক, সমালোচক ও জনসাধারণ সকলেই। স্পষ্টই স্লুত্‌স্কির কবিতা বাদানুবাদ-আকর্ষী, কাব্যে বিধৃত তাঁর চিন্তাবলী অতিশয় সুস্পষ্ট (ব্যক্তিগত জীবনে আইনবিদ হওয়ায় হয়তো-বা এটা ঘটেছে) এবং তাঁর কণ্ঠস্বর যেন কোনো ভাষণদাতা বক্তার। তরুণতর কবিদের অনেকে তাঁর দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত। স্লাভ ভাষাভাষী (চেক্, সার্বিয়ান এবং পোলিশ) কবিদের রুশ ভাষান্তরকরণের জন্যেও তিনি সমধিক খ্যাত।

বরিস স্লুত্স্কি

БОРИС СЛУЦКИЙ

Лошади в океане

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко.

«Глория» — по-русски значит «Слава», —
Это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем гордый,
Океан старался превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

সমুদ্রে অশ্ববাহিনী

ইলিয়া এরেন্‌বুর্গকে

ঘোড়াও পারে সাঁতরাতে যে,
কষ্ট করে, খানিক যথা।

"গ্লোরি" — "যশঃ" এই ভাষাতে —
মনে পড়াবে তারই কথা।

যাচ্ছে জাহাজ বুক ফুলিয়ে,
যেমন নাম তেমনি কাম,
দিচ্ছে সাগর পাড়ি।
রাশ মেনেছে জাহাজ-খোলে
হাজার ঘোড়া রাত্রিদিন
হাজার মাথা নাড়ি'।

বৃথাই সব ভাগ্যফলে —
হাজার ঘোড়া! চারহাজারী অশ্বখুর!

ফাটলো মাইন জাহাজতলে
মাটি বুকের অনেক দূর।

নৌকো মোটে কয়েকখানাই, সবাই বাকি, —
ঘোড়ার পাল লাগলো তখন সাঁতরাতেই!

Как же быть и что же делать, если
Нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море, в синем, остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их,
Рыжих, не увидевших земли.

করা কী আর, কী আর করা, হবেই-বা কী
জায়গা যদি না থাকে ছাই নৌকাতেই?

রঙিন দ্বীপ ভাসছে যেন সমুদ্রেতে,
লাল-বাদামী ভাসছে সে যে সুনীল জলে।

ভাবলো ওরা — কী মজাটাই সাঁতার দিতে,
সাগরকে হায় করলো যে ভুল নদী বলে।

কেমন নদী? তীরভূমির হদিস তো নেই।
অন্তিমেতে ঠেকলো এসে অশ্ববল।

হ্রেষারবে চেঁচায় তারা প্রতিবাদেই,
ভাবতে বসে — কে ডোবালো ঘোড়ার দল।

চেঁচায় তারা আর্তনাদে পাতালমুখী,
পাতালেতেই ঠেকলো গিয়ে অবশেষে।

গপ্পো তো শেষ। তবুও আমি খুব অসুখী —
মাটির ছোঁয়া পায় নি ওরা ধূসর কেশে।

Старух было много...

Старух было много, стариков было мало:
То, что гнуло старух, стариков ломало.
Старики умирали, хватаясь за сердце,
А старухи, рванув гардеробные дверцы,
Доставали костюм выходной, суконный,
Покупали гроб дорогой, дубовый,
И глядели в последний, как лежит законный
Прижимая лацкан рукой пудовой.
Постепенно образовались квартиры,
А потом из них слепились кварталы,
Где одни старухи молитвы твердили,
Боялись воров, о смерти болтали.
Они болтали о смерти, словно
Она с ними чай пила ежедневно,
Такая же тощая, как Анна Петровна,
Такая же грустная, как Марья Андревна.
Вставали рано, словно матросы.
И долго, темные, словно индусы,
Чесали гребнем редкие косы,
Катали в пальцах старые бусы.
Ложились рано, словно солдаты,
А спать не спали долго-долго,
Катая в мыслях какие-то даты,

বুড়িরা অনেক...

বুড়িরা অনেক, বুড়োর সংখ্যা কম;
বুড়িরা তো কুঁজো, বুড়োদের শেষ দম।
বুড়োদের কিছু হার্টফেলে যায় মারা,
কী করে বুড়িরা — ঘর-বার ক'রে সারা,
আলমারি থেকে বের করে চুড়োধরা,
খোলে, দ্যাখে, নাড়ে ফেলে-আসা সব স্মৃতি:
শক্ত ওকের কফিন, দামেতে চড়া,
বুড়োর জন্যে কিনেছিল যথারীতি।
চোখের সামনে ঘরবাড়ি করে ভিড়,
নিজেদের পাড়া, পাশেই গোরস্তান —
যেখানে কেবল বুড়িদের বিড়বিড়:
প্রার্থনা, কথা এটা-ওটা শতখান।
মৃত্যুকে নিয়ে শুধু চলে আলোচনা,
মরণ ওদের অতিথি নিত্যদিন —
হাড়জিরজিরে, আনা পেত্রভ্‌না
বা মারিয়া-বুড়ি, বিষণ্ণা, খিনখিন।
মাঝিদের মতো ওঠে তারা খুব ভোরে
আলস্যভরে দীর্ঘ সময় নিয়ে
আঁচড়ায় চুল যে-ক'গাছি আছে জোরে
গোণে জপমালা শীর্ণ আঙুল দিয়ে।
শোয় তাড়াতাড়ি, যথা কোনো সৈনিক,
তবু কিছুতেই ঘুম চোখে আসে তো না,
মাথায় ভাবনা পাক খায় চারদিক —

Какие-то вехи любви и долга.
И вся их длинная,
Вся горевая,
Вся их радостная,
Вся трудовая —
Вставала в звонах ночного трамвая,
На миг
бессонницы не прерывая.

প্রেমের বা কিছু ঘটনার স্মৃতি নানা:
কত না দীর্ঘ পথ, মনে হয়,
জীবনে অনেক ক্লান্তি,
তবু আনন্দে কেটেছে সময় —
শ্রমের মূল্যে শান্তি।
ভোরের ট্রামের আওয়াজে বিছানা ছাড়ে,
রাত কাটে জেগে,
অনিদ্রা শুধু বাড়ে।

Физики и лирики

Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.

Значит, что-то не раскрыли
Мы,
        что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
Наши сладенькие ямбы,
И в пегасовом полете
Не взлетают наши кони...
То-то физики в почете,
То-то лирики в загоне.

Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно,
А скорее интересно
Наблюдать, как, словно пена,
Опадают наши рифмы
И величие
                степенно
Отступает в логарифмы.

পদার্থবিদ ও কবি

পদার্থবিদ, জানি, অতি সম্মানী,
কবিরাই শুধু কল্কে পায় না ভবে;
পরিহাসে কেউ এ-কথা বলে না, জানি —
এ-রকমই ভাবে পৃথিবীসুদ্ধ সবে।

অর্থাৎ কবি করে না আবিষ্কার
যা করা উচিৎ
তারও অন্যের মতো!
অর্থাৎ, সুর ছন্দের ডানা তার
দুর্বল, ভার সইতে পারে না অত;
পক্ষীরাজের উড্ডীন ডানাখানি
উধাও যেভাবে, ওড়ে না তেমন রবে...
পদার্থবিদ তাই অতি সম্মানী,
কবিরাই তাই কল্কে পায় না ভবে।

এ-কথা যে খাঁটি সহজেই বোঝা যায়,
তর্ক করে তো লাভ নেই ভাই কোনো;
ক্ষুণ্ণ হয়ে তো এড়ানো যাবে না দায়,
তা হলে যে-কথা সত্য, সে-কথা শোনো:
কথা সুর মিলে ছন্দের কারুকাজ
সাগরের ফেনা যেন-বা খেলায় মেতে,
ধাপে ধাপে গড়ে বিশাল মহিমাসাজ
তুঙ্গশীর্ষ
গাণিতিক সংকেতে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর, দু'বার সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং তুর্কমেনিয়ার মাখ্‌তুমকুলি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত তুর্কমেনিস্তানের বিজ্ঞান আকাদমির সদস্য, বিজ্ঞানের সম্মানিত কর্মী, প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সাহিত্যিক বের্দি কেরবাবায়েভ ১৮৯৪ সালে তুর্কমেনিয়ার তেজেন বসতিতে জন্মগ্রহণ করেন। অক্টোবর বিপ্লবের আগে এই ভাবী কবির শিক্ষাগ্রহণ হয়েছিল সেকেলে মাদ্রাসায়, কিন্তু বিপ্লবের পরে তিনি গিয়ে ভর্তি হন লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। যে যুগে তিনি জন্মেছিলেন তখন তুর্কমেনিয়ায় হাজারে একজনও লেখাপড়া জানতো না। ফলত তিনি ছিলেন প্রথম আলোকদাতাদেরই একজন; বহু বছর ধরে এই প্রজাতন্ত্রটির লেখক সংঘ তিনি পরিচালনা করে আসছেন। বের্দি কেরবাবায়েভ তুর্কমেন কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন কবি বলে চিহ্নিত। অজস্র কবিতার তিনি জনক, জাতীয় ভাষায় প্রথম নাটক তিনি রচনা করেছেন, এবং রুশ, ফার্সী ও আরবী ভাষা থেকে প্রথম তুর্কমেন অনুবাদেরও সৃষ্টি হয়েছে তাঁর হাতে। "নির্ধারক পদক্ষেপ" "নেবিৎ-দাগ" এবং "অলৌকিক জন্ম" উপন্যাসত্রয়ে তুর্কমেন ভাষায় বাস্তবধর্মী কথাসাহিত্যের সূচনা করেছেন তিনি। বার্ধক্য সত্ত্বেও এই প্রবীণ তুর্কমেন সাহিত্যিক কবিতা ও বড় বড় উপন্যাস নিয়ে অক্লান্ত কাজ করে যাচ্ছেন। জয়গান করছেন অক্টোবরের যা তাঁর নিজের জন্মভূমি ও জনগণকে দিয়েছে স্বাধীনতা ও সুখ-সমৃদ্ধি।

বের্দি কেরবাবায়েভ

БЕРДЫ КЕРБАБАЕВ

Стихи

В жизни не надо по многим причинам
Званьем кичиться и хвастаться чином,

Следует помнить и старым, и юным,
И самым вознесшимся в этом числе:

Быть человеком в мире подлунном —
Высшая должность на грешной земле.

বলো দেখি ভাই কী-বা দরকার জীবনে ভড়ং এতো —
পদ বা উপাধি কিছুরই দেমাক লাভ নেই দেখিয়ে তো।

জোয়ান বা বুড়ো যে যেথায় থাকো জেনো এ সত্য সার,
বিশেষত যিনি কেউকেটা লোক জানা দরকারই তার:

আকাশের নিচে মানুষ হওয়াটা দারুণ কঠিন পথ —
পাপী দুনিয়ায় সেইটাই হলো সবচেয়ে উঁচু পদ।

* * *

Ветрена механика превратности
Колесу судьбы диктует ход.
Кто творит другому неприятности,
Сам в капкан однажды попадёт.
Род ведут, неся свое тавро,
Зло от зла и от добра добро.

* * *

নিয়তি বড়োই লঘুচিত্ত যে, খেয়ালিপনা যে সবই,
ভাগ্যের চাকা সেই তো ঘোরায়, সে চায় ভাঙতে বানাতে
অন্যের ক্ষতি যে করে সদাই, শোনো বলছেন কবি,
সে নিজেই তবু একদিন ঠিকই পড়ে যায় নিজ ফাঁদে।
কোন যে বৃক্ষ জানবে সবাই, ফলে মেলে পরিচয়;
সৎ আনে সৎ, অসৎ — অসৎ, সত্যের নেই ক্ষয়।

* * *

Моим сединам оказавший почести,
На то, что я в годах, не намекай,
В заботливом и вежливом пророчестве
Ты мне покоя, друг, не предрекай.
Еще я молод и чего-то стою,
Еще пленяюсь женской красотою.

* * *

সম্মান দাও তোমরা যে মোর পক্বকেশের প্রতি —
চাই না অমন; বয়স হয়েছে সে আমি নিজেই জানি
বন্ধু হে মোর, এনে দেবে তুমি ধীরসুস্থির মতি
শুভাকাঙ্ক্ষায় শান্ত এ-হেন দিও না দিব্যবাণী।
এখনো নবীন রক্তের টান বোধ করি অনুভবে,
এখনো রূপের আগুনে পুড়ছি, জেনে রাখো ভাই সবে।

* * *

Успех человеческий — старый кочевник —
Приходит к достойным. И в этом, брат, суть.
Когда тебя честно обходит соперник,
Подножку не ставь ему. Рыцарем будь!

* * *

সফলতা মানুষের — বেদুইন, অবহেলে
আসে যোগ্যেরই কাছে। এটাই সত্যসার।
তব প্রতিযোগী যবে এগোয় তোমাকে ফেলে,
মেরো না'ক ল্যাং তাকে। ধরো হে অহংকার!

* * *

Горлана глотка здорова,
Начальственна походка,
Но, как известно, голова
В делах важней, чем глотка.

. . . .

Ишак кричать большой мастак.
Но знает всяк, что он ишак.

*   *   *

গলাটা লম্বা, আওয়াজ অহংকারী,
সাহেবী চলনও নকল করেছে পিছু;
বাপু হে জানো তো, মাথাটাই দরকারী
সব কাজেতেই, গলাটা নয় ক' কিছু।

. . . .

চেঁচায় গাধাটা — গানে যেন গলা সাধা!
লোকে জানে ঠিকই: গায়ক নয় সে, গাধা।

* * *

Тратить деньги легко, добывать тяжело.
Даже проще сломать, чем построить, жилье.
Даже вырезать ложку труднее, чем сжечь,
Съесть барана легко, а пасти его — мука.
Сделать друга врагом — пустяковая вещь,
Но совсем не легко из врага сделать друга.

* * *

পয়সা ওড়ানো সোজা, জমানো কঠিন বড়ো;
সহজ তো ঘর ভাঙা, দেখি তো ক'দিনে গড়ো!
কাঠ তো পোড়ানো সোজা, জিনিস গড়া — কঠিন;
সহজ সে মেষ বলি, চরানো সহজ নয়;
সখাকে শত্রু করা — কাজটা আয়াসহীন,
শত্রুকে মিতা করা সহজ তো মোটে নয়।

* * *

Мои доходы — слез мужских скупей,
Мои расходы — бешеный ручей,
Что б ни текло в мой дом, течет с трудом
И утекает с легкостью потом.
Со мною неразлучны лишь долги —
Мои непобедимые враги.

* * *

রক্তকে জল করা আমার উপার্জন,
অথচ খরচ দ্যাখো — স্রোতের নিঃসরণ;
ভাসায় না যেন ঘর, কষ্টেতে রাশ টানি
বহতা নদীতে মোর — সেটাই সত্য মানি।
দুঃসহ ঋণভার মোর সে নিত্য সাকি,
অজেয় শত্রু সাথে বেঁধেছি আমার রাখী।

কবি ভালেন্তিন সিদোরভের জন্ম ১৯৩২ সালে, ভরোনেঝ শহরে। মস্কোর লমোনোসভ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র বিভাগে পাঠ সাঙ্গ করে গর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। হিন্দুস্তান উপমহাদেশে একাধিক সফরের পর এই রূপকথার দেশ সম্বন্ধে বহু কবিতা লেখেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখক সঙ্ঘের সদস্য তিনি। স্থায়ীভাবে এখন মস্কোয় থাকেন, চাকরি করেন।

ভালেন্তিন সিদোরভ

ВАЛЕНТИН СИДОРОВ

Голубые холмы Индостана

Корабли плывут
Будто в Индию...
С. ЕСЕНИН

1.

Дух мечты ничто не изменило,
И ничто, наверно, на земле
Нас с такою силой не манило,
Как манила Индия к себе.

Мы стремились к ней, и не напрасно,
Не затем, что жаждали чудес,
А затем, что нам и ей подвластны
Высота и широта небес.

И уму неведомые дали
Млечный Путь соединил, светясь.
Пусть не сразу мы, но угадали
Наших душ таинственную связь.

Книга книг для нас с тобой открыта,
И в безмолвье звездном и ночном
В языке воскресшего санскрита
Мы глагол славянский узнаем...

হিন্দুস্তানের নীল গিরি

ভেসে যায় তরী
যেন-বা ভারত পানে...

সের্গেই ইয়েসেনিন

১

আমার স্মৃতিতে তোমার স্বপ্ন নাচে,
আর কোনো কিছু দেয় নি আমাকে নাড়া,
তোমার মাটিতে আমার পরাণ যাচে
হে ভারতভূমি, জাগায়েছ প্রাণে সাড়া।

তোমার সঙ্গ চেয়েছি বৃথা তো নয়,
এ যে নয় শুধু অলৌকিকের টান,
তোমাতে আমাতে জেনো গূঢ় পরিচয় —
আমাদের পায়ে আকাশ থুয়েছে মান।

ছায়াপথ-জ্যোতি খুললো বাঁধনঘের
মগজের কোষে — দিগন্ত গেল খুলে ;
তখন তো নয়, পরেতে পেয়েছি টের :
আমাদের প্রাণ একই ডোরে বাঁধা মূলে।

তোমার আমার পরম পুঁথিটি খোলা,
তারকাখচিত মৌনী নিশার তলে
পুনরুত্থিত সংস্কৃতের দোলা
তোলে সঙ্গীত স্লাভ শব্দের গলে...

2.

Голубые холмы Индостана!
(Свек скользит по отвесной скале.)
Мне сегодня нисколько не странно
Вас увидеть в редеющей мгле.

Море ниточкой тонкой синеет
И уходит, звеня, в синеву.
Не пойму: наяву ли,
                                во сне я,
Только кажется мне — наяву.

Нелегко мне далось ожиданье.
И ниспослана, как испытанье,
Черновая работа годов,
Чтобы ты различил очертанья
Прилегающих к небу холмов,
Чтобы в сумраке влажного леса,
Где простерся над нами навес,
Вдруг исчезла, как дымка,
                                        завеса,
Отделившая нас от небес,
Чтоб воскрес из слепого тумана
Фантастический блеск облаков...

Голубые холмы Индостана,
Многорукие тени веков...
Сколько раз затихающей ночью
Среди мелких забот и труда
Вас я видел, хотя и воочью
Вас не видел еще никогда...

২

নীল গিরি তুমি পরেছ অরূপ সাজ!
(জ্যোতিময় শিরে আলোক পড়েছে বাহি'),
কিছুতেই আমি অবাক হবো না আজ
ম্লান আঁধারেতে তোমার মুখেতে চাহি'।

সাগর যেন-বা নীল ফিতে সরু মতো
চলে যায় দূরে সুনীল গগনপানে।
বোঝা মুশকিল: স্বপ্ন দেখছি না তো,
না কি জাগ্রত? বুঝি না কিছুই মানে।

প্রতীক্ষা করা সহজ ছিল না, হায়,
ভাগ্য কি মোর পরীক্ষা নিতে চায়?
বহু বর্ষের কঠোর শ্রমের পরে
দেখবো তোমাকে নীল আকাশের গায় —
গিরি ও গগন যেন কোলাকুলি করে।
দেখবো বনের আবছা আঁধারে যাতে
আমাদের 'পরে ক্ষীণ আবরণ ঝোলে,
আকাশ ও মাটির মাঝখানে বাধা পাতে
যেই আবরণ, হঠাৎ সে যায় চলে;
অথবা দেখবো অন্ধ কুয়াশা ছিঁড়ি'
আধিভৌতিক মেঘের মিনার ওড়ে...

তোমার ভিতরে দেখেছি হে নীল গিরি
বহু শতকের বহুভূজ ছায়া নড়ে...
কত না রাত্রে নিভেছিল আলো তব,
মম চিন্তায় কর্মে নিয়েছ ঠাঁই
তোমার স্বপ্ন দেখিয়াছি অভিনব
এ চোখে যদিও কভু তোরে দেখি নাই...

3.

И опять за ратью рать теснится
В полумгле проснувшихся веков,
И опять грохочут колесницы
И трепещут отблески клинков.

Чья орда, какой набег вершила?
Задыхались в пламени дома,
И глаза бесчисленные Шивы
Равнодушно заливала тьма.

И опять, бунчук свой и знамена
Водрузивши в гордой высоте,
Победитель с думой затаенной
Подступил к невидимой черте.

Но она, как призрачная небыль,
С горизонтом уходила вспять.
Беспредельность скрывшегося неба
Не понять, не тронуть, не объять.

Вот и все.
                    В ночи мерцают реки.
Звездным светом зыблются ручьи.
Звуки труб растаяли навеки,
Стали прахом копья и мечи.

Колесницы, конница, пехота,
Как песок меж пальцев, протекли,

৩

দেখছি আবার সৈন্যে ভরেছে পথ,
আলো-আঁধারিতে অতীত শতক জাগে,
শুনি গর্জন তুলছে যুদ্ধরথ;
খেলিছে কৃপাণ, রৌদ্রঝলক মাগে।

কোন সে বাহিনী দিয়েছিল কোথা হানা?
নগর পুড়েছে লেলিহান শিখা ছোঁয়া,
শিবনেত্রের শোনে নি নিষেধ, মানা;
বাড়িঘর 'পরে উড়েছে মলিন ধোঁয়া।

রাজদন্ড ও ঝান্ডা আবার, দেখি,
মহাবিক্রমে মাথার উপরে তুলে
বিজেতার মনে গোপন ভাবনা সে কী
উঁকি দেয় ফের, ভালোবাসে মন ভুলে!

কিন্তু তা যেন আলেয়ার হাতছানি —
দিগন্তপারে কোথায় যে উবে যায়!
গোপনে লুকোনো অসীম আকাশখানি
যায় না তো বোঝা, অধরা রহিয়া যায়!

ব্যস্, এ-ই সব।
নদীতে আলোর শিখা।
তারা ঝলমল জোনাকী বাজায় বীণ,
যুদ্ধের শিঙা নিভেছে — ললাটলিখা,
বর্শা, কৃপাণও হয়েছে ভস্মে লীন।

অশ্ববাহিনী, রথ-রথী, পদাতিক —
আঙুলের ফাঁকে স্রোতধারা বালুকার;

Не нарушив даже на иоту
Равновесье неба и земли.

4.

Гасит отзвуки лунного эха
Гималаев пылающий снег.
Над обителью вечного снега
Вечность свой замедляет разбег.

В свете звездных и трепетных
молний
У подножья незыблемых скал
Нарастающий голос безмолвья
Настигает тебя, как обвал.

Нет, не зря,
как ведется издревле,
Ты к вершинам свой путь совершил.
Ты увидел воочию Время,
Что туманом нисходит с вершин.

И увидел ты мысленным взором:
Круг за кругом пройдя по земле,
Утолив свою жажду простором,
Возвращается Время к себе.

И услышал ты голос простора,
Что растаял, протяжно звеня:
— Все пройдет.
Не пройдут эти Горы,
Это Небо и эта Земля.

এ সবে কিন্তু তিলেক তরেও ঠিক
আকাশ ও মাটির টুটে নি সাম্যভার।

৪

হিমালয়বুকে জ্বলন্ত অঙ্গার
নির্ভয়ে সে দেয় চাঁদের প্রতিধ্বনি।
চিরতুষারের নিকেতন 'পরে কার
থেমে যায় গতি? সে যে মহাকাল, গণি।

তারকা কাঁপিছে বিদ্যুৎঝলকেতে
অটল গিরির পাদদেশমূলে বসি';
মৌনের স্বর বাড়িছে হাওয়ায় মেতে
ধায় তোমা পিছু, যেন ধ্বস গিরি খসি'।

না, সে নয় বৃথা, তোমার চংক্রমণ —
পর্বতচূড়ে বৃথা নয় তব যাওয়া,
মহাকালে তুমি মেলিয়া চক্ষু-মন
দেখেছ সেথায় কুয়াশাটোপরে ছাওয়া।

দেখিয়াছ তুমি কল্পনেত্র মেলি':
সময় ঘোরিছে দুনিয়াকে দিনেরাতে
দিগন্ততৃষা মিটিয়ে সে অবহেলি'
ফিরিছে এখন নিজ গৃহে আঙ্গিনাতে।

শুনিয়াছ তুমি শূন্যের ধ্বনি ডাকে —
গলিত-তরল, দীর্ঘ ঘোষণা তার:
— চলে যায় সবই।
কেবল পাহাড় থাকে,
আর থাকে সাথে গগন, পৃথ্বীভার।

5.

Не в объятьях тропической неги
И не так, как другие цветы, —
Лотос долго готовит побеги
Под тяжелою толщей воды.

День за днем незаметно растает,
Ночь за ночью померкнет,
                                        пока
Из воды над водою восстанет
Неподвижная чаша цветка.

Закачается гордо и плавно
Отраженный волной силуэт,
И тогда станет тайное явным,
Станет зримым невидимый
                                        свет.

Только лотос восходит не сразу,
И ускорить восход не спеши.
Не подвластный ни слуху,
                                        ни глазу,
Он подвластен движеньям души.

На холме, голубом и отвесном,
Мы стоим, чуть примявши траву,
И ни словом, ни звуком,
                                        ни жестом
Мы не смеем мешать
                                        волшебству.

৫

গরমদেশের আদরে সোহাগে নয়,
সে-রকমও নয় যেমন অন্য ফুল:
পদ্ম যে ফোটে সুগভীর স্নেহময়
ছড়িয়ে জলের ভিতরে নিজের মূল।

অলক্ষ্যে কাটে দিনের পরেতে দিন,
আসে আর যায় গোপনে
রাত্রিমালা,
হঠাৎ দেখি যে ভেসে ওঠে তার চিন —
জল 'পরে হাসে ফুলের শান্ত ডালা।

দোলে সে দোদুল গর্বিত মৃদুভাষে,
জলে তার পড়ে মধুর মুখচ্ছবি;
গোপন তখনই প্রকাশ্যে এসে হাসে,
অদেখা আলোকও দৃশ্যগোচর সবই।

পদ্মের ঘুম ভাঙে না সহজে অতি,
নিদ্রা টুটাতে ছোটে না ঊষার দ্বারে;
দেখে না, শোনে না কারেও মৃণালবতী —
আপন হৃদয়ই শুধু চায় জানিবারে।

আমরা দাঁড়ায়ে, পদতলে তৃণদল,
নীল গিরিচূড়ে: দেখি মহাবিস্ময় —
মুখে নেই কথা, হতবাক, নিশ্চল,
সর্বচিত্তে শ্রদ্ধাবনত ভয়।

И не смеем уйти мы отсюда.
Тишиною весь мир побежден.
Под водою свершается чудо.
Время есть.
                    Помолчим.
                                        Подождем.

হয় না সাহস — পিছু ফিরে যাই চলে,
মৌনী ভুবন, নীরবতা, নিশ্চুপ।
অলৌকিক কী উদ্ভাসে জলতলে?
সময় তো আছে,
অপেক্ষা করি,
চুপ।

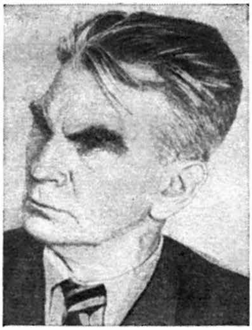

সেল্‌ভিন্‌স্কি, আন্তকোল্‌স্কি, তিখোনভ ও বাগ্রিৎস্কির সমকালেই ভ্লাদিমির লুগোভ্‌স্কই (১৯০১-৫৭) সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। মূলত "কনস্ট্রাক্টিভিস্ট" দলের অন্তর্গত এই কবি শুষ্ক, সাদামাটা, কথ্য আলাপচারী ভঙ্গীতে বিপ্লবী প্রজ্ঞাকে কবিতায় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। তিরিশের দশকে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনাধীন মধ্য এশিয়া ও ককেশাস ঘুরে ঘুরে দেখে স্বচক্ষে আবিষ্কার করেন নবীন এক জগৎ। লুগোভ্‌স্কইয়ের অন্তিম জীবন এক অভূতপূর্ব সৃজনাবেগে চিহ্নিত। পঁচিশটি গীতিকবিতা সম্বলিত তাঁর দার্শনিক মহাকাব্য 'মধ্যশতক" এবং "মহাবিষুব" ও "নীল বসন্ত" ভাবের সমুন্নত মহিমা ও আবেগের তীব্রতায় পাঠকচিত্ত জয় করেছে।

ভ্লাদিমির লুগোভ্‌স্কই

ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ

Вступление

Из поэмы «СЕРЕДИНА ВЕКА»

Передо мною середина века.
Я много видел.
                    Многого не видел.
Вокруг не понял и в себе не понял.
В душе не видел, на земле не видел.
И все ж пойми — вот исповедь моя:
Я был участником событий мощных
В истории людей. Что делать мне —
Простому сыну века?
                    Говорить
О времени, о том неповторимом,
Единственном на свете. О гиганте,
Который поднялся над всей землей,
На плечи взяв судьбу и жизнь планеты.
Как единична жизнь!
                    В мозгу людей
Миры летят и государства гибнут.
В ночном раздумье человека ходят
Народы по намеченным путям.
И все же ты лишь капля в океане
Истории народа.
                    Но она —
В тебе. Ты — в ней. Ты за нее в ответе.

উপক্রমণিকা

মধ্যশতক কবিতা থেকে

এই শতাব্দীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি।
দেখেছি প্রচুর।
আবার দেখি নি বহু কিছুই।
পারিপার্শ্ব বুঝি নি কভু, কখনো-বা নিজেকেও।
হৃদয়ের গভীরে তাকাই নি, তাকাই নি পৃথিবীর পানে।
বুঝবে সকলেই, — এই রইলো আমার স্বীকারোক্তি:
ইতিহাসপ্রবাহে বহু ঘটনারই আমি সাক্ষী।
কী করবো তবে? — এই আমি
এ-শতকের এক সাধারণ সন্তান?
সময়কে নিয়ে
বলা কোনো কিছু, অভূতপূর্ব ঘটনা নিয়ে
বা অনন্য কিছু নিয়ে। বলা — মহাবলীদের কথা
যারা দাঁড়িয়েছে উন্নত মাথা তুলে এই পৃথিবীতে,
কাঁধে নিয়েছে তুলে মর্তবাসীর ভাগ্য ও জীবন।
কী একক অনন্য এ-জীবন!
জনগণের মগজে
ঘূর্ণায়মান সারা পৃথিবী; রাষ্ট্র, দেশ ওঠে, পড়ে।
নৈশ ভাবনায় তার দাঁড়িয়ে থাকে
বিশ্বমানব নির্ধারিত নক্শার ছকে।
তবু তো দেখ, তুমি শুধু বারিকণা এক
মানবেতিহাসের বিশাল সমুদ্রে।
কিন্তু ওদিকে আবার সে —
অন্তর্লীন তোমারই। আর তুমি অন্তর্গত তার। তুমি তার দায়ভাগী।

За все в ответе — за победы,
славу,
За муки и ошибки.
И за тех,
Кто вел тебя.. За герб, и гимн,
и знамя.
Я уходил от виденья прямого.
Слепила слабость, принижала робость,
Мешала суетность, манила сладость
Земных ночей, звериное тепло.
Но, даже будь я зорок до конца,
Лишь малое сумел бы я увидеть.
Я спотыкался, падал,
поднимался
И снова шел.
Увы, я не пророк.
Я лишь поэт, который славит
время,
Живое, уплотненное до взрыва,
Великое для жизни всей земли.

Да, весь я твой, живое время,
весь
До глуби сердца, до предсмертной
мысли.
И я горжусь, что вместе шел с тобой,
С тобой, в котором движущие силы —
Октябрь, Народ и Ленин,
весь я в них.
Они внутри меня. Мы неразрывны.
И в том, что я сегодня записал,
Я слышу голоса, я вижу мысли
Других людей, друзей, живых и
мертвых.

হ্যাঁ, দায়ভাগী তার — যত কিছু বিজয়ের অথবা যশের,
যত কিছু ভাবনাপীড়নের অথবা ভ্রান্তির।
এবং দায়ভাগী তাদের
যারা তোমার পথিকৃৎ; এবং পতাকা, প্রতীক ও সঙ্গীতেরও।
সরল সত্যকে দেখি নি স্পষ্ট চোখে।
দুর্বলতা অন্ধ করেছে আমাকে, আমার ভীরুতা আমাকে দিয়েছে
হীনতা,
গর্ব বেড়েছে অপ্রতিহত আর পার্থিব হুল্লোড়ে
ভাসিয়েছি গা পাশব উষ্ণতায়।
কিন্তু তীক্ষ্ম দৃষ্টি আমার যদি থাকতোও-বা
তবু দৃষ্টির বাইরে রয়ে যেত বহু কিছুই।
খেয়েছি হোঁচট, পড়ে গেছি, ফের উঠেছি দাঁড়িয়ে,
চলেছি যথারীতি।
হায়, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই,'
আমি শুধু কবি, পংক্তিমালায় ধরে রাখি সময়কে,
জ্যান্ত, বিস্ফোরণপ্রয়াসে ঘনীভূত সময়কে,
আমাদের এ-গ্রহে সকলের কাম্য মহৎ কোনো সময়কে।

হ্যাঁ, তাই — হে জীবন্ত কাল, আমি তোমারই সঙ্গে আছি
আমার হৃদয়ের সব গভীরতা নিয়ে,
আমার শেষ চৈতন্য অবধি।
আর আমার গর্ব: তোমার সাথে সাথেই চলবো আমি,
তোমারই সাথে — যার মধ্যে সংহত সর্ব শক্তি:
অক্টোবর, জনগণ এবং লেনিন, আর আমিও সেই সাথে।
আর আমার সঙ্গী তারাও। আমরা অবিচ্ছেদ্য সকলে।
আজ এ-সব কিছু লিখতে লিখতে আমি এখনই
শুনতে পাচ্ছি কণ্ঠস্বর সকলের, দেখতে পাচ্ছি অন্যদের,
মৃত ও জীবিত বন্ধুদের
সমগ্র ধ্যানধারণাই।

Я записал все так, как я увидел,
И как умел, и как вообразил.
Я всюду вижу горькие пробелы —
Мне десять жизней нужно бы прожить,
Чтоб передать богатство нашей жизни,
То главное, что принесли мы в мир
На смену старому, в средину века.
Без сказки правды в мире не бывает.
Мне сказочное видится во всем:
В борьбе, природе, в жизни человека.
Я твой, живое время, весь я твой!

Я за окном услышал хруст шагов —
Идет румяный человек в ушанке.
Как молод он! Как щеки разгорелись
От холода! Журнал зажат под мышкой...
Пальто подбито ветром. Подожди,
Ты, молодость, ты, будущее наше!
Я здесь с тобой. Ты видишь эту книгу?
Я протянул ее.
Возьми ее!

যা-কিছু আমি দেখেছি লিখে রাখছি সব,
আমার যা-কিছু কল্পনা, আমার যা-কিছু সাধ্য, — সব।
আমি দেখছি সর্বত্র তিক্ত বিফলতা —
যদি পেতাম আরো দশগুণ আয়ু, তো
আনা যেত আমাদের জীবনের
যত সমৃদ্ধি,
এই মধ্যশতকেতে
সব প্রাচীনের নবায়ন সম্ভব করা যেত।
অলংকরণ ব্যতিরেকে নিরংকুশ সত্য কিছু নেই,
আমি তাই সবেতেই দেখি অতিকথনের ফাঁক:
হোক তা যুদ্ধ, বিশ্বপ্রকৃতি বা মনুষ্যজীবন।
আমি তোমার, হে জীবন্ত সময়, আমি সম্পূর্ণতই তোমার।

জানলার বাইরে পদধ্বনি শুনতে পেলাম —
রক্তবর্ণ একটি লোক কানঢাকা টুপি পরে যাচ্ছে রাস্তায়।
বয়েস কী কম! তার গাল ঠাণ্ডায় লাল!
বগলের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে একখানি পত্রিকা...
বেপরোয়া ওভারকোটের আস্তর তার — হাওয়া!
থামো, হে বন্ধু! আমাদের ভবিষ্য তুমি,
আমি আছি তোমার সাথে। দেখছো এই বই?
খুলে ধরলাম আমি।
নাও, এটা ধরো! তোমারই জন্যে এটা!

Та, которую я знал

Нет,
        та, которую я знал,
                                      не существует.
Она живет
                      в высотном доме,
                                               с добрым мужем.
Он выстроил ей дачу,
                                   он ревнует,
Он рыжий перманент
                                  ее волос целует.
Мне даже адрес,
                            даже телефон ее
                                                       не нужен.
Ведь та,
                  которую я знал,
                                      не существует.
А было так,
                        что злое море
                                        в берег било,
Гремело глухо,
                           туго, как восточный
                                                        бубен.

তাকে জেনেছিলাম যাকে

না,
যে মেয়েকে আমি চিনি
সে অস্তিত্বহীনা।
বিশাল এক ভবনে
তার বাস,
স্বামী দয়াবান।
ভদ্রলোক তাকে তৈরী করে দিয়েছেন বাংলো,
নিজ সৌভাগ্যে তিনি নিজেই ভয় পান,
লালচে বাদামী রং-করা
শ্রীমতীর চুলে
তিনিই চুমু খান।
না, দরকার নেই আমার কিছুই —
না মহিলার টেলিফোন,
না ঠাঁই-ঠিকানা।
কারণ সোজা —
যে মেয়েকে আমি চিনি
সে অস্তিত্বহীনা।
তবু কেমন যেন ছিল সব:
দামাল সাগর
ঝাপটেছে তীরে,
ফুঁসেছে হুংকারে,
ভীষণ নিনাদে,
সাঁওতালী মাদল যেন অবিকল,

Неслось
к порогу дома,
где она
служила.
Тогда она
меня
так яростно
любила.
Твердила,
что мы ветром будем,
морем будем.
Ведь было так,
что злое море в берег
било.
Тогда
на склонах
остролистник рос
колючий
И целый месяц
дождь метался
по гудрону.
Тогда
под каждой
с моря налетевшей
тучей
Нас с этой женщиной
сводил
нежданный
случай
И был подобен свету,
песне,
звону.
Ведь на откосах
остролистник рос
колючий.

মহিলার ঐ বাড়ির
চৌকাঠে গিয়েছে ছুটে
সোহাগে ঢলঢল।
সে-সব দিনে
আমাকেই
সে ভালোবেসেছিল পাগলের মতো।
বলতো বারেবারেই —
হবো আমরা
সাগর কি হাওয়ার মতো।
আহ্, কী সব দিন:
দুরন্ত সাগর
ঝাপটেছে তীরে,
দিয়েছে ধুয়ে
ফনিমনসা কাঁটায় ভরা
টিলার আশ পাশ
আর বৃষ্টি
মুষলধারে
সারাটা মাস।
তখন
সাগর থেকে
উড়ে আসা
কালো মেঘের নিচে
সে আর আমি
হয়েছিনু মুখোমুখি
কত বার আচমকা যে —
কী অপরূপই যে লাগতো তখন
দিনগুলো ছিল যেন আলো বা গান বা ঘণ্টা টুংটাং।
সত্যিই
ফনিমনসা কাঁটায় ভরা
সেই পাহাড়ী ঢালুতে।

Бедны мы были,
молоды,
я понимаю.
Питались
жесткими,
как щепка,
пирожками.
И если б
я сказал тогда,
что умираю
Она
до ада бы дошла,
дошла
до рая,
Чтоб душу друга
вырвать
жадными
руками
Бедны мы были,
молоды —
я понимаю!
Но власть
над ближними
ее так грозно
съела
Как подлый рак
живую ткань
съедает.
Все,
что в ее душе
рвалось, металось,
пело, —
Все перешло
в красивое,
тугое тело.

ছিল না চালচুলো,
বয়েসটাও ছিল কাঁচা,
বুঝি তো সবই —
দিন কাটাতাম তোফা
শক্ত কটকটে
পিঠে চিবিয়েই।
আর তখন
বলতাম যদি,
বাঁচব না আমি
তো সে মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়ে
স্বর্গ-নরক
করে ফেলতো তোলপাড়,
যেন ক্ষুধার্ত
দুটি হাত দিয়ে
সে আঁকড়ে রাখবে আমার হৃদয়।
ছিল না চালচুলো,
বয়েসটাও ছিল কাঁচা,
বুঝি তো সবই!
কিন্তু তারপর
প্রভুত্বের লোভ
প্রমত্ত হয়ে উঠলো তার মনে
যেন কোনো দুষ্ট ব্যাধি
কর্কট-রোগ
কুরে খাচ্ছে শরীর।
সব, সব
যা-কিছু ছিল তার হৃদয়ে
বিস্ফোরণোন্মুখ, বেগবতী, গুঞ্জনময় —
সবই চলে গিয়ে থাকলো শুধু
অপরূপ সমর্থ এক দেহমাধুরী।

И даже
бешеная прядь ее,
со школьных лет седая,
От парикмахерских
прикрас
позолотела.
Та женщина
живет
с каким-то жадным горем.
Ей нужно
брать
все вещи,
что судьба дарует,
Все принижать,
рвать —
и цветок и корень.
И ненавидеть
мир
за то, что он просторен.
Но в мире
больше с ней
мы страстью
не поспорим.
Той женщине
не быть
ни ветром
и ни морем.
Ведь та,
которую я знал,
не существует.

আর এমন কি তার
ক্ষ্যাপা চুলের রাশ,
হলোই-বা তা অকালে পাক-ধরা,
রাঙিয়ে নিলো সে
সেলুনে গিয়ে
সোনালী বরণ চুলে।
কী যে এক
লোলুপ অহংকারে
বাঁচতে লাগলো সেই মেয়ে।
ভাগ্য যা-কিছু তাকে
দিতে পারে
সবই ছিনিয়ে নিতে
চাইল সে,
ফুল তো বটেই
শিকড়টাও
সব কিছুই সে চাইল ছিঁড়তে।
আর ছুঁড়ে দিলো সে ঘৃণা
পৃথিবীটার দিকে
যেহেতু তা বড্ডো বেশি বড়ো।
কিন্তু এ দুনিয়ায়
তার সাথে
একইসাথে চাওয়ার
আর কিছু রইল না আমার।
আর, সেও তো আর
হবে না কোনো দিন
বন্ধু — সাগরের
কিংবা হাওয়ার
ঠিকই,
যে মেয়েকে আমি চিনতাম
সে অস্তিত্বহীনা।

Фотограф

Фотограф печатает снимки.
Ночная, глухая пора.
Под месяцем, в облачной дымке,
Курится большая гора.

Летают сухие снежинки,
Окончилось время дождей.
Фотограф печатает снимки —
Являются лица людей.

Они выплывают нежданно,
Как луны из пустоты.
Как будто со дна океана
Средь них появляешься ты.

Из ванночки, мокрой и черной,
Глядит молодое лицо.
Порывистый ветер нагорный
Листвой засыпает крыльцо.

Под лампой багровой хохочет
Лицо в закипевшей волне.
И вырваться в жизнь оно хочет,
И хочет присниться во сне.

ফোটোগ্রাফার

ছবি ওয়াশ নিয়ে ব্যস্ত ফোটোগ্রাফার।
স্তব্ধ নিশীথ, নির্জন চারিধার;
আকাশে চন্দ্র, নিম্নে পাহাড় জাগে —
কুয়াশার আড়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।

উড়িছে তুষার ঝিরিঝিরি চারিধার,
শেষ হয়ে গেছে বাদল ঝরার দিন।
ছবি ওয়াশ নিয়ে ব্যস্ত ফোটোগ্রাফার —
ফোটে ধীরে ধীরে মুখের আদল, চিন।

স্বচ্ছ আকাশে ভেসে ওঠে যথা চাঁদ
তেমনি কাগজে হঠাৎ ছবিটি ভাসে;
অবিকল যেন সাগর-গভীর ফাঁদ
ছিঁড়ে উঠে এসে তোমার মুখটি হাসে।

ট্রে-র বুক থেকে সিক্ত, শ্যামলী এক
লাবণ্যময়ী অবাক চাহিয়া রয়।
পর্বত হতে হাওয়ার দমকা বেগ
পাতাপল্লব ওড়ায় দেউড়িময়।

টকটকে লাল আলোকের উদ্ভাস
ঘেরে তব মুখ ফোটে তরঙ্গে ঢের;
ও-মুখের কাছে জীবন তো ক্রীতদাস,
ও-মুখ চাইছে স্বপ্নে আসতে ফের।

Скорее, скорее, скорее
Глазами плыви сквозь волну!
Тебя я дыханьем согрею,
Всей памятью к жизни верну.

Но ты уже крепко застыла,
И замерла волн полоса.
И ты про меня позабыла —
Глядят неподвижно глаза.

Но столько на пленке хороших
Ушедших людей и живых,
Чей путь через смерть переброшен,
Как линия рельс мостовых.

А жить так тревожно и сложно,
И жизнь не воротится вспять.
И ведь до конца невозможно
Друг друга на свете понять.

И люди, еще невидимки,
Торопят — фотограф, спеши!
Фотограф печатает снимки.
В редакции нет ни души.

জল্‌দি, জল্‌দি, ওঠো তো জল্‌দি করে —
উপরে মুখটি তোলো তরঙ্গ চুমি;
মম নিঃশ্বাসে করিব উষ্ণ তোরে,
আমার স্মৃতিতে বাঁচিবে আবার তুমি।

কিন্তু এখন, তুমি যে করুণাহীন,
জলতরঙ্গ গেছে থেমে নিষ্প্রাণ;
নিশ্চয়ই তুমি ভুলেছ আমার ঋণ,
দেখি দৃষ্টিতে রুক্ষ কঠিন বাণ।

ফিল্মে বিধৃত কতো না সুজন গুণী, —
মৃত বা জীবিত — আঁকা অনেকেরই রথ;
কার পদপাত মৃত্যু পেরোয় শুনি
এভাবে, যেমন সেতু পার হয়ে পথ!

জীবন জটিল হিতে আর বিপরীতে,
জীবনাতিরেক আয়ু নেই কারো কাছে;
কিন্তু তবুও দেখি না তো পৃথিবীতে
একে অন্যকে আমরণ বুঝিয়াছে।

এদিকে সবাই অগোচরে বসে তার
দিচ্ছে তাগাদা — ছবি চাই, চাই ছবি!
ছবি ওয়াশ করে একাকী ফোটোগ্রাফার।
মন ছাড়া তার বশে আছে আর সবই।

মাক্সিম রিল্‌স্কি (১৮৯৫—১৯৬৪) ইউক্রেনীয় কবিদের মধ্যে একজন প্রধান কবিরূপে চিহ্নিত। যখন তিনি স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেন; তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "শ্বেতদ্বীপে" বেরোয় ১৯১০ সালে, যখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো। খুব অল্প বয়সেই তাঁর শিল্পরুচি বিকশিত হয়ে ওঠে: উনিশ শতকী ধ্রুপদী কবিদের প্রেমে তিনি মজ্জমান ছিলেন, বিশেষভাবে তিন জন কবির প্রতি তাঁর অনুরক্তি ছিল সমধিক: রুশ কবি পুশ্‌কিন, ইউক্রেনের কবি তারাস শেভচেন্‌কো এবং পোলিশ কবি আদাম মিৎস্‌কেভিচ। কৈশোরে তিনি একসময় বিখ্যাত ইউক্রেন সঙ্গীতস্রষ্টা লিসেন্‌কো-র পরিবারে বসবাস করেছিলেন; লোকসঙ্গীতের প্রতি আমৃত্যু অনুরাগ তিনি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। মাক্সিম রিল্‌স্কির সুললিত গীতিকবিতা অত্যন্ত হৃদয়সংবেদী, কবিতায় তাঁর বর্ণবৈভব মৃদু স্বচ্ছ জল-রংয়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয় এবং তাঁর চিত্রোপম বর্ণনা অতিশয় অনুপুঙ্খ ও স্মৃতিগন্ধী। ইউক্রেনীয় ভাষায় অনুবাদক রূপে তাঁর সিদ্ধি অপরাজেয়; রুশ ও পোলিশ সাহিত্যের ধ্রুপদী কবিদের কবিতা ব্যতিরেকেও তিনি ফরাসী বোয়ালো-র "কাব্যশিল্প", কর্ণেল ও রাসিনের ট্র্যাজেডি এবং ভলতেয়ারের "পুসেল দ্য অর্লেয়াঁ" অনুবাদ করেছেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কিয়েভ বিজ্ঞান আকাদমিতে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্মে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৬০ সালে তাঁকে লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

মাক্সিম রিল্‌স্কি

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

Кучерская в Ясной Поляне

Тяжелой ночью, пред седым рассветом,
Он, молчаливый, сгорбленный, худой,
В холодную ноябрьскую погоду,
Стеклом коловшую больное сердце,
В оконце кучерской легонько стукнул
И приказал — приказ последний в жизни! —
В семейный выезд, в бричку, запрягать
Коней без шума...
                                        То была минута,
Когда с самим собою он порвал —
С тем, с Левиным, с аристократом, с графом,
С помещиком, с гусарским офицером
И даже с мудрецом яснополянским,
Что жил двойною жизнью, и, восторг
Толстовцев простоватых вызывая,
И праздные суды и пересуды, —
Да, нить порвал последнюю, живую,
Которою еще был связан с прошлым, —
Судья и подсудимый вместе с тем, —
Чтобы уйти скитальцем неизвестным, —
Куда? Он ясно понимал ли сам?
Глухой проселок, брызги от колес,
Пот лошадиный, бледный луч рассвета,
И крохотная станция, и поезд.

ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় কুঁড়ে

পক্ককেশ সকালের আগে কালো রাত্রি,
আর মানুষটি শুদ্ধ, বয়সের ভারে নুয়ে-পড়া, ক্ষীণদেহী;
নভেম্বরের এই কনকনে রাত
তার রুগ্ণ হৃদয় যেন ফালিফালি কাটবে কাঁচ দিয়ে।
কোচোয়ানের কুঁড়েয় এসে টুকটুক সে টোকা দেয় আনতো,
হুকুম করে — শেষ হুকুম তার জীবনের:
যেন এখুনি তৈরী হয় গাড়ি, ঘোড়া জুতে নেয়
যেন নিঃশব্দে...

এই সেই মুহূর্ত

যখন নিজের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল সে —
বিচ্ছিন্ন করেছিল লেভিনের থেকে, অভিজাত, কাউণ্টের কাছ থেকে,
জমিদার আর হুসার অফিসারের থেকে,
এমন কি সেই প্রজ্ঞাবান ঋষিকল্প ব্যক্তিটির কাছ থেকেও
এতদিন যে কাটিয়ে এসেছে দ্বৈতজীবন, এবং সরলমনা
তল্‌স্তয়পন্থীদের তাক লাগিয়ে যে কাটিয়ে দিয়েছে জীবন,
আর যাকে নিয়ে গালগল্পে আলস্যে দিন কাটিয়েছে তলস্তয়পন্থী
ঠিকই, অতীতের সাথে সেতুবন্ধ
সর্বশেষ জীবন্ত সুতোটুকুও ছিঁড়ে ফেলে
(যেন-বা নিজেই সে বাদী ও বিবাদী যুগপৎ)
বেরিয়ে যাওয়া ছন্নছাড়া ভবঘুরে অচেনার মতো, —
কিন্তু কোথায়? সে কি নিজেও জেনেছিল তা?
গাঁয়ের ছায়াচ্ছন্ন পথ, গাড়ির চাকায় নোংরা কাদা,
ঘামে ভেজা ঘোড়া, প্রভাতী ফ্যাকাসে আলো,
তারপর-ছোট্টো একচিলতে স্টেশন, তারপর ট্রেন।

Нестройных мыслей рой, как в тяжком сне,
Шум разговоров, слышный как сквозь воду,
Объятья ненавистной лихорадки —
И смерть...
И в воду синего пруда,
Где он порой с крестьянскими детьми
Купался, бросилась вдова, рыдая,
И не могла прийти в себя когда
Ее спасли — с какою целью? Кто?

Россия содрогнулась. Вместе с ней
Весь мир.
Та худощавая рука,
Что ночью постучалась в кучерскую,
Во все живые стукнула сердца
И пробудила светлую тревогу, —
И перед человечества судом,
Как перед совестью своей, предстал он,
И суд тот взвесил все его дела,
Искания, сомнения, порывы, —
И приговор был мертвому: бессмертье.

মাথার ভিতরে দুঃস্বপ্নের মতো হাজার চিন্তার এলোমেলো বিস্তার
জলকল্লোলের মতো অনর্গল বাক্যালাপের ধ্বনি,
জঘন্য ব্যাধির আলিঙ্গন —
অবশেষে মৃত্যু...
আর তারপর পুকুরের স্বচ্ছ নীল জল
যেখানে চাষী ছেলেমেয়েদের সাথে একদা
স্নান করেছিল সে, ক্রন্দনরতা বিধবা আত্মহত্যায় ছুঁড়েছিল নিজেকে
যেখানে, তারপর বোঝে নি নিজেও তখন,
কে, কী জন্যেই-বা বাঁচিয়েছিল তার জীবন।

সারা রাশিয়া কম্পমান। আর তার সাথে
সারা দুনিয়া।
কোচোয়ানের কুঁড়েয় রাতে
টোকা দিয়েছে বিশীর্ণ ঐ হাত:
যা-কিছু সপ্রাণ ঘা খেয়ে বেজে উঠেছে তাদের হৃদয়,
আনন্দ-ঔজ্জ্বল্যে জেগে উঠেছে তারা, —
আর, বিচারক মানবতার সম্মুখে
যেন-বা নিজের বিবেকেরই সামনে দণ্ডায়মান সে,
আর ঐ বিচারক মাপছে তুলাদণ্ডে তার কর্মধারা,
তার সত্যসন্ধতা বা সন্দেহ কিংবা উদ্যম, —
অতঃপর রায়ও বেরুলো মৃতের: অমরতা।

Война алой и белой розы

Был теплый дождь, в траве стоит вода.
ИВ. БУНИН

Был теплый дождь, в траве стоит вода,
И стрекоза на ветке обсыхает.
Запах острее донник. Из гнезда
Впервые в небо ласточка взмывает.

Подвязывая светлый виноград,
Смеется девушка сама с собою,
И ярко маки алые горят,
Омыты свежей влагой дождевою.

За речкой песня вдалеке слышна,
А у веранды, здесь, на клумбе малой
Идет в тиши бескровная война,
Все та же: белой розы с розой алой.

গোলাপের যুদ্ধ

প্রাণদ ঝরেছে বারি, জলকণা
দেখি ঘাসে।

ইভান বুনিন

প্রাণদ ঝরেছে বারি, জলকণা দেখি ঘাসে,
ফড়িং শুকায় ডানা তৃণশীষে দেহ মেলে।
মাটির গন্ধ সোঁদা। আকাশে ওড়ার আশে
ডানা মেলে দেয় চখা প্রথম সে বাসা ফেলে।

হেসে হেসে নিজ মনে — হৃদয়ে অথই বান —
বাঁধিছে কৃষাণী মেয়ে আঙুরলতার আঁটি;
ফটিকস্বচ্ছ জলে সদ্য করিয়া স্নান
জ্বলিছে পোস্তফুল গনগনে লাল ভাঁটি।

দূর হতে ভেসে আসে সুরেলা গানের শিস,
এদিকে এখানে দেখি: বারান্দাটার আড়ে
নিরন্তু সংগ্রাম চলিছে অহর্নিশ —
শ্বেত গোলাপের সাথে লাল গোলাপের ঝাড়ে।

রুশ মহিলা কবি মার্গারিতা আলিগের (জন্ম ১৯১৫) কাব্যচর্চা শুরু করেন ১৯৩৩ সালে; ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি গর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউটের ছাত্রী ছিলেন। "জৈয়া" (১৯৪২) কবিতা প্রকাশের সাথে সাথে তিনি বিখ্যাত হয়ে পড়েন, কবিতাটি জৈয়া কস্‌মদেমিয়ান্‌স্কায়া নাম্নী মস্কোর একটি স্কুলছাত্রীর জীবনের বিয়োগান্ত কাহিনী, পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে (১৯৪১-৪৫) এই বীরকন্যার মৃত্যুবরণের আলেখ্য। কবিতাটি সোজাসুজি পাঠকদের সম্বোধন করে লেখা। "তোমার জয়" (১৯৪৫), "সুন্দরী মেচা" (১৯৫১) কবিতাদ্বয়ে এবং পরবর্তী দশ বৎসরে আরো যা-কিছু তিনি লিখেছেন তার মধ্যে তাঁর কবিতার মূল সুর বিধৃত: মানবিক সম্পর্কের অপরিসীম শুদ্ধতা, বীরোচিত আত্মত্যাগ, পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা এবং নৈতিক উৎকর্ষ। তাঁর কবিতা যেন কোনো বেহালার তার, সর্বদা উত্তেজনায় অনুরণিত, কম্পমান; কবিতায় কথোপকথনের বাক্‌ভঙ্গিমা ব্যবহারও তাঁর বিশেষত্ব।

মার্গারিতা আলিগের

МАРГАРИТА АЛИГЕР

Просека

Есть в моем лесу одна дорога,
где
    с утра,
            в ночи,
                        на склоне дня
Кто-то смотрит пристально и строго
Сквозь прямые сосны на меня.
Глаз не отводя и не мигая,
Кто-то смотрит на меня в упор:

— Я-то думал, ты теперь другая,
Ну а ты,
все та же ты,
с тех пор...
Так же все и маешься?
А я-то...
Я-то думал... Я-то был бы рад...

Повожу плечами виновато
и навстречу поднимаю взгляд.
Вижу высоко над головою
сосны, облака, голубизну,
хлопья снега, вековую хвою,
лето, осень, зиму и весну.

বনপথ

আমার এ বনে একটিই শুধু পথ
সেখানে
        সকাল
                সন্ধ্যা
                        এবং রাত
কে যেন তীক্ষ্ন গভীর দৃষ্টি হানে
আমার পানেতে দেওদারবন থেকে।
বেঁধে কেবলি সে অন্তর্ভেদী বাণে
অপলক চোখে তাকিয়ে আমার দিকে:

"ভেবে তো ছিলাম তুমি আজ ভিন্‌লোক,
কিন্তু দেখিনু এযে বটে সেই তুমি,
পূর্বের মতো অবিকল সেই তুমি...
আজো কি রয়েছ তেমনি অসুখী লোক?
অথচ আমি তো...
দেখ না, আমি তো... খুশিই হতাম যদি..."

যেন অপরাধী মৃদু হেসে ভীত-ভীত?
বুলায়েছি চোখ মুখে তব দ্রুতগতি।
দেখিনু তখন মাথার উপরে কোন
দেওদার, মেঘ, মহানীলিমার ভেলা,
তুষারের গুঁড়ো, অনাদিকালের বন,
গ্রীষ্ম শরৎ শীত ফাগুনের খেলা।

Вспоминаю жизнь свою с начала
и невольно замедляю шаг...
Что успела?
                Все не так да мало.
Что свершила?
                Мало да не так.
Все-то я живу уж как умею.
Много ли умею, вот вопрос?!
Все-то я надеюсь,
                что успею.
Как бы после плакать не пришлось.

Не пришлось бы спохватиться поздно,
Все ли впрямь задачи решены?

Кто-то смотрит ласково
                и грозно
С тихой неприступной вышины.

Есть в моем лесу одна дорога,
Просека,
                пробитый в чаще путь...
И шепчу я:
                — Подожди немного!
Я счастливой стану как-нибудь.
Я осилю — обещаю свято —
мелкий вздор, неправду
                и вражду...

И в ответ я слышу:
                — Ладно, я-то...

সারাটি জীবন ভাসিল চোখে — সময়
থামিল চরণ নিজ অলক্ষ্যে কোনো...
কীই-বা হয়েছি?
আহা-মরি কিছু নয়।
করেছি কীই-বা?
কিছুই নয় তেমন।
যেমনি পেরেছি বেঁচেছি সেভাবে, জানি।
কতটা পেরেছি এই কি প্রশ্ন তবে?
বেঁচেছি আশায় — করার সময় হবে।
পারিনি যখন, কাঁদনই নিয়তি মানি।

যদি বা হঠাৎ মনে পড়ে কোনো ভুল,
সংশোধনের সময় পাবো কী মতে?

তীক্ষ্ন কোমল দৃষ্টি আমার মূল
বিঁধিছে শান্ত বনানীশীর্ষ হতে।

আমার এ বনে একটিই পথ শুধু,
বনপথ সে যে —
গহীন বনের ফাঁকে...
চুপিসারে বলি:
"একটু দাঁড়াও বঁধু!
পাবো ফিরে, দেখো, সুখের স্বর্ণশাখে।
মাথার দিব্য, চেষ্টা — অংশভাক
হবোই, কাটিয়ে মানুষী দুর্বলতা
আবোলতাবোল মিথ্যা চাতুরীছল..."

উত্তর শুনি:
"ঠিক আছে, দেখা যাক!

Я-то верю... Я-то подожду...
Я-то что... Вот ты-то как?

— Не знаю...

— Постарайся все-таки дойти...

Жизнь моя — дорога та лесная,
неизменный свет в конце пути.

ভরসা তো করি... সবুর করবো, তা...
আমি তো... আচ্ছা, পারছি তো ঠিক, বল?"

"জানি না এখনো..."

"চেষ্টা তো যাও করে..."

জীবন আমার বনপথ ঠিক যেন,
একটি আলোক ডাকে পথশেষে মোরে।

Двое

Опять они поссорились в трамвае,
не сдерживаясь, не стыдясь чужих...
Но зависти невольной не скрывая,
взволнованно глядела я на их.

Они не знают, как они счастливы.
И слава богу! Ни к чему им знать.
Подумать только! — рядом, оба живы,
и можно все исправить и понять.

তারা দুজন

ফের ট্রামেতে ঝগড়া করে তারা,
অসংযমী, বেহায়া — তাই বটে...
আমি কিন্তু ঈর্ষাবোধে সারা —
রুদ্ধশ্বাসে দেখছিনু কী ঘটে।

জানে না ক', সত্যি সুখী ওরা।
দোহাই খোদা! না জানাটাই ভালো।
ভাবুন দেখি — জ্যান্ত বলে ওরা
পারবে ধুয়ে ফেলতে মনের কালো।

«Да» и «нет»

Если было б мне теперь,
восемнадцать лет,
я охотнее всего
отвечала б: нет!

Если было б мне теперь
года двадцать два,
я охотнее всего
отвечала б: да!

Но для прожитых годов,
пережитых лет,
мало этих малых слов,
этих «да» и «нет».

Мою душу рассказать
им не по плечу.
Не расспрашивай меня,
если я молчу.

"হাঁ" আর "না"

পেতাম যদি ফিরে বয়েস হেন
আঠারো — ব্যস, তার বেশি তো না —
এক কথাতে চটেমোটেই জেনো
দিতুম জবাব: না, কখনো না!

পেতাম যদি ফিরে বয়েস হেন
বছর বাইশ, তার বেশি তো না —
এক কথাতে চটেমোটেই জেনো
দিতুম জবাব: হাঁ গো, বটেই হাঁ!

কিন্তু বয়েস কম হলো না তো;
বছর ঘোরে টালবাহানায় নানা;
তার তুলনায় বড্ডো ছোটো, ছোট্ট এর অর্থ —
অর্থাৎ, এই "হাঁ" কিংবা "না"।

ঐ দু'কথায় বোঝানো যায় না তো,
মনের বোঝা হালকা হলো কই;
প্রশ্নবাণে ত্যক্ত করো না তো,
এই তো ভালো — নীরব যদি রই।

মিখাইল লুকোনিন (জন্ম ১৯১৮) জন্মেছেন এক কৃষক পরিবারে। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে তিনি প্রথমে একটা কারখানায় চাকরি নেন, তারপর ভর্তি হন মস্কোর সাহিত্য ইনস্টিটিউটে। পিতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধ শুরু হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যদলে নাম লেখান। ১৯৪৭ সালের প্রকাশিত তাঁর প্রথম এক শীর্ণকায় কাব্যগ্রন্থে ("হৃৎস্পন্দন") জনগণের বীরত্বকে মহিমান্বিত করে তুলে ধরেন। শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মতামত মায়াকভ্স্কির সাথে মেলে। তাঁরও কাব্যধারণা "যুগপ্রবাহেরই সাথে সাথে চলা", আর তাকেই কাব্যে রূপান্তরিত করায় তাঁর কবিতা এক সামাজিক দ্যোতনা লাভ করেছে। তাঁর সর্বাপেক্ষা বহুলপঠিত কবিতা এগুলি: "প্রেমের ঘোষণা", "দূরাগত পংক্তিমালা", "শোকের পরীক্ষা", "শান্তির পথ", কবিতাবৃত্ত এবং তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ "অতিক্রমণ"।

মিখাইল লুকোনিন

МИХАИЛ ЛУКОНИН

Мои друзья

Госпиталь.
Все в белом.
Стены пахнут сыроватым мелом.
Запеленав нас туго в одеяла
И подтрунив над тем, как мы малы,
Нагнувшись, воду по полу гоняла
Сестра.

А мы глядели на полы.
И нам в глаза влетала синева,
Вода, полы.
Кружилась голова.
Слова кружились:
— Друг, какое нынче?
Суббота?
— Вот, не вижу двадцать дней...
Пол голубой в воде, а воздух дымчат.
— Послушай, друг... —
И все о ней, о ней...

Несли обед. Их с ложки всех кормили.
А я уже сидел спиной к стене.
И капли щей на одеяле стыли.

আমার বন্ধুবান্ধব

হাসপাতাল।
সাদাই সব কিছু।
দেয়ালগুলোতে চুনের গন্ধ ভেজা-ভেজা।
কম্বলে আমাদের শক্ত করে জড়িয়ে,
যেন ছোট্ট খোকাখুকু আমরা,
আর তা নিয়ে ঠাট্টায় মধুর সিস্টারেরা
অবনত ঝুঁকে পড়ে সারাক্ষণই লেগে আছে
মেঝেয় পড়া জলের ধারার পিছনে।

আর আমরা তাকিয়ে আছি মেঝেতে।
নীল উজ্জ্বলতা এসে লাগছে চোখে,
জল, মেঝে।
মাথা ঘুরছে আমাদের।
ঘুরছে দঙ্গল শব্দের:
— দাদা, জানেন কী বার আজ?
শনিবার?
— উহু, বি-শ দিন হলো কিচ্ছুটি দেখি না...
জলের ভিতরে নীল মেঝে আর ধোঁয়ার গন্ধে ভরা বাতাস।
— দাদা, শোনেন বলি...
ও-মেয়ের যা-কিছু সব, ও-মেয়ের...

খাবার এনেছে দুপুরের। আমাদের খাইয়ে দিলো চামচে করে।
বসে আছি আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে।
স্যুপের ফোঁটা পড়ে যায় কম্বলে।

Завидует танкист ослепший мне
И говорит
про то, как двадцать дней
Не видит. И —
о ней, о ней,
о ней...

— А вот сестра,
ты письма продиктуй ей.
— Она не сможет, друг,
тут сложность есть...
— Какая сложность?
Ты о ней не думай.
— Вот ты бы взялся!
— Я?..
— Ведь руки есть?!
— Я не смогу!
— Ты сможешь!..
— Слов не знаю!
— Я дам слова!
— Я не любил...
— Люби!..
Я научу тебя,
припоминая...
Я взял перо.
А он сказал: — «Родная!»
Я записал. Он:
— «Думай,
что убит...» —
«Живу», — я написал. Он:
— «Ждать не надо...»
А я, у правды всей на поводу,
Водил пером:
«Дождись,
моя награда!..»

চক্ষুহীন ট্যাঙ্কম্যান, হিংসে করতো যে আমাকে,
বলে যাচ্ছে এখন
বিশ দিন হয়ে গেল আজ
কিচ্ছুটি সে আর দেখছে না। আর —
ঐ একই কথা : ঐ মেয়ের, মেয়ের, মেয়ের...

— ঐ তো সিস্টার,
তোমার চিঠির ওঁকেই দাও ডিক্টেশন।
— ও কি আর পারবে, ভাই,
ব্যাপারটা সোজা নয় ঠিক তেমন...
— কোথা গোলমাল? তুমি আর ভেবো না ও-সব নিয়ে।
— একটুও যদি বুঝতে ছাই তুমি!
— আমি?..
— বলি, দুটো হাতও কি নাই তোমার?
— না, তা হয় না!
— আরে হয়, হয়!
— কী লিখবো জানি না ভাষা!
— ভাষা আমি যোগাবো!
— আমি ভালোবাসি নি...
— ভালোবাসবে!..
আমি শিখিয়ে দিচ্ছি তোমায়। দাঁড়াও মনে করি...
কলম তুলে নিই আমি।
আর বলে যায় ও : —
"প্রাণের..."
লিখলাম। বলে ও :
— "তুমি জেনো, আমি মৃত..."
আমি লিখলাম : — "বেঁচে আছি।"
সে বলে যায় : — "অপেক্ষা করা বৃথা..."
এদিকে আমি সত্য যা লিখি তাই,
লিখে চলি : "অপেক্ষা কোরো, লক্ষী, আমার সোনা!.."

Он: — «Не вернусь...»
А я: «Приду!..
Приду!..»

Шли письма от нее. Он пел
и плакал,
Письмо держал
у просветленных глаз.
Теперь меня просила вся палата:
— Пиши!..
Их мог обидеть мой отказ.
— Пиши!..
— Но ты же сам сумеешь,
левой!
— Пиши!..
— Но ты же видишь сам?!

Вся в белом.
Стены пахнут сыроватым мелом,
Где это все? Ни звука.
Ни души.
Друзья, где вы?..

Светает у причала.
Вот мой сосед дежурит у руля.
Все в памяти переберу сначала.
Друзей моих ведет ко мне земля.
Один мотор заводит на заставе,
Другой с утра пускает жернова.
А я?
А я молчать уже не вправе,
Порученные мне горят слова.

সে : — "জেনো, ফিরবো না কখনোই..."
লিখি আমি : — "আসবো তোমার কাছে... আসবোই..."

উত্তর আসে মেয়ের। গান ও রোদন ভরা
সে আলোহীন চোখে ধরে থাকে চিঠিগুলো।
এখন সারা ওয়ার্ডময় সবাই বলে আমাকে :
— লেখো!..
ওদের হতাশ করতে মন চায় না।
— লেখো!..
— তুমি নিজেই তো পারো, বাঁ হাত দিয়ে!
— লেখো!..
— চোখ আছে তো, নিজেই লেখো না!

সাদাই সব কিছু।
দেয়ালগুলোতে চুনের গন্ধ ভেজা-ভেজা।
গেল কোথায় সব? শব্দ নেই কোনো, প্রাণের স্পন্দনও।
ভাইসব, তোমরা গেলে কোথায়?..

ভোর ফুটে ওঠে খেয়াঘাটে।
প্রতিবেশী আমার সে বসেছে হালে।
সব স্মৃতি ভিড় করে শুরু থেকে,
মাটির উপরে দাঁড়ানো বান্ধবেরা নিকটে আসে ক্রমে।
বাঁধের ওদিকে কেউ একজন ইঞ্জিন চালু করে,
আর অন্যজন সেই সকাল থেকে চালায় যাঁতাকল।
এদিকে আমি?
চুপ করে রইবো বলো কোন অধিকারে?
বিশ্বাসভরে বলেছিল যা তা-ই এখন জ্বলছে আমার ভিতর।

— Пиши! — диктуют мне они.
Сквозная
Летит строка.
— Пиши о нас! Труби!..
— Я не смогу!
— Ты сможешь!
— Слов не знаю...
— Я дам слова!
Ты только жизнь люби!

— লেখো! বলেছিল তারা সকলেই ।

ভিতরে

উড়ছে শব্দের ঝাঁক।

— লেখো আমাদের কথা! জানাও সকলেরে!..

— পারবো কি আমি!

— তুমি পারবেই!

— কী লিখবো জানি না ভাষা...

— ভাষা যুগিয়ে দেবো!

বড় কথা সবচেয়ে জীবনকে ভালোবাসা!

Нет памяти у счастья.
                    Просто нету.
Я проверял недавно
И давно.
Любая боль оставит сразу мету,
А счастье — нет.
Беспамятно оно.
Оно как воздух — чувствуем и знаем,
Естественно, как воздух и вода.
Вот почему
И не запоминаем,
И к бедам не готовы никогда.
О счастье
Говорить —
И то излишне.
Как сердце — полагается в груди,
Пока не стиснет боль, оно неслышно,
И кажется —
Столетья впереди.
Удивлена ты:
                              я смеюсь, не плачу.
Проститься с белым светом не спешу.

শোকের পরীক্ষা বৃত্ত থেকে

সুখের কাছে স্মৃতি বলে কিছু নেই।
সোজা কথা — নেই।
আগে বা ইদানীং তা
যাচাই করে দেখা আছে আমার।
যে-কোনো দুঃখ রেখে যায় ক্ষতদাগ,
আর সুখ — কিছুই সে রাখে না।
তার কোনো স্মৃতি নেই।
সে যেন বাতাস ঠিক — অনুভবে শুধু জানা,
স্বাভাবিক যেন বাতাস বা জলের মতো।
সে-কারণেই আমি তো
মনে করতে পারি না তাকে,
ওদিকে দুঃখের জন্যে প্রস্তুতও থাকতে পারি না।
সুখ নিয়ে
কিছু বলা —
অযথা কেবল সে তো।
এ যেন কলজে লাল — গোপন বুকের ভিতর,
যতক্ষণ না বিঁধছে শোক, ততক্ষণ কিছু বুঝবে না,
আর মনে হবে —
সামনে এখনো তোমার শতেক বছর পড়ে।
অবাক মানবে তুমি:
আরে, হাসছি যে বড়ো, কাঁদছি না তো।
শুভতায় মুড়ে বিদায় নেয়ার কোনো তাড়া আমার নেই।

А я любую боль переиначу,
Я памятью обид не дорожу.
Беспамятное счастье я не выдам,
Мы — вдох и выдох,
Связаны в одно.
Нас перессорить
бедам и обидам —
Меня и счастье —
Просто не дано.

ব্যথা কেমন করে পাল্টাতে হয় আমি জানি,
মান-অপমানও স্মৃতিতে পুষি না।
স্মৃতিশূন্য সেই সুখের অমর্যাদা ঘটাবো না!
শ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই আমরা দু'জন
একসূত্রে বাঁধা।
দুঃখ বা অপমানজ্বালা
                    সুখ থেকে তো আমাকে
ছিনিয়ে নিতে পারবে না —
পারা সম্ভব নয়, তাই।

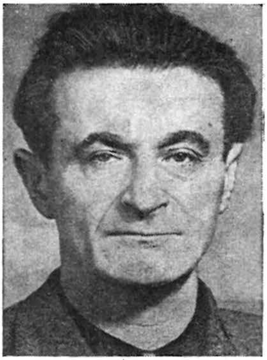

মিখাইল স্‌ভেত্‌লভ (১৯০৩-৬৫) বিপ্লবের চারণকবি, রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে এক দরিদ্র ইহুদি পরিবারে তাঁর জন্ম। অল্প বয়সেই তিনি মস্কোয় চলে আসেন এবং সেখানকার "কমসোমোল কবিগোষ্ঠী" নামে কথিত এক সাহিত্যিক দলে যোগ দেন। "গ্রানাদা" (১৯২৬) নামে তাঁর রচিত কবিতাটি সকলেই জানেন, মায়াকভ্‌স্কির প্রিয় কবিতা ছিল এটি। মহান অক্টোবর বিপ্লবের অংশীদার সোভিয়েত জনগণের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। স্‌ভেত্‌লভের কবিতায় শান্ত মৃদু করুণার একটি ধারা বহমান এবং তাঁর রসবোধ চমৎকার। কবিচরিত্রে তিনি রোম্যাণ্টিক; চতুষ্পার্শ্বের যাবতীয় বস্তু নিয়ে কবিতা রচনার প্রবণতা ছিল তাঁর। "রূপকথা", "বিশ বছর পরে", "ব্রান্ডেনবুর্গ তোরণ" ও তাঁর অন্যান্য কাব্যনাট্য একত্রে আজ "স্‌ভেত্‌লভ রঙ্গমঞ্চ" নামে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর শেষ তিনটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যসংকলন যথাক্রমে — "দিগন্ত" (১৯৫৮), "শিকারী-কুটির" (১৯৬৪) এবং "সাম্প্রতিক কবিতাগুচ্ছ" (১৯৬৬)। শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির জন্যে মৃত্যুর পর ১৯৬৭ সালে তাঁকে লেনিন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

মিখাইল স্‌ভেত্‌লভ

МИХАИЛ СВЕТЛОВ

Бессмертие

Как мальчики, мечтая о победах,
Умчались в неизвестные края
Два ангела на двух велосипедах —
Любовь моя и молодость моя.

Иду по следу. Трассу изучаю.
Здесь шина выдохлась, а здесь прокол,
А здесь подъем — здесь юность излучает
День моего вступленья в комсомол.

И, к будущему выходя навстречу,
Я прошлого не скидываю с плеч.
Жизнь не река, она — противоречье,
Она, как речь, должна предостеречь —

Для поколенья, не для населенья,
Как золото, минуты собирай,
И полновесный рубль стихотворенья
На гривенники ты не разменяй.

Не мелочью плати своей отчизне,
В ногах ее не путайся в пути

অমরতা

বিজয়স্বপ্নে বিভোর তরুণ ধায়
কোথা দৌড়োয় অচেনা পথেতে কোন —
ভালোবাসা মম আর মোর যৌবন —
দেবদূত দুই — সাইকেলে উড়ে যায়।

চলেছি রাস্তা চিনে চিনে পদরেখা।
হাওয়া চলে যায় টায়ারের, পাংচার —
উৎরাই হেথা, জ্বলে তারুণ্যলেখা:
কমসোমোলেতে* নিল মোরে যেইবার।

ভবিষ্যপানে তাকিয়ে দেখি-বা যদি
ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি না গত,
জীবন তো নয় একখাতে বওয়া নদী —
জীবন শাসায়, বিরোধে সে বিক্ষত:

বাঁচাও সময় স্বর্ণের মতো দেখি
বংশধরের হাতে দিতে হবে বলে।
কাব্যবিভাব স্বর্ণমুদ্রা সে কি
তামা-পয়সার বদলে ভাঙানো চলে?

কানাকড়ি দিয়ে শুধো না দেশের ঋণ,
তার চলবার পথে এনো না ক' বাধা,

---

* কমসোমোল — কমিউনিস্ট যুব সংঘ। — অনুঃ

И за колючей проволокой жизни
Бессмертие поэта обрети.

Не бойся старости. Что седина? — пустое!
Бросайся, рассекай водоворот,
И смерть к тебе не страшною — простóю,
Застенчивою девочкой придет.

Как прожил ты? Что сотворил? Не помнишь?
И все же ты недаром прожил век.
Твои стихи, тебя зовет на помощь
Тебя похоронивший человек.

Не родственник, ты был ему родимым.
Он будет продолжать с тобой дружить
Всю жизнь, и потому необходимо
Еще настойчивей, еще упрямей жить.

И, новый день встречая добрым взглядом,
Брось неподвижность и, откинув страх,
Поэзию встречай с эпохой рядом
На всем бегу,
На всем скаку,
На всех парах.

И вспоминая молодость былую,
Я покидаю должность старика,
И юности румяная щека
Передо мной опять для поцелуя.

কাঁটাতার-ঘেরা জীবনজয়ের বীণ —
অমর কবির হাতে চিরকাল সাধা।

ভয় কি জরাকে? চুলে পাক? — যতো বাজে! —
ঘূর্ণাবর্ত ছিঁড়তেই হবে জেনো;
মৃত্যু আসবে — নয় সে তো শনিসাজে —
আসবে কুমারী লাজুক বধূয়া যেন।

কীভাবে জীবন কাটলো তোমার বলো —
সৃষ্টিপ্রবাহে? কাটে নি তো বৃথা আয়ু।
শবাধার বয়ে যাহারা বিদায় দিলো
তব কবিতায় তারা খোঁজে প্রাণবায়ু।

না থাক স্বজন, ছিলে দোঁহে আত্মীয়।
সেই বন্ধনই অবাধ প্রবাহে বয়
জীবন ভরিয়া; অত্যাবশ্যকীয়
তাই তব বাঁচা, জীবনই সত্য রয়।

নতুন ঊষায় প্রসন্ন চোখে ফের,
আলস্য ছাড়ো, ভয় দূরে যাক চলে,
মুখোমুখি হও কবিতার, সময়ের
পূর্ণগতিহত,
প্রবল আবেগে,
প্রচণ্ড কলরোলে।

গত তারুণ্য মনের মধ্যে বয়ে
প্রৌঢ়তা ছেড়ে পালিয়ে এসেছি আমি —
যৌবন ফের রক্তকপোল লয়ে
চুম্বন আশে কাছ ঘেঁষে আছে থামি'।

Горизонт

Там, где небо встретилось
с землей,
Горизонт родился молодой.
Я бегу, желанием гоним.
Горизонт отходит, Я за ним.
Вот он за горой, а вот — за морем...
Ладно, ладно, мы еще поспорим!
Я в погоне этой не устану,
Мне здоровья своего не жаль,
Будь я проклят, если не достану
Эту убегающую даль!
Все деревья заберу оттуда,
Где живет непойманное чудо,
Всех зверей мгновенно приручу...
Это будет, если я хочу!
Я пущусь на хитрость, на обман,
Сбоку подкрадусь... Но как обидно —
На пути моем встает туман,
И опять мне ничего не видно.
Я взнуздал отличного коня —
Горизонт уходит от меня.
Я перескочил в автомобиль —
Горизонта нет, а только пыль.

দিগন্ত

আকাশ যেখানে নেমেছে
মাটির কাছে
দিগন্ত সেথা নতুন জন্ম পায়;
দৌড়াই, ওকে কী করে যে ধরা যায় —
ছোটে দিগন্ত, আমি ছুটি পাছে পাছে।
পাহাড় আড়ালে... সাগরের পারে না কি...
হবে তো তর্ক, সময় আছে তো বাকি!
পিছে পিছে ওর দৌড়ে ক্লান্ত নই,
স্বাস্থ্য নিয়ে তো নেই বৃথা মাপাজোকা,
শরীরপাতন হয় হোক তা-ই সই,
ধরতেই তবু হবে ঐ পলাতকা!
মায়াবী অধরা বাসা বেঁধে আছে যথা
সেইখান থেকে আনবো বৃক্ষলতা,
বনের পশুকে বশ মানাতেও পারি —
নিশ্চয়ই তাই, — যদি-বা ইচ্ছা করি!
ভাবি আশ্রয় নেব তবে চালাকির —
চুপিসারে আমি দেখে নেব চুরি করে...
অমনি দাঁড়ায় সামনে কুয়াশা থির,
দারুণ নিরাশা! কিছুই দেখি না ওরে!
কিন্তু সওয়ার হলেও ঘোড়ায় উঠে
দিগন্ত দ্রুততর যে পালায় ছুটে।
মোটরযানেতে চড়ি দ্রুত ঘোড়া ছেড়ে —
দিগন্ত তবু নেই, শুধু ধূলি ওড়ে।

Я купил билет на самолет.
Он теперь, наверно, не уйдет!
Ровно, преданно гудят моторы.
Горизонта нет, но есть просторы!
Есть поля, готовые для хлеба,
Есть еще не узнанное небо,
Есть желание! И будь благословенна
Этой каждой дали перемена!..
Горизонт мой! Ты опять далек?
Ну еще, еще, еще рывок!
Как преступник среди бела дня,
Горизонт уходит от меня!
Горизонт мой... Я ищу твой след.
Я ловлю обманчивый изгиб.
Может быть, тебя и вовсе нет?
Может быть, ты на войне погиб?
Мы — мои товарищи и я —
Открываем новые края.
С горечью я чувствую теперь,
Сколько было на пути потерь!
И пускай поднялись обелиски
Над людьми, погибшими в пути, —
Все далекое ты сделай близким.
Чтоб опять к далекому идти!

বিমানটিকিট কিনে আনি অবশেষে —
কোথায় পালাবে দিগন্ত কোন দেশে!
এঞ্জিনধ্বনি শুধু সমতালে বাজে —
নেই দিগন্ত, মহাশূন্যতা আছে!
নিচে পড়ে মাঠ — বীজ বপনের আশ,
সামনে অচেনা সুদীপ্ত নীলাকাশ,
আছে অভিলাষ! ধন্য হোক সকল
দূরান্তরের প্রতিটি পালাবদল!..
দিগন্ত মম! এখনো সুদৃঢ় থাকি?
আরো একবার, একটা দমক বাকি!
অপরাধী যথা প্রকাশ্য দিবালোকে
পালায়, তেমনি তুমিও হারাও চোখে!
দিগন্ত মম... পদরেখা তব চাই —
ভাবি ধরবোই ও-দেহের রোশনাই।
অথচ কে জানে হয়তো-বা তুমি নেই?
হয়ত ঘায়েল হয়ে গেছ যুদ্ধেই?
বন্ধুর সাথে আমিও, — ক' জন্যে আজ
খুলে দেবো ভাবি নবীন দিগন্ত,
আবেগদীপ্ত মনে হয় সব কাজ;
হায়, বৃথা ঘুরে কাটল সময় তো!
বিজয়তোরণে বিভূষিত হবে ভূমি,
শহীদের দল চলে গেছে যেই পথে,
দূরের নিশানা কাছে নিয়ে আসো তুমি
যাতে চলি মোরা দূরের ভবিষ্যতে!

В больнице

Ну на что рассчитывать еще-то?
Каждый день встречают, провожают...
Кажется, меня уже почетом,
Как селедку луком, окружают.

Неужели мы безмолвны будем,
Как в часы ночные учрежденье?
Может быть, уже не слышно людям
Позвоночного столба гуденье?

Черта с два, рассветы впереди!
Пусть мой пыл как будто остывает,
Все же сердце у меня в груди
Маленьким боксером проживает.

Разве мы проститься захотели,
Разве «Аллилуйя» мы споем,
Если все мои сосуды в теле
Красным переполнены вином?

Все мое со мною рядом, тут,
Мне молчать года не позволяют.

হাসপাতালে

আশা কি ভরসা রাখি বা কিসের ’পরে?
রোজ আসে লোক, দ্যাখে, হাত রাখে মাথে, —
মহাসম্মানে ঘিরে থাকে তারা মোরে
যেন নোনা মাছ পিঁয়াজকলির সাথে।

সত্যি কি মোরা স্তব্ধ কখনো হবো
শুন্‌শান্‌ যথা রাত্রে অফিস পাড়া?
কে জানে হয়তো, এ-আমি নিথর রবো,
দেবে না কি আর ধুক্‌পুক্‌ বুকে নাড়া?

গাঁজাখুরি স-ব! সমুখে অনেক ভোর...
মনে হয় বটে — হলো বুঝি এই থির
মাটির এ-দেহ, আসলে বুকেতে মোর
ঠিকই নড়েচড়ে ছোট্ট কুস্তিগীর।

সত্যি কি মোরা চাইছি বিদায় নিতে,
প্রস্থানগীতি গাইতে কি মন চায়?
আমি যদি বলি — দেহের পাত্রটিতে
রক্তিম মদ উপছে পড়তে চায়!

আমার যা-কিছু সবই আছে পাশাপাশি --
হবো না নীরব সময়ের আঁখিপাতে:

Воины с винтовками идут,
Матери с детишками гуляют.

И пускай рядами фонарей
Ночь несет дежурство над больницей, —
Ну-ка, утро, наступай скорей,
Стань, мое окно, моей бойницей!

চলুক যোদ্ধা কাঁধে রাইফেলরাশি,
আঙিনায় তবু খেলে মা শিশুর সাথে।

সারি সারি বাতি জ্বলুক শান্তমতি,
পাহারা তাদের চলুক-না রাতভর —
এসো হে ঊষসী, এসো তুমি দ্রুতগতি,
বাতায়ন হোক গোলা দাগবার গড়।

তাজিক ভাষার সর্বাগ্রগণ্য কবি মির্জো তুর্সুন্‌জাদা (জন্ম ১৯১১) যে গ্রামে জন্মেছেন তার নাম কারাতাগ — শিল্পকর্মের (বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প ও চর্মশিল্প) জন্য প্রাচীনকাল থেকে এই গ্রামের খ্যাতি। কবির পিতাও এই গ্রামেরই একজন শিল্পী। "মির্জো" (বাংলায় "মির্জা") শব্দটির আরবী অর্থ "লিখিয়ে"; যারা লিখতে পড়তে পারে তাদেরই এই উপাধি দেওয়া হতো, ফলত এটি একটি সম্মানসূচক নাম। তুর্সুনজাদা তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সোভিয়েত আবাসিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখেছেন, পরে ভর্তি হন তাশখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর কাব্যপ্রেমের উন্মেষ শৈশব থেকেই; তাঁর কথানুযায়ী এ ব্যাপারে কবি "রুদাকি, হাফিজ এবং বেদিল আমার প্রথম শিক্ষক"। প্রাচ্য কবিতার ঐতিহ্যবাহী বুনুনীতে আধুনিক ভাব ও ছন্দ প্রথম যাঁরা এনেছেন তাঁদের মধ্যে ইনিই অন্যতম। তাঁর কাব্যভাবনার অধিকাংশই প্রাচ্যের সাথে সম্পর্কিত; "ভারতের গাথা", "হিসার উপত্যকা" এবং "হাসান-কোচোয়ান" গ্রন্থত্রয় তাঁর কাব্যাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি একজন প্রখ্যাত জননেতা এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর। ১৯৬০ সালে তাঁকে লেনিন পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মির্জো তুর্সুন্‌জাদা

МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ

Сестра моя Африка

Кто не слышал об Африке гневной, о песне большой,
О невольнице смуглой с красивой и смелой душой?
Кто не знает об Африке — черной, далекой стране,
Что пылала в огне от широких дорог в стороне?

Кто не помнит, как плыли к ее берегам корабли
За товаром живым, за сокровищем чудной земли?

Благородную землю, чье тело чернее чернил,
Вероломств и насилья кровавый поток обагрил.

Белолицые хищники мучили тело ее,
В черной Африке делали черное дело свое.

Шли года, шли века — под бичом чужеземца-врага
Та земля превратилась в рабыню, в чьем ухе серьга,
И мятежные слезы, алмазные слезы лила
Там, где копи алмазные, там, где древесная мгла...

О сестра, под луной ты мне виделась издалека,
Вкруг луны ореолом — рыдающие облака.
Против скал угнетения, против твердынь палача.

আমার বোন আফ্রিকা

কে শোনে নি বলো রাগী আফ্রিকা, মহাসঙ্গীত তার,
শান্ত সাহসী প্রাণ আছে বাঁধা কৃষ্ণ অঙ্গে যার?
কে জানে না বলো আফ্রিকাকে — কৃষ্ণবরণী দেশ,
দূরে পড়ে থাকা, রোদে ঝলসানো, অপ্রাকৃত পরিবেশ?

লুটে নিতে তার সম্পদ যত, জ্যান্ত মানুষও হায়
তীরে তীরে তার ভিড়েছে জাহাজ — এ-কথা ভোলা কি যায়?

কালো মাটি তার ফলিয়েছে সোনা অকৃপণ দানে যত,
বেইমানি করে রক্তে ভাসিয়ে ওরা নিয়ে গেছে তত।

চটকেছে তাকে লালমুখো যত শিকারী জন্তু বাজ,
মহা আফ্রিকার কালো বুকে বসে করেছে ঘৃণ্য কাজ।

কেটেছে বছর, শতাব্দী গেছে বিদেশী চাবুকতলে,
ঐ মাটি ওরা কেনা বাঁদী করে পরায়েছে হার গলে;
ও-মুখে অশ্রু বিদ্রোহে জ্বলা, হীরকের ফোঁটা ঝরা,
ঐ যেখানেতে হীরকের খনি, বন্য আঁধার ভরা।

তোর মুখ, বোন, দেখি দূর থেকে আবছা চাঁদনীরাতে,
রাহু ঘিরিয়াছে চন্দ্রের দেহ, কাঁদে মেঘ হতাশাতে।
জল্লাদ আর অত্যাচারীর নাগপাশে দেখে তোকে

Океан Атлантический волны катил, клокоча.
Крик о помощи, крик, обращенный к своим
и чужим,
Исторгался из сердца Сахары, как огненный
дым.
И, в неволе сгорая, мечтали арабы, чтоб Нил
Жажду, жажду свободы прохладной струей
утолил!

Был от мира сокрыт материк за тюремной
стеной,
Но живых африканцев у нас мы встречали
весной.
Прилетали из Африки птицы и в свежем тепле
Для себя находили жилища у нас на земле,
И, на время забыв о свирепых ловцах, о силках
Долгожданной свободой дышали у нас
в цветниках.
Возвращались назад — мы просили пернатых
послов
Передать африканцам от нас много дружеских
слов...

Шли года, шли века — и другие пришли времена.
Между миром и Африкой рушится рабства стена!
Между миром и Африкой стали короче пути:
Ведь свобода идет по земле, дни и ночи
в пути!
Сторона чужедальняя стала нам ближе,
чем встарь,
Стал яснее для нас языков африканских
словарь.
Кровь борца никогда от людских не сокроется
глаз,
В каждой капельке крови бурлящей свобода
зажглась!

আটলাণ্টিক ফেনতরঙ্গে ফুঁসে ওঠে বিক্ষোভে
"বাঁচাও, বাঁচাও" — চেঁচিয়েছে ওরা দেশী-ভিন্‌দেশী ডেকে,
কান্নার ধ্বনি উঠেছে দগ্ধ সাহারার বুক থেকে।
স্বপ্ন দেখেছে দাসত্বে বাঁধা আরবভূমির মান —
স্বাধীন নীলের শীতল ধারায় জুড়াবে তৃষিত প্রাণ।

চোখের আড়ালে বন্দী রেখেছে, দেখি নাই কভু তারে;
শুধু বসন্তে দেখেছি আমরা জ্যান্ত আফ্রিকারে:
বিহঙ্গ তার জীবন্ত দূত উড়ে আসে নাই নাকি
বহির্বিশ্বে, মোদের মাটিতে, দূরের অতিথি পাখি?
কিছুকাল ওরা থাকিয়াছে ভুলে বন্য শিকারী, খাঁচা,
পুষ্পে কুঞ্জে মুক্ত বাতাসে বেঁচেছে স্বাধীন বাঁচা।
পাখ্‌নাপোষাক-পরা দূত নিজ ঘরে ফিরে গেছে যবে,
পুছিয়াছি যেন মোদের মৈত্রী জানায় সেখানে সবে...

কেটেছে বছর, শতাব্দী গেছে, এসেছে নবীন কাল,
আফ্রিকা আর বিশ্বের মাঝে ভেঙেছে প্রাচীরজাল!
আফ্রিকা আর বিশ্বের মাঝে আজকে হ্রস্ব পথ:
সেখানে ছুটেছে মুক্তির হাওয়া, নবীন যুগের রথ।
অচেনা দূরের আফ্রিকা আজ এসেছে অনেক কাছে,
বুঝতে শিখেছি ক্রমে তার ভাষা আমাদের প্রেম যাচে।
বিদ্রোহী লোহু মন্ত্রণা দেয় প্রতি মানুষের কানে
শোণিতের ফোঁটা জ্বালাবে আগুন মুক্তিপিয়াসী
প্রাণে।

Начинается в мире иная, иная пора,
Поднимается Африка — наша родная сестра.
Не глухой, заколдованный лес,
не пустыня она,
Посмотри: не рабыня она — героиня она!
Ей могилу копали, чтоб солнце низринулось
в ночь,
Но она прогоняет последних могильщиков
прочь.
И в лесах, и в саваннах, и возле седых
пирамид,
За свободу борясь, о свободе она говорит.
Ты спроси: кто работает, к братьям любви
не тая?
И Каир выступает вперед: «Это я, это я!»
Кто решил, чтобы сделались вольными предков
края?
И Алжир непреклонный встает: «Это я, это я!»
Кто впервые хозяйкою стала родного жилья?
Слышим Аккру с далеких широт: «Это я, это я!»
Кто народу отрадней, милее, чем амбры струя?
Конакри издалека поёт: «Это я, это я!»
Кто взывает в бою: «Помоги мне, о братьев
семья!»?
Говорит конголезский народ: «Это я, это я!»
Кто же саван для недруга шьет, — нет нужнее
шитья?
Океан свое слово берет: «Это я, это я!»
А в ответ восклицают моря, города и поля —
Это с Африкой, кажется мне, говорит вся
земля:
«Слышу, Африка, слышу тебя, дорогая сестра,
Мы с тобою пойдем по дороге любви и добра,
И, достигнув свободы, постигнув расцвет бытия,
Скажешь братьям-народам: «Друзья, это я,
это я!»

এ যুগ নতুন, পৃথিবীতে নব জীবনের উন্মেষ —
আমাদের বোন আফ্রিকা জাগে, আফ্রিকা মহাদেশ।
গহন বনানী, শুধু মরুভূমি নয় তো সে আর আজ,
চেয়ে দ্যাখো তারে — নয় দাসীবাঁদী, পরেছে রানীর সাজ!
ওকে মাটিচাপা দিতে চাহিয়াছে রাতের আঁধারে ওরা,
এখন সে করে ঝেঁটিয়ে বিদায় যতেক শকুন, চোরা।
মহাকালসম পিরামিড-পাশে, আঁধার বনের ছায়
মুক্তি-আশায় লড়িতেছে সে যে, মুক্তির বাণী গায়।

জিজ্ঞাসা করো: কাজ করে সে কে, ছড়ায় প্রেমের বাণী?
সবার প্রথমে বলবে কায়রো, "সে যে আমি, এ-ই আমি!"
কে বলেছে বলো: এ দেশ মোদের মোরা এর ভূস্বামী?
অটল দাঁড়ায়ে আলজিরিয়া সে: "সে যে আমি, এ-ই আমি!"
নিজের ভাগ্য নিজ হাতে লয় জনতাস্বার্থকামী
কোন সে দেশের? বলিছে আক্রা, "সে যে আমি, এ-ই আমি।"
কোন দেশ বলো মর্তে এসেছে স্বর্গ হইতে নামি'?
কনাক্রি গাহিছে বহুদূরে বসি', "সে যে আমি, এ-ই আমি!"
শত্রুর সাথে লড়বোই মোরা যাবো কি ভয়েতে থামি' —
কোন দেশ বলে? শোনো কঙ্গোকে: "সে যে আমি, এ-ই আমি!"
শত্রুর দেহে কাফন কী হবে? ছুঁড়ে দাও তারে ফেলে —
"সে ভার আমার!" হাঁকে সমুদ্র, গর্জায় অবহেলে।
ঘোষণা করেছে শহর, সাগর, অরণ্য, পর্বত —
সারা পৃথিবীই আফ্রিকা সাথে প্রকাশিছে নিজ মত:

"তোমাকে শুনছি, আফ্রিকা বোন, শুনেছি দিনে ও রাতে,
তুমি আর মোরা এক পথে যাবো ভালোবেসে, একই সাথে।
মুক্তি এবং নবজীবনের আস্বাদ পেয়ে তুমি
কহিছ বিশ্বে 'তোমরা বন্ধু', কহিছ আদরে চুমি'।"

মিহা (মিখাইল) কভিন্নভিদজে জর্জিয়ার ত্বিলিসি শহরে এক ইঞ্জিনিয়র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৬ সালে। কবির জননী যদিও সাধারণ গৃহিনী ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না, তবুও পুত্রকে রুশী ভাষায় তিনিই প্রথম হাতেখড়ি দেন এবং সঙ্গীতে দীক্ষাও। স্কুল শেষ করার পরে ভাবী কবি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে দর্শনশাস্ত্রে পাঠ নেন, আর তার পরে শিল্প আকাদমিতে গ্র্যাফিক আর্টসের উপরে ডিগ্রী নেন শিল্পী হিসেবে। পি-এইচ. ডি. লাভের জন্য কয়েক বছর গভীরভাবে পড়াশুনো করে তিনি শিল্পসমালোচক হন। কভিন্নভিদজে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন বাল্যকালেই; ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি লেখক সঙ্ঘের সদস্য... অদ্যাবধি তাঁর মাতৃভাষায় ১২টি কাব্যগ্রন্থ এবং দু'টি গদ্যগ্রন্থ — "সেখানে বন্দী প্রমিথিয়াস" (জর্জিয়া সম্পর্কিত গল্পাবলী) এবং "সাগুরামোবাসী দাভিদ" (অষ্টাদশ শতকী জর্জীয় কবি দাভিদ গুরামিশভিলিকে নিয়ে ছোটো উপন্যাস) প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কবিতাগ্রন্থ মস্কো থেকে রুশী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে ইতালি, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতেও সেগুলো অনূদিত হয়ে বেরিয়ে যায়। মিহা কভিন্নভিদজে তাঁর বহু অনুবাদকর্মের জন্যও বিখ্যাত। রস্তাঁর "সিরানো দ্য বের্জেরাক", লোপে দ্য ভেগার "ফুয়েন্তে ওভেহুনা" এবং ইতালীয় ও পোলিশ কবিদের (কোয়াজিমোদো, রুজেভিয়া, হের্বের্ত) তিনি জর্জীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

মিহা ক্‌ভিল্লভিদ্‌জে

МИХА КВЛИВИДЗЕ

Бессмертье

Под вековой единственной сосной
Последнее пристанище мне дали.
И тишина склонилась надо мной
В невыразимой скорби и печали.
Нависло небо каменной плитой,
Все разошлись...
Но, отступив от правил,
Ты ночью той,
Холодной и пустой,
Не мог уйти — меня ты не оставил...
Не надо плакать, сын мой, кровь моя!
Мужчине не пристало убиваться!..
Не плачь, мой сын,
Пока ты жив —
И я
На свете продолжаю оставаться.
Ты должен жить и сохранять меня,
Ты должен знать, что я всегда с тобою:
В безмолвье ночи,
в суматохе дня...
А если станет невтерпеж от боли,
Приди сюда...

অমরতা

দিয়েছে আমায় অন্তিম শরণতা
একটি প্রাচীন দেওদার নিজ বুকে,
আমার উপরে ঝুঁকে আছে নীরবতা
অকথিত শোকে, অসহ গোপন দুখে।
পাথরফলকে ভারি নীলাকাশ ঝোলে,
সবে গেছে চলে... পারো নি ক'
শুধু তুমি
ছেড়ে যেতে মোরে; নিয়মের বাধা ভুলে
রাত্রের হিমে রয়ে গেছ মাটি চুমি।
কেঁদো না খোকন, মম ঋণ শোণিতের!
শোকে ভেঙে পড়া সাজে না তো
পুরুষের!..
কাঁদো না, খোকন,
পৃথিবীতে তুই বেঁচে রবি যতদিন —
বাঁচবো আমিও
তোরই সাথে আমি রয়ে যাবো ততদিন।
বাঁচবিই তুই, বাঁচিয়ে রাখবি মোরে;
জেনো নিশ্চিত, আছি তব সাথে সাথে:
স্তব্ধ রাত্রে, দিবসের নানা শোরে...
অসহ যাতনা বেঁধে যদি দিনে রাতে
এসো চলে হেথা...

Зимой ли, в полдень летний,
Я угадаю сразу: это ты...

Присядь вот тут — на краешек плиты —
И тихо мне прочти свой стих последний.

কিবা শীতে কিবা গ্রীষ্মের খরা দিনে
বুঝবো চকিতে: আমার খোকন তুমি...

বসবি এখানে — সমাধির পাশে পাতবি আসনখানি
ধীর উদাত্তে পড়ে যাবি তোর শেষের কবিতাখানি।

Листья

Здесь листья сжигают. Дым, серый и душный,
Стоит над землей, как мольба о пощаде,
Но хмурое небо глядит равнодушно
И жертвует листьями осени ради.

Пронзительна стужа. И пламя костра —
Как кладбище золота и серебра.

Но вдруг обнадеженный ветра порывом,
Взвивается лист, нестерпимо багров,
Он к небу несется, он станет счастливым,
Пробив напоследок броню облаков...

Как хочется снова по-детски проснуться,
Весенние шелесты в сердце храня,
И бронзовым крылышком неба коснуться
И скрыться навеки в сиянии дня!

পত্রালী

লোকেরা পোড়ায় পাতা। গুমোট,
ধূসর ধোঁয়া
দয়াপ্রার্থীর মতো দাঁড়ায় বাড়িয়ে হাত;
উদাসীন নীলাকাশ — দৃষ্টি ভ্রূকুটি ছোঁয়া
হেমন্ত তর্পণে ঝাঁটায় গাছের পাত।

কন্‌কনে হিম হাওয়া। আগুনের শিখাখান —
সোনালীরুপালী জ্বলে শ্মশানের লেলিহান।

দমকা হাওয়ার চাপে হঠাৎ উপরে ওড়ে
আশাভরা এক পাতা: অসহ্য গাঢ় লাল,
ঊর্ধ্ব আকাশমুখী, আনন্দবাহী ওড়ে,
কাটবে আকাশ ফুঁড়ে মেঘের বর্মজাল...

দুরন্ত মন চায় ফিরে পেতে শিশুমাস,
বুকের কৌটোভরা বাসন্তী কলরোলে,
স্বর্ণপাখনা দিয়ে ছোঁয়া যেত নীলাকাশ,
ডুবে যাওয়া তারপরে সূর্যের কল্লোলে।

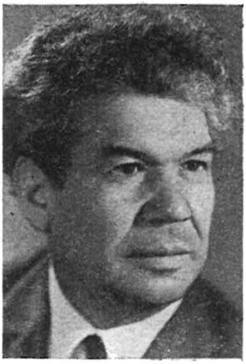

“আমার পথ আমি খুঁজি নি আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জে, খুঁজেছি মানুষের চোখের তারায়, খুঁজেছি তার আনন্দে, দুঃখে-বেদনায়, খুঁজেছি তার অনুভবের গভীরতায়। স্থির তাকিয়ে থাকি আমি চক্ষুতারকায় এজন্য যে, যেন পথ থেকে বিচ্যুত না হই, যেন কোনো ভুল না করে বসি, আমার গানে যেন প্রশ্রয় না দিই অসত্যকে।” — এভাবেই নিজ কাব্যদর্শন ও স্বীয় কবিতার সারোৎসার বর্ণনা করেছেন কবি মুস্তাই করিম (জন্ম ১৯১৯)। জীবন, মৃত্তিকা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁর কবিতার উৎসস্থল। বহুবর্ণিল ও বিশাল তার আয়তন। অন্তর্গত তাৎপর্যে, মননের গভীরতায়, সারল্য ও সত্যভাষণে তাঁর সৃষ্টি ভাস্বর। স্বায়ত্তশাসিত বাশ্‌কির প্রজাতন্ত্রের এই শক্তিধর কবি যেমন সোভিয়েত পাঠকদের নিকট তেমনি বিদেশেও অত্যন্ত সুপরিচিত। পৃথিবীর বহু ভাষাতেই তাঁর কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। রুশ ফেডারেশনের স্তানিস্লাভ্‌স্কি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং স্বায়ত্তশাসিত বাশ্‌কির প্রজাতন্ত্রের সালাভাত ইউলায়েভ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। বর্তমানে তিনি রুশ ফেডারেশনের সর্বোচ্চ পরিষদের একজন প্রতিনিধি।

মুস্তাই করিম

МУСТАЙ КАРИМ

Не зовите, горы

Расулу Гамзатову

Не зовите, горы, далью синей.
Не зовите, горы, не зовите!
Я теперь живу внизу, в долине, —
И не в тесноте, и не в обиде...

Солнце здесь восходит чуть позднее
И немного ранее садится
Сумерки ленивые, чернея,
Виснут, не желая торопиться.

Всем доволен я. Вполне доволен
Сделанным... Чего мне опасаться?..
Даже ветер здесь — и тот не волен
Ковыля седин моих касаться.

И взнуздал вдали от выси горной
Я коня мечты моей крылатой...
И любовь вернулась вдруг покорно
В то гнездо, что бросила когда-то.

Не зовите, горы, далью синей,
Не зовите высотою снежной!
Я теперь живу внизу, в долине
Здесь так тихо, мирно, безмятежно.

গিরিপর্বত, ডেকো না

রসুল হামজাতভকে

গিরিপর্বত, ডেকো না আমারে দূর নীলিমার কাছে।
ডেকো না, ডেকো না গিরিপর্বত, ডেকো না বৃথাই আমারে!
আমি থাকি নিচে, উপত্যকার সবুজ গালিচা মাঝে —
নেই ঘেঁষাঘেঁষি, স্বার্থের চাপ, পড়শী কলুষমনা রে...

সূর্য এখানে জাগে দেরি করে উঁচু পাহাড়ের আড়ে
এবং ঘুমোয় বেশ তাড়াতাড়ি নিঝুম স্বস্তিতেই;
এখানে অলস প্রদোষের কাল ঘন তমসায় বাড়ে,
চলে ঝুঁকে ঝুঁকে নিদ্রার ঘোরে, তাড়াহুড়ো যেন নেই।

সব কিছুতেই খুশি আমি আজ। পূর্ণ খুশির ভারে
যা-কিছু করেছি সব কিছুতেই... কিসের, কাকে-বা ভয়?
এমন কি বায়ু এখানে দ্যাখো না — কেমন স্বেচ্ছাচারে
আমার মাথার সাদা কাশবন দুলিয়ে প্রবল বয়।

উঁচু পাহাড়ের বুক থেকে আমি বহুদূর থেকে যে রে
রাশ টেনে ধরি মোর স্বপ্নের পক্ষিরাজের মুখে,
এবং শান্ত বাধ্য ময়না যেমন স্বনীড়ে ফেরে
তেমনি নীরবে ফিরে আসে প্রেম পুনরায় মোর বুকে।

গিরিপর্বত ডেকো না আমারে, দূর নীলিমার কাছে,
ডেকো না আমারে গিরিশৃঙ্গের তুষারমৌলি থেকে,
আমি থাকি নিচে, উপত্যকার সবুজ গালিচা মাঝে —
এখানে কেমন স্তব্ধ, শান্ত, সোরগোল দূরে রেখে।

Там, в горах, мою тропу обвалы
Оборвали... Реки да утесы...
Юности моей следы сковала
Корка льда и занесли заносы...

Каждый шаг опасен там стократно,
Там тропа над пропастями вьется...
Если вдруг оступишься — обратно
О тебе лишь весть одна вернется.

Здесь — блаженство!
Но, сказать по правде,
Я и половиной сыт по горло!
Эй, прощай долина! В камнепады
Ухожу я! Ухожу я — в горы!

ওখানে পাহাড়ে হিমবাহ নেমে বন্ধ করেছে পথ,
ছিন্ন করেছে সব দিকে গতি... নদী বা পাহাড় যেথা...
তুষারশয্যা জমাট বাঁধালো পায়ের চিহ্ন, রথ
তারুণ্যে মোর স্তব্ধ — রুখেছে বরফস্তূপ সেথা...

পদে পদে দেখি বিপদের ভয়, হল বিপরীত হিতে...
আঁকাবাঁকা পথ ভীষণ খাদের কোল ঘেঁষে গেছে চলি
যদি-বা কখনো দু-পা ফসকায় বারেক অতর্কিতে,
রটবে তোমার সংবাদ, হবে ভবিতব্যের বলি।

এ যে রে আমার বড় শান্তির ঠাঁই!
শুনতে চাইলে বলি তবে গূঢ় কথা:
তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি আমি, এবার ক্ষান্তি চাই;
এবার বিদায় সমতলভূমি, বিদায় উপত্যকা —
নুড়িতে পা ফেলে চলে যাব আমি পাহাড়ে, দূরের পাহাড়ে...

রবের্ত রজ্‌দেস্ত্‌ভেন্‌স্কি (জন্ম ১৯৩২) আমাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় অধুনা কবিদের একজন। মায়াকভ্‌স্কির উত্তরসূরী হিসেবে তিনিও মনে করেন যে আধুনিক কবিতা গড়ে উঠবে তথ্যের উপর ভিত্তি করে। তাঁর রচনাশৈলী নাটকীয় এবং তিনি তাঁর বক্তব্য সরাসরিই উপস্থিত করেন পাঠকের সামনে। তাঁর কবিতা অবলম্বনেই সঙ্গীতস্রষ্টা দ্‌মিত্রি কাবালেভ্‌স্কি ফ্যাশিস্টবিরোধী যুদ্ধে মৃত যোদ্ধাদের স্মৃতিতে "প্রার্থনা সঙ্গীত" রচনা করেন। রবের্ত রজ্‌দেস্ত্‌ভেন্‌স্কির কাব্যসংকলনসমূহের মধ্যে "ত্রয়োদশ শতকীদের উদ্দেশ্যে পত্র" এবং "স্পুত্‌নিকের বাণী" সর্বাপেক্ষা সমাদৃত হয়েছে।

রবের্ত রজ্‌দেস্ত্‌ভেন্‌স্কি

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Половина

Хитрозадые цари,
в глазках
пряча
торжество,
говорили:
«На!
Бери!
Вот —
полцарства моего...»
Листья
рушатся с берез.
Дождь
прогноз опроверг...
Половинчатый
вопрос
Половинчатый
ответ...
Посредине тишины
свет мерцает
голубой...
Половинчат
серп
луны.

অর্ধেক

ধুরন্ধর জার সম্রাটেরা,
চোখে নিয়ে
উৎসবের
জ্যোতি,
বলেছিল হেঁকে:
"এ-ই!
এই যে
নে দেখি —
আমার সাম্রাজ্য আদ্ধেক..."
পাতা খসেছিল ভূর্জগাছের
ঝিরঝির।
বৃষ্টি এসে করেছিল
ব্যর্থ পূর্বাভাস...
অস্পষ্ট অর্ধেক
সে প্রশ্ন।
অনিশ্চিত অর্ধেক
তার উত্তর...
নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে
মিটমিট করে
জ্বলেছিল নীল আলো...
চাঁদের কাস্তে
আবছায়া
জেগে ছিল অর্ধেক।

Половинчата
любовь...
Вот
и ливень
отгремел.
Капля
круглая
слышна...
Непонятность
полусна.
Осторожность
полумер.
Половинчатость
в душе
не дразни,
не вороши.
Шаг один —
и вот уже
полуправда
лучше
лжи!
И уже приятен
миф.
И верны
полудрузья...
В этот
неизбежный
мир
как-то постучался
я!
Не бояться
длинных гроз,
нянчить
время
на руках.

আবছায়া
ছিল প্রেম...
মরে গেল
বৃষ্টিরও ঝমাঝম।
গোল গোল ফোঁটা টুপটাপ ঝরে
শোনা যায়...
আধোঘুমে
যেন অবোধ্য সব।
অর্ধ মাপের
সাবধানী মন।
বলি, আধেক হৃদয়
ঘাঁটিও না,
নাড়িও না।
ফেলো এক পা —
দেখবে অমনি:
আধেক সত্য
সেও উত্তম!
কিংবদন্তীও
হয় সুখশ্রাবী।
বিশ্বাসী হলে
বন্ধুর আধখান...
আর কিনা সেই
অনিবার্য জগতে
কী করে যে ঢোকা দিয়েছিলাম
আমি!
ভয় পেও না ক'
দূরের বৃষ্টিঝড়,
হাতের মুঠিতে
সময় খেলাও তুমি।

В полный голос!
В полный
рост!
Или —
в полный,
или —
никак!

পূর্ণ কণ্ঠে দাও হাঁক!
পূর্ণাবয়বে
দাঁড়াও দেখি তো উঠে!
নইলে এবারে,
পূর্ণ —
নইলে কখনো
পারবে না আর তুমি!

Лучевая болезнь

Лучевая — так лучевая!
Но попробуй
себя
утешь:
слишком долгое
врачевание
и почти
никаких
надежд.
Приговоры
медиков
святы,
снисхождения
не проси...
Только в чем они
виноваты,
внуки
пепельных
Хиросим?..
Ядовито сверкают
росы.

হিরোশিমা*

অসুখ, — হ্যাঁ-হ্যাঁ, অসুখটা তো রেডিয়েশনের!
কী আর করা —
                    সহ্য ছাড়া
                              উপায় তো নেই:
চিকিৎসাতে
বড্ডো বেশি সময় নেবে,
তাতেই-বা কী — আসল কথা
আশাও যদি থাকতো শেষে।
শেষ তো কবেই
                    নিদান হাঁকা —
স্বস্তি আরাম
সম্ভবও না...
জিজ্ঞাসাটা কিন্তু ঝোলেই:
                              কী অপরাধ
ছাই হয়ে যাওয়া ঐ হিরোশিমার
নাতিপুতির
               বংশধরের?..
শিশিরকণা
বিষাক্ত সেও।

---

* মূলে কবিতাটির শিরোনাম অন্য রকম। বাংলা করলে দাঁড়াবে এরকম: “তেজস্ক্রিয়তাজনিত অসুখ”। — অনুঃ

Притворился
чистым озон.
И кричат
по земле
уродцы,
отвечающие
за отцов!..
Время
нашу планету
крутит.
Вся она —
как свежий
порез...
Ах!
какие протяжные
руки
у тебя,
лучевая болезнь!
Календарь
усмехается
криво,
опадают
его листы.
Сколько лет
прошумело
со взрыва!
Сколько лет
прогудело!
А ты
Влазишь в каждого
от рождения,
начинаешься
с самых корней.
Как безмолвная
эпидемия,

হাওয়াতে বিষ ছদ্মবেশী।
ভয়ালদেহী বিকলাঙ্গ
ছেলেমেয়ে সমান চেঁচায়,
ককাঁয় তারা যন্ত্রণাতে,
অভিশাপের তীক্ষ্ম দাঁতে
কুটছে জনক-জননীকে!...
সময় কিন্তু —
আমাদের এই প্রাচীন গ্রহে
সময় কিন্তু বয়েই চলে।
সবটুকু তার
ঠিক যেন কোনো টাটকা ক্ষত...
কী ভয়ানক, আঃ, দেখি রে
হাতগুলো তোর —
হায় রে ব্যাধি, হাত যেন ঠিক
অক্টোপাসের!
কাষ্ঠহাসি ঝুলিয়ে রাখে
ক্যালেন্ডারও,
ঝরায় পাতা
একে একে।
হুহুঙ্কার সে বিস্ফোরণের হচ্ছে ফিকে —
কত বছর লাগছে তাতে!
কত বর্ষই কাটলো রে সেই ভয়ঙ্করের ভীষণ নাদে!
হ্যাঁ, তুই — ওরে পাপব্যাধি রে,
কী ধীরে কী সাবধানে তুই যাস রে ঢুকে
গভীরে কোন প্রত্যেকেরই
জন্মমুহূর্তটি থেকে,
শুরু করিস খেতে তারে কুরে কুরে
একবারে মূল শিকড় থেকে।
ও যেন ঠিক সতর্ক কোন গোপন
ব্যাধি সংক্রামক,

как проклятье
далеких
дней.
Видишь:
это твои
болячки!
Это все еще
жалишь
ты —
лучевая
болезнь
боязни,
фанфаронства
и клеветы.
Это —
факт!
Это мне
не кажется.
Можешь даже
не отвечать...
Погляди,
как безусо
ханжество, —
значит,
снова
твоя печать!
Лучевая болезнь,
лучевая
притаившаяся
беда.
Не помогут
увещевания,
чтоб исчезла
ты
навсегда.

অনাগত ভবিষ্যতের জন্য যেন
জমিয়ে রাখা
অভিশাপ এক।
দ্যাখ্, এই দ্যাখ্:
এই তোর ঘা —
দগ্‌দগে রে!
এখনো সবখানেতে তুই
হুল যে ফোটাস —
পাপব্যাধি রেডিয়েশন
তুই, তোর ভয়,
দেমাগ
এবং কলঙ্কের এই ভারা।
হ্যাঁ — যথার্থ
ব্যাপার এটাই!
না, এর কোনো জবাবই নেই
তোর ঝুলিতে...
দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ্,
কী টাট্‌কা কী হরহরে
তোর এ ভণ্ডামি, —
তার মানে, ফের
আবার জানান দিচ্ছিস তুই!
ওরে রেডিয়েশন-অসুখ,
কী দুঃখ, কী মহাদুঃখই
ওৎ পেতেছে
তোর ভিতরে।
সান্ত্বনা নেই, নেই উপদেশ
যে বাঁচাবে তোকে
চিরটা কাল
ঐ দুঃখের কবল থেকে।

И таких докторов
не выучить
И таких лекарств
не достать...
Время вылечит.
Время
вылечит,
Жаль, что долго придется
ждать.

কোনো ডাক্তার জানে না ক'
ও-বিদ্যা আজ,
কোনো ওষুধ তৈরি হয় নি
তেমন আজো...
সময়, শুধু সময়ই তোর সারাবে যন্ত্রণা।
সময়ই শুধু
এ যন্ত্রণার ওষুধ বটে,
তারই জন্যে অপেক্ষাতে
কাটবে কতকাল
হায় রে কতকালই!

রসুল হাম্‌জাতভের জন্ম ১৯২৩ সালে। যে-গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সে-গ্রামের নামকরণ তাঁর বাবার (দাগেস্তানের গণকবি হাম্‌জাত ত্‌সাদাসা) নাম হয়েছিল। রসুল শিক্ষালাভ করেন মস্কোয় এবং প্রথম দিকে পেশা হিসেবে বেছে নেন অনুবাদ: রুশ ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ তাঁর মাতৃভাষা আভার ভাষায়। তাঁর তিরিশটিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ রুশ ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর কবিতা জনপ্রিয় হবার মূল কারণ — স্বাভাবিক কবিপ্রতিভা, প্রাচীন সহজসরল লোকপুরাণের ঐতিহ্য ও আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতির এক অপূর্ব ও বিরল সমাহার তাঁর কাব্যে উপস্থিত। কবিতার আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর বৈশিষ্ট্য হলো: সব কবিতাই অষ্টপদী এবং চরিত্রে প্রবচনাত্মক "শিলালিপি" জাতীয়। প্রসঙ্গত, এই ধরনের লিপিকা ককেশীয় অঞ্চলের পাহাড়ী মানুষ তাঁদের পাথরের ঘরবাড়ির খিলানে, সমাধিপ্রস্তরে, তরবারির হাতলে এবং ঘোড়ার জিনের উপরে খোদাই করে থাকেন। ১৯৬৩ সালে রসুল হাম্‌জাতভ লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত হন।

রসুল হামজাতভ

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

* * *

Утро и вечер, солнце и мрак —
Белый рыбак, черный рыбак.
В мире как в море; и кажется мне:
Мы, словно рыбы, плывем в глубине.

В мире как в море, не спят рыбаки,
Сети готовят и ладят крючки.
В сети ли ночи, на удочку дня
Скоро ли время поймает меня?

* * *

সাঁঝ সকাল আর আলো আঁধার —
সাদা জেলে আর কালো জেলে।
মর্ত্যভূমি সমুদ্র এক; এমনি মনে হয় আমার —
আমরা সবে, মাছ যেন রে, দিচ্ছি সাঁতার জলতলে।

মর্ত্যভূমি সমুদ্র এক; জেলেরা তো ঘুমোয় না —
জালের সুতো, বঁড়শী, ঝাঁক ঠিকঠাকেতে ব্যস্ত থাকে।
রাতের জালে, দিনের ছিপে টোপটি গেঁথে হরেক নানা
বলে: সময়, কবে রে তুই ধরবি এসে আমাকে?

* * *

Есть три заветных песни у людей,
И в них людское горе и веселье.
Одна из песен всех других светлей —
Ее слагает мать над колыбелью.

Вторая — тоже песня матерей.
Рукою гладя щеки ледяные,
Ее поют над гробом сыновей...
А третья песня — песни остальные.

* * *

সবার আছে তিনটি গান —
শোকে কিংবা সুখে ভরা।
একটি তার খুশির বান।
গায় যেটি মা দোলনা-ধরা।

দ্বিতীয়টিও — মায়ের গান।
শবের পাশে পুত্রশোকে
মুখটি ধরে যে-গান গান...
তৃতীয় গান — গায় যা লোকে।

* * *

У юноши из нашего аула
Была черноволосая жена,
В тот год, когда по двадцать
                                        им минуло,
Пришла и разлучила их война.

Жена двадцатилетнего героя
Сидит седая около крыльца.
Их сын, носящий имя дорогое,
Сегодня старше своего отца.

* * *

আমাদের গাঁ'র সেই ছেলেটি,
বউ ছিল তার কৃষ্ণকেশী,
বিশ বছরে পড়লো
যেবার —
যুদ্ধে হলো সবই ছারখার।

বিশ বছুরে বীরের জায়া
পক্ককেশের দেউড়িতে আজ;
পুত্র তাদের, বাপের বেটা,
বাপের বেশি বয়েস তার আজ।

* * *

— Радость, помедли, куда ты летишь?
— В сердце, которое любит!
— Юность, куда ты вернуться спешишь?
— В сердце, которое любит!

— Сила и смелость, куда вы, куда?
— В сердце, которое любит!
— А вы-то куда, печаль да беда?
— В сердце, которое любит!

* * *

— আনন্দ, থাম্, উড়ে যাস কোথা তুই?
— ভালবাসে যেবা, হৃদয়েতে তার।
— তারুণ্য ফিরে পেতে চাস কোন ভুঁই?
— ভালবাসে যেবা, হৃদয়েতে তার।

— কোথা যাস, বল্, শক্তি সাহস?
— ভালবাসে যেবা, হৃদয়েতে তার।
— দুঃখ ও শোক — তোরা কোথা রোস্?
— ভালবাসে যেবা, হৃদয়েতে তার।

* * *

Даже те, кому осталось, может,
Пять минут глядеть на белый свет,
Суетятся, лезут вон из кожи,
Словно жить еще им сотни лет.

А вдали в молчаньи стовековом
Горы, глядя на шумливый люд,
Замерли, печальны и суровы,
Словно жить всего им пять минут.

* * *

হয়তো যারও-বা দু'মিনিট বাকী মোটে
পৃথিবীর আলো চোখ মেলে দেখবার,
সেও তো ব্যস্ত, পড়ি-মরি করে ছোটে —
যেন বাকী শতবর্ষের আয়ু তার।

দেখ বহুদূরে লাখো বছরের ভারে
স্থবির পাহাড়: হিমানীকরুণ, তা কি
দেখে হেলাভরে দুনিয়ার মানুষেরে,
সাকুল্যে যেন দু'মিনিটই তার বাকী!

* * *

Ты перед нами, время, не гордись,
Считая всех людей своею тенью.
Немало средь людей таких, чья жизнь
Сама источник твоего свеченья.

Будь благодарно озарявшим нас
Мыслителям, героям и поэтам.
Светилось ты и светишься сейчас
Не собственным, а их великим светом.

* * *

তোরই ছায়া সবে — সময়, এ-কথা ভেবে
আমাদের কাছে বড়াই রাখ্ তো তোর!
এমন লোকও তো আছে ঢের, পৃথিবীতে
যাদের জীবনে শিকড় প্রোথিত তোর।

ঋণী সে তো তুই কবি, ভাবুকের কাছে,
বীরের কাছেও — যাঁদেরে আলোক মানি।
জ্যোতি তোর যত ছিল বা এখনো আছে
সে তো তোর নয়, সে তাঁদের আলোখানি।

* * *

Ты, время, вступаешь со мной в рукопашную,
Пытаешь прозреньем, караешь презреньем,
Сегодня клеймишь за ошибки вчерашние
И крепости рушишь — мои заблужденья.

Кто знал, что окажутся истины зыбкими?
Чего же смеешься ты, мстя и карая,
Ведь я ошибался твоими ошибками,
Восторженно слово твое повторяя!

* * *

আমার উপর, সময়, তোর কি বিষ
ঘৃণাভরে দিস শাস্তি যাতনা কেন?
বিগত দিনের ভুল নিয়ে খোঁচা দিস,
মোহমায়া মোর ভাঙিস কেল্লা যেন।

বল্ কে জানতো, সত্যেরও নড়ে মূল?
হাসি কেন তোর চড়িয়ে আমাকে শূলে?
করেছিনু সে তো তোরই ভুল দেখে ভুল,
তোরই কথা সব নিয়েছিনু জিভে তুলে!

চেচেন ভাষার মহিলা কবি রাইসা আহমাতভার প্রথম বই প্রকাশিত হয় তাঁর মাতৃভাষায়, ১৯৫৮ সালে এবং সেই বছরেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁকে সভ্য করে নেয়া হয়। চেচেন নারীদের গতানুগতিক বিধিলিপির কথা ভাবলে — যেখানে ধর্মান্ধতার অনুশাসনে সঙ্গীত, প্রেম ও সর্বৈব অধিকার সবই ছিল তাদের কাছে নিষিদ্ধ, এই ঘটনাকে অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী মনে হবে। রাইসা আহমাতভা — এক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গীতিকবি। কিন্তু তিনি একজন যোদ্ধাও — সমাজকর্মে নিবেদিতপ্রাণ আত্মা। তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল যৌথখামারীর শ্রমাসক্ত পথে, আর আজ তিনি ঐ প্রজাতন্ত্রের লেখক সঙ্ঘের পরিচালিকা এবং প্রজাতন্ত্রটির সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভানেত্রী, চতুর্বিংশ পার্টি কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি। রুশ ও তাঁর মাতৃভাষায় তাঁর ১৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং আরবী, ফরাসী, জার্মান, বুলগেরীয় ও হাঙ্গেরীয় ভাষায় তাঁর কবিতার অনুবাদ বেরিয়েছে। আজ রাইসা আহমাতভা তাঁর প্রতিভার, তাঁর পরিণত শিল্পমানসের মধ্যগগনে। কিছুকাল আগে কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ “দয়া” ইরিনা অজেরভার রুশ অনুবাদে চেচেন-ইনগুশ প্রকাশনী থেকে ছাপা হয়েছে। বর্তমানে তিনি “সোভিয়েত লেখক” প্রকাশালয় থেকে একটি কাব্যসংকলন এবং “সোভিয়েত্স্কায়া রসিয়া” প্রকাশালয় থেকে একখণ্ডে নির্বাচিত রচনাবলি প্রস্তুতে ব্যস্ত।

রাইসা আহ্‌মাতভা

РАИСА АХМАТОВА

* * *

Мы с давних пор привыкли почему-то
С любовью рядом
Узнавать весну.
Я вспоминаю пасмурное утро
И небо
У тяжелых туч в плену.

Все соловьи умолкли на зимовье,
Не выглянет
Замерзшая луна...
В осенний день я встретилась с любовью —
На голых ветках расцвела весна.

Любовь пришла
И сердце захватила,
И все морщинки прогнала со лба
Ко мне
В пальто потёртом приходила
Счастливая,
усталая судьба.

* * *

জানি না কেন যে সেই কবে থেকে খেলা —
বসন্ত সাথে
মিলেছে প্রেমের তার।
মনে পড়ে যায় খিন্ন প্রভাতবেলা
এবং আকাশ
কাঁধে নিয়ে মেঘভার।

বুলবুল সব নীরব শীতের দেশে,
উঁকি দেয় না ক'
শীতের শীর্ণ চাঁদ...
হেমন্তদিনে দেখা তার সাথে শেষে —
পাতাহীন শাখে ফাগুন কি পাতে ফাঁদ।

প্রেম জাগে বুকে —
তারই আশ্রয়নীড়ে,
সব যে পালায় কপালের রেখা, দেখি;
আমার ছিন্ন
মলিন খোলস ছিঁড়ে
আসে আনন্দ, ভাগ্যের দান সে কি!

В нависшем небе
Не заблещет просинь,
В пустынном поле — мокрое жнивьё...
Но я навечно
Полюбила осень
За позднее цветение мое.

আকাশ থমকে ঝুলে আছে দেখি
শিশিরসিক্ত শূন্য মাঠের 'পরে,
দেবে না তো দেখা নীলিমার নীল সেও ;
তবুও যে আমি ডুবে আছি হায়
হেমন্তপ্রেমে শাশ্বতকাল ধরে
আমার অবেলা পুষ্পিত ফাগুনেও।

* * *

Я ждала, тебя, очень ждала!..
Бесконечные дни осыпались,
Как листочки календаря,
И будила меня, просыпаясь,
Одинокая, злая заря.

Но казалось — ты рядом,
И только
Нужно руку к тебе протянуть...
Я вставала с постели тихонько,
Чтобы вздохом твой сон не спугнуть,

У окошка стояла часами
В ожидании нового дня.
И глядела твоими глазами
Яснозвездная ночь на меня.

Все разлуки свои и свиданья
Я хотела тогда оживить,
Чтобы верным своим ожиданьем
Тропку к встрече с тобой проложить.

В каждой вещи тебя узнавая,
Я под утро бралась за дела,

* * *

করি প্রতীক্ষা, শুধু প্রতীক্ষা আজ...
অনন্ত দিন ঝরে পড়ে একে একে
ক্যালেণ্ডারের পাতা যথা খসে যায়,
নিজে ঘুম ভেঙে আমাকেও তোলে ডেকে
রুক্ষ, তীক্ষ্ন, প্রত্যুষ হিমবায়।

মনে হলো তুমি পাশেই রয়েছ,
কেবল এখন জানি:
বাড়ালেই হাত নেবে তুমি তুলে ধরি...
সন্তর্পনে উঠে আসি ছেড়ে নিজের শয্যাখানি
যাতে কোনো রূপে তোমার স্বপ্নে আমি না ব্যাঘাত করি।

নবদিবসের অধীর প্রতীক্ষাতে
জানালার পাশে দাঁড়াই মগ্ন প্রহরে,
রাত্রি তাহার উজ্জ্বল তারকাতে
তোমারই দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে দেখে মোরে।

যতেক বিরহ যতেক মিলন স্মৃতি
বসে বসে আমি জপেছি লক্ষবার,
যেন-বা কেবল অপেক্ষা শুধু রীতি —
ললাটলিখন, সেটাই সত্য সার।

সবকিছুতেই তোমাকেই মনে করি
কাকভোরে উঠে করে যাই নিজ কাজ,

Но, отчаявшись и уставая,
Я ждала тебя,
Очень ждала!..

Я ждала, когда звонко смеялась,
В самом сердце тоску схоронив.
Лето осенью хмурой сменялось,
Листья дней на асфальт уронив.

И зима побрела по дорожкам,
Каждый памятный след замела,
Постучалась метелью в окошко.
Я ждала тебя,
Очень ждала!..

И глядела, глаза напрягая,
Чтоб тебя сквозь метель увидать.
Ты скажи мне:
Сумеет другая,
Та, другая...
И помнить, и ждать?!

কিন্তু ক্লান্তি হতাশা অঙ্গ ভরি —
করি প্রতীক্ষা,
শুধু প্রতীক্ষা আজ!..

অপেক্ষা করি — হাস্যরোলের পরে,
মনের দুঃখ চেপে রাখি কোনো মতে;
বসন্ত গিয়ে হেমন্ত ভ্রূকুটি করে,
ঝরায় দিবস টুপটাপ পথে পথে।

পথে পথে ঘোরে শীতের হিমেল বায়,
স্মৃতিভরা প্রতি পথেতে তুষারসাজ,
তুষারের ঝড় কড়া নেড়ে চলে যায়,
করি প্রতীক্ষা,
শুধু প্রতীক্ষা আজ!..

তাকাই বাইরে, যেতে পারে দেখা গেলেও —
হয়তো তোমাকে দেখবো ঝড়েরই রাতে।
এবার বলো তো:
পারবে কি নাকি সেও,
হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলি — সেও...
মনে রেখে দিতে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে যেতে এমন অপেক্ষাতে?

* * *

Наперекор молве-судьбе
С тобой искала встречи я,
Свою любовь несла к тебе,
Оставшись незамеченной.

Несла тебе свою беду.
Свои надежды девичьи...
Ну что ж, я больше не приду,
Ну что ж, встречаться незачем.

Любовь украдкой не прошу,
Стыдливую, неверную!
И в жизнь тебя я не впущу:
Свою любовь отвергну я.

* * *

ভাগ্যের লিপি মেনে নিয়ে পাছে পাছে
ছুটে গেছি আমি তোমায় দেখবো বলে,
আমার এ-প্রেম এনেছি তোমার কাছে —
তুমি তো কখনো দেখ নি তা কোনো ছলে।

আমার বেদনা এনেছি তোমার কাছে।
যত আশা সব ছোটো এ কুমারী বুকে...
এই শেষ জেনো, আসবো না তব কাছে,
দেখাসাক্ষাৎ করবো বলো কী সুখে!

এ গোপন প্রেম — সে নয় আমারই থাক:
সরমে জড়ানো, ভীরু ও অনিশ্চয়;
চাই না তোমাকে, পুড়ে হই যত খাক —
এ-প্রেম তবুও হোক অস্বীকারে লয়।

* * *

Я все смогу:
Тоску глухую спрячу,
Колючую обиду заглушу.
Нет, я от боли в сердце не заплачу
И ни о чем тебя не попрошу.

И я смогу.
Смахнув слезу, смеяться,
Девчонкой шаловливой быть всегда,
И я сумею каждый день меняться,
И я не буду слабой никогда.

Смогу любить,
Как первою весною —
Пускай зима седая на дворе.
Я стать смогу черемухой лесною,
Что раскрывает почки на заре.

Я все смогу,
Ни разу не солгу.
Но не проси меня оставить горы —
Забыть родные горы не смогу...

* * *

সবই পারি আমি —
লুকোতে মনের গভীর দুঃখভার,
বিঁধে বিঁধে কালো অপমান-কাঁটা মুখে;
কিন্তু তবুও তোমার কাছেতে করবো না আবদার,
ভেবো না — ভাসাবো কেঁদে কেঁদে মনোদুখে।

সবই যে আমিও পারি —
মুছে ফেলে চোখ আবার হাসতে পারি,
ভাসতেও পারি বালিকার মতো অবাধ লাস্যভারে,
প্রতিদিন আমি নিত্য নবীন মন গেলে হতে পারি,
কিন্তু কখনো ভেঙে পড়বো না দুর্বলতার মারে।

ভালোবাসতেও পারি আমি জেনে রেখো —
ভালো বাসিয়াছি যেভাবে জীবনে প্রথম মাধবীপ্রাতে,
থাক না দাঁড়িয়ে অঙ্গনে মোর শীত যদি এসে থাকে;
বনকুঞ্জেতে পারি দাঁড়াতেও অলস অপেক্ষাতে
মুকুলের ফোটা দেখবো বলেই সূর্য ওঠার আগে।

সবই পারি আমি,
ভেবো না বলছি মিছে।
কেবল পারি না ছাড়তে এ গিরি — আমার জীবনস্বামী,
জন্মেছি হেথা, ফেলে যেতে নারি পিছে...

লেওনিদ মার্তিনভ (জন্ম ১৯০৫) যেন শব্দের যাদুকর, শব্দের অন্তর্নিহিত গূঢ় অনুষঙ্গাবলী তাঁর স্পর্শকাতর চেতনায় অবিকল ধরা পড়ে। বিচ্ছিন্ন পংক্তিসমূহে, স্তবকে বা সম্পূর্ণ কবিতার শরীরে ধ্বনির অদ্ভুত সাংগীতিক দ্যোতনা দানের জন্য মার্তিনভের রচনা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। তাছাড়া সেই সঙ্গে তিনি প্রথমত ও প্রধানত একজন ভাবুক কবিও বটে। নিজস্ব ভাবনাকে তিনি ব্যক্ত করেন অনুপুঙ্খভাবে, একান্তভাবে নিজস্ব শিল্পরীতিতে। দ্রুত ধাবন্ত বর্তমান বিশ্বেরই তিনি একজন বাসিন্দা, আমাদের নিয়ত-পরিবর্তমান বিশ্বে যা-কিছু নতুন তাতেই তিনি সাড়া দিচ্ছেন। এই বিদগ্ধ অনুসন্ধিৎসা বিধৃত হয়ে আছে সেই সব কবিতায় — একাধারে যা প্রায় রূপোলি ভুবন, কল্পলোক কোনো, অথচ রচনাঢংয়ে বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্লেষণাদি থাকায় যার অভিঘাত অত্যন্ত আধুনিক। লেওনিদ মার্তিনভ পশ্চিমী ধ্রুপদী সাহিত্য ও স্লাভ কবিতার একজন বিশিষ্ট রুশ অনুবাদক রূপেও স্বীকৃতি পেয়েছেন। ১৯৬৬ সালে তিনি রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন।

লেওনিদ মার্তিনভ

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

Эхо

Что такое случилось со мною?
Говорю я с тобой одною,
А слова мои почему-то
Повторяются за стеною,
И звучат они в ту же минуту
В ближних рощах и дальних пущах,
В близлежащих людских жилищах
И на всяческих пепелищах,
И повсюду среди живущих.
Знаешь, в сущности, — это не плохо!
Расстояние не помеха
Ни для смеха и ни для вздоха.
Удивительно мощное эхо!
Очевидно, такая эпоха.

প্রতিধ্বনি

এ তো দেখছি ভারি মজার ব্যাপার হলো!
বলছি কথা তোমার সাথে একা-একা,
কাণ্ড এ কী! অবাক মানি — আমার কথা
কে যে তাদের দেয়াল থেকে ফেরত দিলো —
তারপরে তা বাজতে থাকে সাথে সাথেই
আশেপাশের অলিগলি, দূরের ঝোপে
কাছেপিঠের লোকজনেরই নানান খোপে,
কিংবা যত চালচুলোহীন মাঠেঘাটেই —
যেথায় খুশি ভিড়ের মাঝে হাটবাজারে।
বুঝলে কি না — সত্যি বলি — মন্দ বা কী!
দূরত্ব সে পথের বাধা নয়কো কোনো,
হাসি, দীর্ঘশ্বাসের পক্ষে না পৌঁছনো।
প্রতিধ্বনি শক্তিশালী দারুণ না কী!
এ-যুগটা যে অমনি — কাজেই হতেই পারে।

* * *

Что-то
Новое в мире.
Человечеству хочется песен.
Люди мыслят о лютне, о лире.
Мир без песен
Неинтересен.

Ветер,
Ветви,
Весенняя сырость,
И черны, как истлевший папирус,
Прошлогодние травы.
Человечеству хочется песен.
Люди правы.

И иду я
По этому миру.
Я хочу отыскать эту лиру,
Или — как там зовется он ныне —
Инструмент для прикосновенья
Пальцев, трепетных от вдохновенья.

* * *

নতুন
নতুন কিছু এসেছে পৃথিবীতে,
গানের পিপাসা জাগ্রত চারদিকে,
বীণায়, বাঁশিতে স্বপ্ন দেখছে লোক।
পৃথিবীতে সংগীতহীন হলে
জীবন বিবমিষা।

হাওয়া,
ডালপালা,
বাসন্তী দিনের আর্দ্রতা;
বিগত বছরের মরা ঘাস
কালো হয়ে যাওয়া, যেন বিবর্ণ কোনো পাণ্ডুলিপি।
কোনো ভুল নেই এতে —
গানের পিপাসা জাগ্রত চারদিকে।

আর আমি তো হাঁটছিই
এই পৃথিবীরই পথ ধরে;
খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই তন্ত্রীবীণ,
কিংবা ধরো — লোকে যে নামে ডাকে আজকাল —
হাতের ছোঁয়ায় জেগে উঠবে যে যন্ত্র,
কেঁপে উঠবে শিহরণে, প্রেরণার ভারে।

Города и пустыни,
Шум, подобный прибою морскому...
Песен хочется роду людскому.

Вот они, эти струны,
Будто медны и будто чугунны,
Проводов телефонных не тоньше
И не толще, должно быть.
Умоляют:
— О, тронь же!

Но еще не успел я потрогать —
Слышу гул отдаленный,
Будто где-то в дали туманной
За дрожащей мембраной
Выпрямляется раб обнаженный,
Исцеляется прокаженный;
Воскресает невинно казненный,
Что случилось, не может представить:
— Это я! — говорит. — Это я ведь!

На деревьях рождаются листья,
Из щетины рождаются кисти,
Холст растрескивается с хрустом,
И смывается всякая плесень...
Дело пахнет искусством.
Человечеству хочется песен.

শহর প্রান্তর গ্রাম-গ্রামান্তর,
গর্জন কলমন্দ্রিত সাগরেতে...
গানের পিপাসা জাগ্রত চারদিকে।

ঐ যে দ্যাখো না — তন্ত্রীবীণের তার,
মনে হয় যেন তামার অথবা লোহার —
অবিকল যেন টেলিফোন তার:
সরুও না, মোটাও না।
অথচ ডাকছে তোমাকে:
— 'এই যে! এসো, স্পর্শ করো আমাকে।'

না, এখনো তো ছুঁতে পারি নি তাকে আমি —
কেবল দূর থেকে শুনতে পাই টুংটাং শব্দের,
যেন দূরে কোনোখানে কুয়াশার আড়ালে
শব্দ হয় স্পন্দিত মেম্‌ব্রেনের অন্তরালে
শৃঙ্খলমুক্ত বন্দী ক্রীতদাস শিরদাঁড়া সোজা করে,
কালব্যাধি কুষ্ঠরোগের ঘুচে যায় যন্ত্রণা,
মিথ্যা বিচারে শাস্তি পাওয়া মৃতেরা জেগে ওঠে পুনরুত্থানে —
কী যে ঘটে গেছে বোঝে না, চেঁচায়:
"আরে, আমি, এই যে! দ্যাখো, দ্যাখো, আমি বেঁচে আছি!"

গাছে গাছে নতুন পাতা আসে,
পত্রপল্লব মর্মরিত নতুন করে;
খুলে যায় ক্যানভাস মৃদু শব্দ তুলে,
ছাতলা-শ্যাওলার দাগও ধুয়ে-মুছে সাফ...
শিল্পের সৃজনী সৌরভ ছড়ায় দিকে দিকে,
গানের পিপাসা জাগ্রত চারদিকে।

Вода

Вода
Благоволила
Литься!

Она
Блистала
Столь чиста,
Что — ни напиться,
Ни умыться.

И это было неспроста.

Ей
Не хватало
Ивы, тала
И горечи цветущих лоз.

Ей
Водорослей не хватало
И рыбы, жирной от стрекоз.

জল
গড়িয়ে যায় —
চমৎকার!

সে
যেন ঠিক
করে ঝিকমিক
স্বচ্ছ স্ফটিক — স্বচ্ছ এমন,
যায় না মন
ব্যবহারে।

কিন্তু এসব দৈবাৎ নয়, দৈবাৎ নয়।

ছিচকাঁদুনে
উইলো-ঝোপ
গলা তুষার জীবন্ত —
কিছুই তো তার যথেষ্ট নয়।

কলমিলতা,
জলের দাম, স্বাস্থ্যবান রুপোলি মাছ
কিছুই তো তার যথেষ্ট নয়।

Ей
Не хватало быть волнистой,
Ей не хватало течь везде.
Ей жизни не хватало —
Чистой,
Дистиллированной
Воде!

জলের
ঢেউয়ে স্বাধীন খেলা,
সবখানেতে গড়িয়ে যাওয়া —
এসব কিছুই যথেষ্ট নয়।
পরিস্রুত জল তো বটেই
স্বচ্ছ অতি, হলেই কী হয়?
আসল কথা, জীবন যে নেই!

আর্মেনীয় মহিলাকবি সিল্‌ভা কাপ্‌তিকিয়ানের (জন্ম ১৯১৯) রচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯৩৩ সাল থেকেই। ১৯৪১ সালে তিনি ইয়েরেভান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করেন। গত দুই দশকের মধ্যে তাঁর কবিতায় বড় রকমের একটা পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে তাঁর বিশ্বদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানিই ছিল অতিরেক ও আড়ম্বরবহুল, — এর পরিচয় মিলবে ১৯৪৫-৫৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত "সেই দিনগুলো", "জান্‌গা তীরে", "একান্ত" কাব্যগ্রন্থে। কিন্তু এর পরে ক্রমেই পরিণত কবি হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন: "গীতিকবিতা" (১৯৫৫), "কবিতাবলী" (১৯৫৯), "ক্রান্তিকালের ভাবনা" (১৯৬০) ও অন্যান্য কাব্যে তাঁর চতুষ্পার্শ্বের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক সমস্যাবলী তীব্রভাবে উপস্থিত।

সিল্‌ভা কাপ্‌তিকিয়ান

СИЛЬВА КАПУТИКЯН

* * *

Небрежно и щедро я жизнь прожила,
Подобно ребенку, подобно царице, —
Быть может, я слабою слишком была,
Быть может, я силою вправе гордиться.

Я верила смело, мне лгали подряд,
Но — вместо проклятья, — уверясь в обмане,
Сама от него отвратила я взгляд,
Чтоб только не видеть его покаяний!

Не шла ни за кем я, смиреньем дыша,
Где бы дверь запереть — отворяла я двери.
В гордыне своей не считала душа
Незримые беды свои и потери...

Где нужно держать — я твердила: «уйди!»
Где нужно вернуть — не бежала вдогонку.
Беспечно теряла находки свои.
Где тихо бы плакать, смеялась я звонко.

Небрежно и щедро я жизнь прожила,
Подобно ребенку, подобно царице, —
Быть может, я слабою слишком была,
Быть может, я силою вправе гордиться...

* * *

কেটেছে জীবন ছেলেখেলা ভরে উৎসাহে অবিরল
শিশুদের মতো অথবা রাজার দুহিতার মতো প্রায়, —
কে জানে হয়তো হতেও পারে-বা ছিনু ভীরু দুর্বল,
কিংবা কে জানে ভেসেছিনু কি না অহংকারের নায়ে।

লোকের কথায় কান পেতেছিনু পরম আস্থাভরে,
কিন্তু যখন বুঝেছিনু সে তো মিথ্যা বেসাতি ফাঁদ, —
মহা ঘৃণাভরে ফিরায়েছি মুখ সে-সব কথার ’পরে
পাছে কোনোদিন আঁকা রয় চিতে অনুশোচনার ছাঁদ!

ছুটি নি কখনো কারো পিছু পিছু রুদ্ধশ্বাসে কভু,
স্বাভাবিকভাবে বন্ধ দুয়ার খুলে গেছে অনায়াসে,
অহংকারকে তবুও মানি নি মম হৃদয়ের প্রভু,
হতাশা যা-কিছু সে আমারই থাক, ন্যায় র’ক মোর পাশে...

যেখানে আঁকড়ে ধরবার কথা, বলেছি সেখানে — “যাও!”
ফেরাবার কথা যেখানে আমার, ছুটি নি ক’ পিছু পিছু, —
মহা নিশ্চিতে হারায়েছি তাহা খুঁজে পেয়েছিনু যা’ও
হেসেছি প্রবল, যেখানে আমার কাঁদবার কথা কিছু।

কেটেছে জীবন ছেলেখেলাভরে উৎসাহে অবিরল
শিশুদের মতো অথবা রাজার দুহিতার মতো প্রায়, —
কে জানে হয়তো হতেও পারে-বা ছিনু ভীরু দুর্বল,
কিংবা কে জানে ভেসেছিনু কি না অহংকারের নায়ে...

В Севанских горах

Купаясь в струях света, одиноко
Стояла я в тиши севанских круч.
Стояла я высоко, так высоко,

Что плеч моих орел крылом касался,
А ноги обвивало дымом туч.
Каким огромным, гордым мир казался!

Но вдруг, забыв о вековом просторе,
Я посмотрела вниз, ища жилья,
Ища тропинки на кремнистом взгорье.

По человеку стосковалась я!..

সেভান শিখরে

আলোকবন্যা সারা গায়ে মেখে আমি
একাকী মৌনে দাঁড়াই সেভান শিখরে,
পাহাড়েরই মতো দাঁড়াই বিশাল আমি;

ঈগলের ডানা ছুঁয়েছে আমার কাঁধ,
মেঘের কুয়াশা পা দুটো আঁকড়ে ধরে।
বিশাল পৃথিবী সামনে, — গরবী ছাঁদ!

কিন্তু হঠাৎ — ভুলে গিয়ে ঐ অনন্ত শূন্যতা —
চেয়ে দেখি নিচে: চারপাশে নেই বাড়িঘর কোনোখান,
পায়ে-চলা-পথও দেখি না তো কই, নামে নি তো হেথাহোথা।

দৃষ্টি আমার শুধু খোঁজে ফেরে মানুষের সন্ধান!..

Песня дорог

Как хорошо порой покинуть
Дом и город свой родной
И в мир, что пред тобой
раскинут,
Отправиться совсем одной!
Где на земле еще дороги
Так бесконечно хороши?
Где ветер странствий и тревоги
Так освежающ для души?

Свободной красотой земною
Душа счастливая горда,
Когда мелькают пред тобою
Бесчисленные города.
Ни с кем из встречных не знакома,
Идешь как будто бы одна,
Но знаешь, что и здесь ты дома,
В семью большую включена.

Пусть иногда меня не знают,
Откуда я, иду куда, —
Но незнакомую встречают
Гостеприимством города.

রাস্তার গান

কী যে ভালো লাগে মাঝে-মাঝে ছেড়ে যাওয়া
জন্মশহর ও বাড়িঘর, চেনাজানা
ছড়ানো ভুবনে তার বদলে পাওয়া!
একাকী বিশ্বে পথচলা নেই মানা!
আর হেন পথ কোথা আছে জানো নাকি —
অপরূপ আর অনন্ত দূরগামী?
উদ্দাম হাওয়া যে-পথে সঙ্গে থাকি'
করে তোলে মন তরতাজা দিনযামী?

স্বাধীন অবাধ মধুর পৃথিবী এই
প্রাণে আনে খুশি গর্বের ঝঙ্কারে,
একটির পর একটি শহর যেই
পিছু ফেলে যাই উড্ডীন টঙ্কারে।
একটিও মুখ পরিচিত নেই কোথা —
সারা পথ দেখি একাকীই হবে যেতে,
তবু মনে হবে: তোমার বাড়িটা হোথা,
স্বজনের মুখ সবখানে আছে পেতে।

জানে না যদিও কী আমার পরিচয়,
এসেছি জানে না কোথা থেকে, কোথা যাবো, —
প্রতিটি শহর তবু আতিথ্যময়,
আমাকে মেনেছে দূরদেশী বান্ধবও।

Как хорошо в краю далеком
По новым улицам пройти
И в лицах, что глядят из окон,
Родное, близкое найти!

И сблизиться со всеми, зная,
Что здесь везде твоя семья
И что везде ты как родная,
И со своими и своя,
Где сразу станешь близкой всем ты,
Увидишь столько доброты,
Когда хоть робко, хоть с акцентом
Заговоришь по-русски ты.

Как хорошо, душою доброй
Вобрав всей Родины простор,
Вернуться освеженной, бодрой
К подножью белоснежных гор,
Войти к друзьям и с жаждой новой
Вино своих садов испить
И под родимым кровом снова
Трудиться, радоваться, жить!..

দূরান্তভূমে সবই ভালো লাগে কত
অচেনা নতুন পথও মনে হয় প্রিয়,
জানালাতে দেখি উৎসুক মুখ যতো —
চিনি না যদিও, মনে হয় আত্মীয়!

সবার সাথেই গভীর একাত্মতে
মনে হবে আছো নিজের ঘরেই তুমি,
গভীর আদরে সকলে পূর্ণমতে
তোমায় টানবে কপোলপ্রদেশ চুমি।
রবে যেখানেই হবেই তোমার মনে:
দিল্‌খোলা বটে সকলেই সর্বথা,
বিশেষত তুমি বিদেশী উচ্চারণে
বলবে যখন ভাঙা-ভাঙা রুশী কথা।

কী ভালো লাগবে, খুশির জোয়ার প্রাণে —
ফিরবে যখন বুকে টেনে নেবে মাটি,
দেখবে সরল দীপ্তি সকলখানে,
তুষারমৌলি পর্বতমালা খাঁটি।
বন্ধুসকাশে ফিরে দেখা দেবে যবে —
তৃষ্ণা বাড়াবে দ্রাক্ষারসের বান,
শোণিতপ্রবাহে ধরা দেবে অনুভবে,
সৃষ্টিপ্রেরণা, জীবনের জয়গান!..

প্রখ্যাত কির্গিজ কবি সুয়ুন্‌বাই এরালিয়েভ জন্মেছেন ১৯২১ সালে ও মানুষ হয়েছেন কির্গিজিয়ারই উচ্‌-এম্‌গেক নামে একটা গ্রামে। ১৯৪১ সালে স্কুল শেষ করেই ছুটেছিলেন রণাঙ্গনে, ফ্যাশিস্ট জার্মান হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। কবিতা রচনার শুরু তাঁর ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই। তরুণ সুয়ুন্‌বাইয়ের প্রথম কবিতাগ্রন্থ বেরোয় ১৯৪৯ সালে: “প্রথম ধ্বনি”। তারপর হতে অদ্যাবধি কির্গিজ ও রুশ ভাষায় তাঁর কবিতার বই বেরিয়েছে কুড়িটিরও বেশি। প্রতিভাসম্পন্ন এই কবির অন্যতম কবিবৈশিষ্ট্য হলো সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রতি নাড়ির টান। তাঁর “আক-মেয়ের” কবিতার ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু তাঁর রচনাবলীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সেখানে আছে প্রাক্‌বিপ্লবী কির্গিজিয়ায় নারীদের করুণ ভাগ্য, আর মানুষী প্রেমের প্রবল শক্তির কথা। ষাটের দশকে প্রকাশিত হয় তাঁর “লজ্জাবতী তারারাজি” ও “তারকামালার দিকে” — দু’টিই অত্যন্ত উজ্জ্বল ও অভিনব ধরনের কাব্যগ্রন্থ, মহাশূন্য জয়ের স্তোত্রগাথা। সুয়ুন্‌বাই এরালিয়েভ কির্গিজ লেখক সংঘের পরিচালকমণ্ডলীর এবং আফ্রো-এশীয় লেখক সংহতি সোভিয়েত কমিটির সদস্য।

সুয়ুন্‌বাই এরালিয়েভ

СУЮНБАЙ ЭРАЛИЕВ

Я иду

Грядущее,
будем знакомы!
На перевале двадцатого века
ты видишь меня,
человека,
потомка ушедших времен
и предка грядущих племен.

А время шумит, как река,
Я иду.
Я в ответе
за дела,
что творятся на нашей планете.
Я иду по земле
и по звездам,
и по времени,
и по пространству...
Моему постоянству
удивляется время.
Я иду, сапогами гремя
Из-под ног вылетают горячие искры,
словно из-под кремня.

আমি চলেছি

হে ভবিষ্যৎ আমার,
এসো তবে আলাপ করা যাক!
বিশ শতকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
তাকিয়ে দেখছ তুমি আমাকে —
একজন মানুষকে
যে কিনা সন্ততি অতীতের
এবং পূর্বপুরুষ ভাবী বংশধরদেরও।

এদিকে — সময়, যেন নদী, গর্জমান।
আমি চলেছি।
কৃতকর্মের জবাবদিহি —
যা-কিছু ঘটছে আমাদের এই গ্রহে —
সে তো সবই আমার।
আমি চলেছি পৃথিবীর উপর দিয়ে,
পথ ধ'রে তারকার,
সময়ের হাত ধ'রে,
শূন্যের সাথে সাথে...
আমার একরোখামিতে
অবাক মেনেছে সময়ও।
আমি চলি, পায়ের তলা থেকে
উষ্ণ স্ফুলিঙ্গ ছিটোয় বজ্রকণিকা
যেন-বা চুমকিপাথর কোনো।

Я иду,
а вокруг жеребятами прыгают дни.
Я иду среди песен и звезд,
через мост,
называемый веком.
Солнце завтрашним светом
озаряет мой путь.
Так и кажется —
стоит лишь руку свою протянуть
и достанешь до солнца.
Шепот мой
услыхала луна.
Я иду, а дорога длинна,
окликают меня повороты.
Но попробуй
меня удержи, ухвати —
разве воду удержишь в горсти?
Разве ветер взнуздаешь?
Если остановлюсь, если сердце устанет,
то кружиться в пространстве
земля перестанет,
время в бездну глубокую канет.
Ведь планета и я
составляем одно...

Я иду.
Я зерно,
из которого будущее прорастает!

আমি যাই,
চারপাশে নবীন অশ্বের মতো চঞ্চল দিন।
আমি যাই গীতধারা ও তারকার মাঝ দিয়ে,
পার হয়ে সেতুর বাঁধন
যাকে "শতাব্দী" বলে ডাকে লোকে।
আগামী দিনের আলো নিয়ে
আমার পথ আলোকিত করে সূর্য।
তাই-ই ঠিক যেন মনে হয়:
একটু শুধু হাত বাড়িয়ে দিলেই
তো ছোঁয়া যায় সূর্য।
আমার কণ্ঠের ফিস্‌ফিস্‌
চন্দ্রও শুনে ফেলে ঠিক।
আমি চলি, — পথ তো দীর্ঘ,
তার বাঁকগুলো ডাকছে আমাকে।
দ্যাখোই না যদি পারো
বাঁধতে আমাকে —
মুঠিতে ধরবে বুঝি জল?
কিংবা লাগাম চড়াবে বাতাসের মুখে?
যদি থেমে পড়ি, যদি আসে ক্লান্তি
তবে মর্তভূমির এই
মহাঘূর্ণন মহাশূন্যে যাবে থেমে,
সময় পড়ে যাবে অতল গহ্বরে।
আমি ও পৃথিবী এই
এ যে একই...

আমি চলেছি।
আমি সেই বীজ
গর্ভে থেকে যার উঠে আসে ভবিষ্যৎ।

সেমিওন কির্সানভ (জন্ম ১৯০৬) বন্ধু ছিলেন মায়াকভ্স্কির; তাঁর নতুন কালের কবিতার তিনি এক নিবেদিতপ্রাণ প্রবক্তা। কির্সানভের প্রথম দিককার কাব্যগ্রন্থাবলী — "লক্ষ্য" (১৯২৬), "নিরীক্ষা" (১৯২৭) ও "দীক্ষাদিনের গান" (১৯২৮) — শব্দ নিয়ে আঙ্গিকগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর বহন করে। "বামপন্থী" শিল্পান্দোলনের সদস্য হিসেবে তিরিশের দশকে তিনি "বামপন্থী" শিল্পসূত্রের একজন উচ্চকণ্ঠ ঘোষক ছিলেন এবং সত্য ঘটনা ও সংবাদপত্রের তথ্য নিয়ে কবিতানির্মাণকে পূর্ণ হৃদয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তথাপি তাঁর সর্বাধিক খ্যাত কাব্যসমূহ — "সিণ্ডারেলা" (১৯৩৬), "তোমার কবিতা" (১৯৩৭) ও "সপ্তাহের সাত দিন" (১৯৫৬) — ভাবের দিক থেকে গীতিধর্মী এবং সেখানে তথ্য ও সত্য ঘটনার যথার্থ বর্ণনা অপেক্ষা প্রতীক ও রূপকাদি অধিকতর উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। মননের প্রবক্তা সেমিওন কির্সানভের কবিকর্মের বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যবহৃত শব্দের বহুমুখী ব্যঞ্জনায়, ঘটনাসন্নিবেশের স্বকীয়তায় এবং কবিতার সুঠাম বহির্বিন্যাসে।

সেমিওন কির্সানভ

СЕМЁН КИРСАНОВ

Этот мир

Мой родной, мой земной,
мой кружащийся шар!
Солнце в жарких руках,
наклонясь, как гончар,

вертит влажную глину,
с любовью лепя,
округляя, ласкать,
рождая тебя.

Керамической печью
космических бурь
обжигает бока
и наводит глазурь,

наливает в тебя
голубые моря,
и, где надо, — закат,
и, где надо, — заря.

И когда ты отделан
и весь обожжен —

এই পৃথিবী

আমার এ-ভুবন, এই ধূলোমাটি
ঘূর্ণায়মান চক্রাকার!
গনগনে হাত বাড়িয়ে সূর্য
নতমুখে, যেন কুম্ভকার,

ঘোরায় নরম তাল তাল মাটি
যথেচ্ছভাবে চাকের 'পরে,
অতি সযত্নে গড়ে গোলগাল
তোমারই ভিতরে জীবন ভ'রে।

মহাকাশে মহাকটাহে যেথায়
মহাবিশ্বের ঝঞ্ঝা বয়,
সেখানে তোমাকে পুড়িয়ে, পরে সে
আনে লাবণ্য অঙ্গময়;

তারপরে শেষে সুনীল জলধি
ঢেলে দেয়া হয় তোমার 'পর,
শেষকালে যথা প্রয়োজনমতো
অস্তরাগ ও প্রভাতকর।

সবশেষে যবে মনমতো করে
তোমার মুরতি তৈরি শেষ,

Солнце чудо свое
обмывает дождем

и отходит за воздух
и за облака
посмотреть на творение
издалека.

Ни отнять, ни прибавить —
такая краса!
До чего ж этот шар
гончару удался!

Он, руками лучей
сквозь туманы светя,
дарит нам свое чудо:
— Бери, мол, дитя,

дорожи, не разбей —
на гончарном кругу
я удачи такой
повторить не смогу!

সুনীল আকাশের বর্ষার ধারা
তোমা 'পরে ঢালে অনিঃশেষ।

বায়ুস্তর সে সরায় এবং
মেঘপুঞ্জকে হটিয়ে দিয়ে
আপন সৃষ্টি দেখে চোখ মেলে
বহুদূর থেকে গর্ব নিয়ে।

বাড়তি কমতি কোনো কিছু নেই —
সুমিত গড়ন চক্রাকার!

কুম্ভকার তো বিস্ময় মানে,
সুখের অন্ত নেইকো তার!

কুয়াশা আড়ালে দাঁড়িয়ে দূরে সে
হাতে জ্যোতিষ্ক হাস্যমুখে —
ছোঁড়ে উপহার আমাদের দিকে —
বলে: 'ধর্ বাছা, রেখে দে বুকে;

সযত্নে রেখো, ভেঙো না কখনো —
কুমোরের চাকে গড়তে ফের
পারবো না আমি, নিশ্চিত জানি,
ফলবে না ফল, টানলেও জের!'

Часы

Я думал, что часы — одни.
А оказалось,
что они
и капельки, и океаны,
и карлики, и великаны.

И есть ничтожные века,
ничтожней малого мирка,
тысячелетья —
лилипуты...

Но есть
великие минуты,
И только ими ценен век,
и ими вечен человек,
и возмещают
в полной мере
все дни пустые, все потери.

Я знал такие. Я любил.
И ни секунды не забыл!
Секунды —
в мир величиною, —
за жизнь изведанные мною!

সময়

সময় তো সব একইরকম, একদা ভেবেছিলাম।
কিন্তু নানা ধাঁচের ওরা
শেষে তা জেনেছিলাম:
কখনো একবিন্দু সে তো, কভু সাগরজল,
বামন কভু, কখনো সে যে ধরে দৈত্যবল।

কেটেই গেছে অলক্ষ্যেতে — এমনও যুগ আছে,
কাদের সে যে ছোট্ট ভুবন থেকেছে পাছে পাছে,
হাজার বছর কাটিয়ে দিয়েও
আছে বামনলোকও...

আবার একটি মিনিট কোথাও
অযুত অব্দভাকও:
ওদের নিয়েই মূল্যায়ন একেক শতাব্দীর,
ওদের চিহ্নে চিরঞ্জীব মানুষ পৃথিবীর,
পূর্ণতায় ভরিয়ে দিতে
ওদের ভবে আসা —
পুষিয়ে দেয় শূন্য সময় এবং হতাশা।

এবংবিধ জানিয়েছিল প্রেমের অনুভব,
প্রতিটি ক্ষণ তখনকার ভোলা অসম্ভব!
প্রতিটি ক্ষণ —
স্বয়ম্ভর, ভুবন সংহত —
জীবনে আজো গড়িয়ে চলে যেন-বা শাশ্বত!

И разве кончилось Вчера,
когда Ильич сказал: — Пора! —
Нет!
    Время Ленина
                    все шире
жизнь озаряет в этом мире.

И так повсюду.
                Знает мир
часы карманов и квартир
и те — без никаких кронштейнов —
часы Шекспиров,
                часы Эйнштейнов!

চিরন্তনী সেই যে-সময় শেষ তো হবে না গো,
যখন লেনিন বলেছিলেন: "সময় হলো, জাগো!"
শেষ হবে না!
তাঁর চলা পথ
ক্রমেই অগ্রগামী
পৃথিবীভর জীবন জ্বলে সেই পথেতেই নামি।

এমনি চলে চিরটাকাল।
সবাই সে তো জানে
পকেটঘড়ি কী কথা কয়, দেয়ালঘড়ির মানে,
এ-ও জানে যে আছে কেমন করি
আইনস্টাইন, শেক্সপীয়রের
ঘড়ি!

সের্গেই নারোভ্চাতভের (জন্ম ১৯১৯) কবিতা যেন আমাদের যুযুধান সমকালের জীবনালেখ্য। ১৯৩৯ সালে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্বেচ্ছায় ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিলেন। তারপরে এসে ভর্তি হন সাহিত্য ইনস্টিটিউটে, কিন্তু ফের যখন পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ শুরু হলো তখন পুনর্বার সৈনিক রূপে তাতে যোগ দিলেন। যুদ্ধকবিতা দিয়েই তাঁর কাব্যজীবনের সূত্রপাত এবং এখনো তাঁর কবিতায় ঘুরে-ফিরেই যুদ্ধের কথা চলে আসে। রসের দিক থেকে তাঁর কবিতা অত্যন্ত রোম্যাণ্টিক, গুরুগম্ভীর বিষয়কেও কবিতায় তিনি চমৎকার ও মধুরভাবে উপস্থিত করেন এবং তা অত্যন্ত গভীর ব্যঞ্জনা লাভ করে। নারোভ্চাতভ মূল প্রকৃতিতে যথার্থই রুশ কবি। বারংবার তিনি দ্বারস্থ হন রাশিয়ার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, তার দিগন্তবিস্তারী মুক্ত প্রান্তর, তার জনগণ, লোককাহিনী ও সঙ্গীত ইত্যাদির; এসব থেকেই তো জন্ম নেয় "ভাসিলি বুস্লায়েভ" কি "কসাক সর্দার সেমিওন দেজ্নেভ বিষয়ক সঙ্গীত" প্রভৃতির মতো কবিতা। কবি লের্মন্তভের "বৈরী নায়কের" প্রতি তাঁর অনুরাগ তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে এক গবেষণামূলক চিন্তাশীল সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থ "লের্মন্তভের গীতিকবিতা" রচনা লিখতে। আধুনিক কবিতা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রায়শই সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় বেরোয়।

সের্গেই নারোভ্‌চাতভ

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

В те годы

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казненных городов
По горестной, по русской,
по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Запоминал над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.

И воронье кружилось без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах,
И метил все бесчинства
и все казни
Паучий извивающийся знак.

В своей печали древним песням равный,
Я села, словно летопись, листал

সেইসব দিন

দাউ দাউ গ্রাম, শ্মশান নগরভূমি
দাঁতে দাঁত চেপে একে একে ফেলে যাই —
শোকাহত দেশ এ রুশ মাতৃভূমি:
বহু জন্মের পুণ্যে আমার ঠাঁই।

মনে পড়ে যায় অগ্নির লেলিহান,
বাতাসবাহিত ভস্মের উষ্ণতা,
রাস্তা-ঘাটেতে ঝুলেছে কুমারী প্রাণ
ক্রুশের পেরেকে, পুরাণ কথিত যথা।

ওড়ে নির্ভয়ে মাথার উপরে কাক,
শিকারকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে চিল,
তান্ডব আর হত্যায় দিল দাগ
প্রতীক কি ঐ মাকড়সা সর্পিল*।

লোকগাথা-গান কাঁদিছে স্মৃতির পাকে,
গ্রামের কাহিনী পড়ে চলি নিরবধি;

---

* নাৎসী জার্মানির প্রতীক স্বস্তিকা চিহ্নের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। — অনুঃ

И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.

Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял скорбя:
— Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой местью мстить мне за тебя!

প্রতি নারীতেই দেখি ইয়ারস্লাভ্‌না'কে,*
নেপ্রিয়াদ্‌ভা-ই** জেনেছি সকল নদী।

শোণিতের স্বরে নিবেদিত প্রাণে বলি
অশ্রুসিক্ত সুপ্রাচীন পদাবলী:
"হে মাতঃ, রাশিয়া! তুমি মম আলো, সুখ,
তোর অপমানে প্রতিশোধে জ্বলে বুক!"

---

* ইয়ারস্লাভ্‌না — মধ্যযুগীয় রুশ সাহিত্যের "ইগরের গাথা" মহাকাব্যের নায়িকা, ইগরের পত্নী। — অনুঃ

** নেপ্রিয়াদ্‌ভা — উক্ত মহাকাব্যে বর্ণিত নদী। — অনুঃ

За советскую власть!

Давних годов пионерские сборы!
Мальчишкам в огне языкатых костров
Чудилось пламя орудий «Авроры»
И высверк буденновских быстрых клинков.

Кому из вихрастых тогда не мечталось
В геройском бою по-геройскому пасть,
Чтоб только три слова на камне осталось:
За советскую власть!

Мальчишки мужали, мальчишки взрослели,
И только бы жить начинать сорванцам,
Как их завертели такие метели,
Какие, пожалуй, не снились отцам.

И кто в сорок первом, а кто в сорок пятом,
Всю душу вложив в неделимую страсть,
Сложил свою голову честным солдатом
За советскую власть!

জয় সোভিয়েত রাজ!

কতকাল গত — পায়োনীয়ারের সভা!
শিবিরাগ্নির লেলিহান জিভ দেখে
ভেবেছে ছেলেরা "অরোরা"-গোলার শিখা,
কি বুদিওনি'র বেয়নেট ঝকঝকে।

চুল এলোমেলো ওদেরই কোন না জন
চেয়েছে যুদ্ধে বীরের মৃত্যুসাজ,
সমাধিফলকে লেখা রবে তার পণ:
তোমারই জন্যে,
জয় সোভিয়েত রাজ!

বাড়ছে বয়স, মেধা পরিণত শেষে, —
জীবনের পথে দামাল ছেলের ঢেউ
পা দেবে যেমনি, ছিঁড়েছে ঘূর্ণি এসে;
এমন প্রলয় দেখে নি কখনো কেউ।

একচল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ সালে
আবেগে ঐক্যে পরেছে যুদ্ধসাজ,
মৃত্যুতিলক এঁকেছে নিজের ভালে
তোমারই জন্যে,
জয় সোভিয়েত রাজ!

Я помню вас в горьких и праведных буднях,
Без вас мы кончали победой войну,
Без вас запускали мы на небо спутник,
Без вас поднимали в степях целину.

Но со всем поколением в сердце несу я
Вашего сердца нетленную часть.
Навек присягаю, навек голосую
За советскую власть!

সুখে ও দুঃখে প্রত্যহ ভাবি তাই —
বিজয়ের মুখে আস নি তো পথ ভুলে,
মহাকাশ জয়ে অংশ নাও নি ভাই,
স্তেপভূমি যবে ফসল দিয়েছে তুলে।

তোমাদের কাল অনুভবে বুক ভরে,
হৃদি তোমাদের জপমালা মোর আজ:
আমার সর্ব শপথ তোমারই তরে —
তোমারই জন্যে,
জয় সোভিয়েত রাজ!

সের্গেই মিখাল্‌কভ (জন্ম ১৯১৩) শিশু-সাহিত্যিক ও ব্যঙ্গরচনার লেখক রূপেই সর্বত্র পরিচিত। তাঁর "স্তিওপা খুড়ো", "আর, তোমাদের ওখানে?" "লজ্জাবতী লতা" বা "বন্ধুর সাথে" প্রভৃতি কবিতা মুখস্থ নেই এমন শিশু সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাবে না। তাঁর রচনার মধ্যে আছে হাস্যরসের কবিতা, গান, নীতিকবিতা, ব্যঙ্গরচনা, নাটক ("সবজান্তা খরগোশ", "সম্ব্রেরো") এবং চিত্রনাট্য ("বিল্লিমশায়ের নয়া এ্যাডভেঞ্চার") প্রভৃতি। কয়েক বছর হলো "ফিতিল" (ফিউজ) নামক যে ছোট্টো ব্যঙ্গাত্মক চলচ্চিত্র-সাপ্তাহিকী প্রকাশিত হচ্ছে, তিনি তার প্রধান সম্পাদক। সের্গেই মিখাল্‌কভ বহু বিদেশী শিশু-সাহিত্যের সার্থক অনুবাদক এবং তার মধ্যে বিখ্যাত ইংরেজি রূপকথা "ছোট্টো তিন শুওর"ও আছে।

সের্গেই মিখাল্‌কভ

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ

Сатирик и сапер

Сатирик похож на сапера, друзья, —
Минирует он, и минирую я!
Задача сапера, коль в корень смотреть, —
Врага подорвать, самому уцелеть.
Но если ты дрожь ощущаешь в руках,
Бросай свою службу в саперных войсках, —
Ведь есть же на свете другие посты —
Ну, скажем, писать наградные листы!
Здесь следует тоже сноровку иметь,
Чтоб лист без помарки оформить суметь!..

ব্যঙ্গকবি ও সেনা

সৈনিক আর ব্যঙ্গকবিতে এতো মিল আগাগোড়া —
আমারই মতোন তোপ দাগে সেও, যুদ্ধে কেল্লা ফতে!
এ তো জানা কথা — সেনার কর্ম চাঁদমারি টিক করা
শত্রু খতম, অথচ নিজেরে বাঁচানো যে-কোনো মতে।
কিন্তু যদি-বা দ্যাখো কোনো দিন কাঁপছে তোমার হাত,
তাহলে যুদ্ধে ছেড়ে দিও ঐ তোপ দাগবার কাজ;
ও ছাড়াও আছে বিবিধ কর্ম হাজারটা পাঁচ-সাত,
ধরো না — যেমন, সার্টিফিকেটে খেতাব লেখার ধাঁচ!
দক্ষতা লাগে কলম পিষতে; অনেকেই পায় ভয়।
ভুলত্রুটি ছাড়া লিখে যাওয়া — কথা চাট্টিখানি তো নয়!..

Журавль и Хавронья

В «Лесный Пенатах»,
На выставке картин художников пернатых,
Произошел неслыханный скандал:
Портретом журавля Хавронья возмутилась,
И тот в сердцах ей по загривку дал!
Все началось, как я сказал,
с портрета.
Хавронья хрюкнула:
«Как выставляют это?»
«Что именно?» — послышалось в ответ.
«Да всю эту мазню,
включая ваш портрет!»
«Позвольте!..»
«Да! Да! Да!
Вы не туда идете!» —
«Помилуйте!»
«Погрязли вы в болоте!»
«Да как вы смеете?!»
«Как смела до сих пор!..»
Печально кончился
«дискуссионный» спор...
Но что по существу Хавронью так задело!

সারস ও বরাহ

"অরণ্য কলাভবনে"
পক্ষীকুলের চিত্রীরা সব দিয়েছে প্রদর্শনে
তাহাদের ছবি; অতি অশ্রুতপূর্ব গণ্ডগোল
বাধালো হঠাৎ শ্রীমতী বরাহী সারসের আঁকা দেখে;
দেখতে দেখতে বাজারের মতো ভিড় ধরে এসে ছেঁকে,
ভিতরে ভিতরে কিন্তু সবাই ধিক্কারে সোরগোল!
শুরু হয়েছিল, যা বলছিলাম, ব্যাপারটা ও থেকেই —
বরাহী চেঁচায়: "এখানে এ ছবি দেয়ার তো মানে নেই!"
জবাবে কে যেন বললো চেঁচিয়ে: "বলতে কী চান, শুনি!"
"এত রঙচঙে! ছবিতে এমন রঙ ঢালে কোন গুণী?"
"মাফ করবেন, মানে!.."
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলছি! ছবি আঁকাটাকা হবে না তোমাকে দিয়ে!"
"দেখুন, সবাই জানে!.."
"ছেড়ে দাও দিকি, বাপু, ও তোমার ছেলেখেলা রঙ নিয়ে!"
"করতেন কী-বা আপনি হতেন যদি?"
"করতাম তা-ই এতদিন করেছি যা!" —
মহা গোলমালে ভাঙলো প্রদর্শনী
এ-ভাবে সাঙ্গ হলো শেষে তর্কটা...
তা না হয় হলো, শ্রীমতী বরাহী এমন খাপ্পা কেন,

Хотите знать?

                    Тут вот в чем было дело:

Журавль был графиком — он клювом рисовал,

Хавронья пятачком картины малевала.

Мазков на полотне Журавль не признавал,

Штрихов на полотне Свинья не признавала.

জানতে কী চান?

শুনুন, তাহলে কারণ ছিল এহেন:

সারস বেচারী খোদাই-চিত্রী — ঠোঁট দিয়ে খুদেছে সে,
শ্রীমতী বরাহী — সেও ছবি আঁকে বোঁচা নাক চেপে ঠেসে।
কাপড়ের 'পরে তুলির টানকে সারস কিছুতে পোঁছে না।
কাপড়ের 'পরে আঁচড়-রেখাও বরাহের মতে — "কিছু না"।

О дураке

С хвоста — коня бояться надо,
С рогов — корову и быка,
Со всех сторон, с любого взгляда
Бояться надо дурака!

Когда дурак сидит на месте,
Где умный должен был сидеть,
Там нам его, сказать по чести,
Подчас не просто разглядеть.

Дурак и вежливым бывает,
И не всегда на всех рычит,
Красноречиво выступает,
Многозначительно молчит.

Дурак один такое может
Натворить и там и тут,
Что сотня умных не поможет,
Сто мудрецов не разберут.

নির্বোধ সম্পর্কে

হয় যদি ঘোড়া — সাবধান চাট থেকে,
শিং সাবধান — গাইগোরু, ষাঁড় হলে;
সমুখ-পিছন দু'দিক থেকেই দেখে
থেকো সাবধান বোকা থেকে নানা ছলে!

বোকা — সে যখন পড়ে সেইখানে
যেখানে জ্ঞানীর আসন উচ্চে বাঁধা,
সত্যি বলতে — তাকে ধরে ফেলা মানে
কঠিন কর্ম, সেও চোখে দেয় ধাঁধা।

নির্বোধ লোক বিনয়ীও দেখা যায়,
নেই চেঁচামেচি, থাকে বেশ চুপচাপ;
অথবা বাচাল — কথাতে হারানো দায়,
কিংবা নীরব — সবজান্তার ভাব।

একটা বোকাই এমন ক্ষমতা ধরে —
মহাভণ্ডুল করে দিতে পারে সব,
হাজার জ্ঞানীও যদি-বা চেষ্টা করে
তখন ঘটনা ফেরানো অসম্ভব।

Но, как в народе говорится,
Управа есть и на него:
Насмешки даже тот боится,
Кто не боится ничего!

কিন্তু শুনুন — কথাটা ফেলনা নয়,
স্মৃতিতে রাখলে যাবে উপকার পাওয়া:
যে-লোক কখনো কিছুতে করে না ভয়,
বিদ্রূপ করে তাকেও জবর ধাওয়া।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

পঞ্চাশ জন সোভিয়েত কবি

পঞ্চাশ জন সোভিয়েত কবি